বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪০ সংখ্যা। বৈশাখ—১৩০০—মে ১৮৯৩। ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১৩০০ সাল।
ইং ১৮৯৩-৯৪।
সংবৎ ১৯৪৯, শক ১৮১৫,
ব্রাহ্মাব্দ ৬৪-৬৫।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বৃ	র	বু	র	বু	শ
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
†এ	মে	জুন	জু	আ	সে
শ	সো	বৃ	শ	ম	শু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
ম	বু	শু	শ	সো	বু
২৯	৩০	২৯	৩০	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
র	বু	শু	সো	বৃ	বৃ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১

‡বৃ	র	বু	র	বু	শ	১	৮	১৫	২২	২৯	ম	বু	শু	শ	সো	বু
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	২	৯	১৬	২৩	৩০	বু	বৃ	শ	র	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো	৩	১০	১৭	২৪	৩১	বৃ	শ	র	সো	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম	৪	১১	১৮	২৫	৩২	শু	র	সো	ম	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৫	১২	১৯	২৬		শ	সো	ম	বু	শু	র
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	৬	১৩	২০	২৭		র	ম	বু	বৃ	শ	সো
বু	শ	ম	শ	ম	শু	৭	১৪	২১	২৮		সো	বৃ	বৃ	শু	র	বু

পূঃ	১৮	১৭	১৬	১৫	১১	১০
অঃ	২	১	৩০	২৭	২৬	২৪
এঃ	১৪	১৩	১১	৯	৮	৬
এঃ	৩০	২৮	২৭	২৪	২২	২১

পূঃ—পূর্ণিমা; অঃ—অমাবস্যা, এঃ—একাদশী।

* বৈশাখ বৃহস্পতিতে আরম্ভ, ৩১ দিনে মাস। ২রা শুক্র ৩রা শনি ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ ১লা রবি, ২রা সোম ইত্যাদি। আষাঢ় ১লা বুধ ২রা বৃহস্পতি ইত্যাদি।
+ এপ্রেল শনিতে আরম্ভ ৩০ দিনে মাস। ১৩ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ।
‡ বৈ বৃ ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯

পূঃ	৯	৯	৯	৯	৯	৮
অঃ	২২	২৪	২৩	২৪	২৪	২৩
এঃ	৫	৬	৫	৬	৫	৪বা৫
এঃ	১৯	২০	১৯	২০	২০	২০

**৯ই কার্ত্তিক পূর্ণিমা, ২২এ অমাবস্যা, ৫ই ও ১৯শে একাদশী ইত্যাদি।

নববর্ষ।

নব শতাব্দীর নূতন বরষ,
উদিলে উজলি ধরা-দিক্‌দশ !
শতবর্ষ মাঝে তুমি বর্ষবর,
কি ব'লে তোমারে করি সমাদর ?
তারাদল মাঝে তুমি সুধাকর,
নদীগণ মাঝে তুমি সে সাগর ;
শতগিরি মাঝে তুমি হিমাচল,
শতফুল মাঝে তুমি শতদল,
শতবর্ষ পরে হইলে উদয়,
গাও শত মুখে জগদীশ জয় ।

যে শতাব্দী গত–বিধির বিধান,–
দেখ ভারতেরে দেছে নব প্রাণ।
ধর্ম্ম জ্ঞান শুভ কার্য্য সমুদয়,
নবভাবে তাই হয়েছে উদয় ।
উন্নতির পথ অনন্ত বিস্তার,
বাধাবিঘ্ন সব হইবে সংহার ।
গত শতাব্দীর হয়ে সুসন্তান,
এ পথে তুমি কি হবে আগুয়ান ?
সহায় ঈশ্বর কি ভয় কি ভয়,
গাও শতমুখে জগদীশ জয় ।

তুমি যাবে চলে আমরা যাইব,
কালচক্রে ঘুরে কে কোথা পড়িব !
চিরসত্য যিনি মঙ্গল আলয়,
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে সমুদয় ।
তিনি সিদ্ধিদাতা করুণা-নিধান,
করুন্ সবার মঙ্গল বিধান ।
যতক্ষণ প্রাণ তোমার আমার,
প্রাণপণে এস সাধি কাজ তাঁর ;
অনন্ত জীবন পাইব নিশ্চয়,
গাও শতমুখে জগদীশ জয় ।

১৩০০ সালকে বর্ত্তমান শতাব্দী-রাজ বলিয়া আমরা সাদরে বরণ করিতেছি। ১২০০ সাল যে শতাব্দী আনয়ন করিয়াছিল, তাহা সৌভাগ্যজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। গত ১০০ বৎসরের মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারত দোর্দ্দণ্ড ইংরাজ প্রতাপের একছত্রতলে আনীত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছে, ভারতবাসী নানা-ভাষী নানা জাতি এক রাজভাষাদ্বারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে এবং জাতীয় মহা-সম্মিলন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত যদিও পরাধীনতার শৃঙ্খল আরও দৃঢ়রূপে পরিধান করিয়াছে, কিন্তু একটী সভ্যতম জাতির শাসনাধীন হইয়া অনেক সুশিক্ষা ও উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। ভারত সভ্য-দেশোচিত লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় পোত, অশেষবিধ কলকারখানা ও শিল্পজাতে সজ্জিত হইয়াছে বলিয়া এই সৌভাগ্য গণনা করিতেছি না, ধর্ম্মস্পৃহা, জ্ঞানস্পৃহা, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি মহৎ-গুণ সকল পুনরুজ্জীবিত হইয়া পতিত ভারতের উদ্ধারের আশায় সঞ্চার করিয়াছে। যে ব্রহ্মসাধন—সত্য সনাতন ধর্ম্ম—ভারতবাসীর অক্ষয় পৈতৃক সম্পত্তি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিল, এই শতাব্দীতে তাহারও পুনরুদ্দীপন হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র সকলের সমাদর ও আলোচনা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের নব যুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যাও এখন আর কোন

শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া বস্তু নহে, ইহার দ্বার সকলের জন্য উদ্‌ঘাটিত। এখন যাহার বুদ্ধি, গুণ ও ক্ষমতা আছে, তাহারই গৌরব; কাহারও উন্নতির পথ অপরে অবরুদ্ধ করিতে পারে না। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার নিবারণের অনেক উপায় হইয়াছে এবং সেই সূত্রে অবলা স্ত্রীজাতি বহুদিনের সামাজিক উৎপীড়ন হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছেন ও অল্পে অল্পে স্বাধীন ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। সহমরণ, বহুদারপরিগ্রহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহপ্রতিষেধ, জ্ঞানার্জন ওশাস্ত্রানুশীলনে অনধিকার, স্বাধীন ব্যবসায়ে অসামর্থ্য ইত্যাদি যে সকল দূষিত দেশাচার পাষাণের মত নারীজাতিকে পেষণ করিতেছিল, অতীত শতাব্দী তাহার কতক নিরাকরণ করিয়াছে, তাহাতেই আমরা দেশমধ্যে অনেক বিদুষী রমণীর অভ্যুদয় দেখিতেছি, উচ্চশিক্ষার উচ্চতম পরীক্ষাতেও রমণীগণ পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, অনেক দুর্ভাগিনী বালবিধবা পতিসুখে সৌভাগ্যবতী হইয়া পুনরায় সুখের সংসার করিতেছে, অনেক রমণী সপত্নীর জ্বালা হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং অনেক গুণবতী মহিলা শিক্ষয়িত্রী, গ্রন্থকর্ত্রী ও চিকিৎসক হইয়া জীবিকা অর্জনেও সক্ষম হইতেছেন। স্থানে স্থানে নারীদিগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশহিতকর কার্য্য সাধনের পথ রমণীদিগের নিকটও প্রসারিত করিয়া দিতেছে। ভবিষ্যৎ এখন আশাপূর্ণ।

গত শতাব্দী যে সকল মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছে, তাহাতে মঙ্গলময় বিধাতার সাক্ষাৎ হস্ত দেদীপ্যমান। তিনি যে মঙ্গলানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার উন্নতি হইবেই হইবে। ১৩০০ শতাব্দী অতীত শতবর্ষের প্রস্তুত ভিত্তির উপরে যেন উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ভারতবাসীর সকল আশা পূর্ণ করিতে পারে। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর এই কার্য্যের সহায় হউন্।

গত শতাব্দীতে বিধাতার বিধানে ভারতের হিতের জন্য বিদেশী স্বদেশী অনেক মহাত্মার এদেশে অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গের সুপরিচিত কয়েক মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি—বেণ্টিঙ্ক, মেটকাফ, ক্যানিং, রিপণ, কেরী, মার্সমান, হেয়ার, বেথুন; রামমোহন, রাধাকান্ত, দেবেন্দ্র, কেশব; দয়ানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল, কৃষ্ণদাস, অক্ষয়কুমার, দ্বারকানাথ, প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল। আরও কতকগুলি নাম অব্যক্ত রহিল। ইহাঁদের প্রতি ভারত চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। নূতন শতাব্দীতে এ প্রকার মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব কি দেখিতে পাওয়া যাইবে?

গত শতাব্দীর শেষভাগে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতরমণীগণের সেবার জন্য বামাবোধিনীর জন্ম হইয়াছে। ইহা ৩০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া শতা-

স্বীর প্রায় তৃতীয়াংশ দর্শন করিল। আগামী ভাদ্র মাসে ইহা ৩১ বর্ষে প্রবেশ করিবে। এই শুভঘটনা উপলক্ষে একটী উৎসব করিবার ইচ্ছা আছে এবং তদুপলক্ষে "গত শতাব্দীতে ভারত রমণীদিগের উন্নতির" বিষয় আলোচনা করা যাইবে। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে অবগত করিতেছি উপরি উক্ত বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট রচনা লিখিবেন, তাঁহাকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়—এ বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৭২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯৪৫ প্রথম, ১৯০১ দ্বিতীয় এবং ৮৭৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এরূপ স্বফল যুবিলী বৎসর ব্যতীত আর কখনও দেখা যায় নাই।

নব রাজপুরুষ—প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস অতি সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন। সার জর্জ হোয়াইট তাঁহার স্থানে বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট আপাততঃ ৬ মাসের ছুটী লইতেছেন, তাঁহার স্থানে সার ম্যাকডোনাল্ড কার্য্য করিবেন।

ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি—কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন।

শিক্ষা সমিতি—স্ত্রীশিক্ষার পরিদর্শন ও সাহায্যদানাদির বিষয় বিবেচনার জন্য ছোটলাটের আদেশে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এক শিক্ষা-সমিতি আহ্বান করিয়াছেন। কলিকাতার স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যবস্থার সংশোধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রহেলিকা পূরণ—ফাল্গুন ও চৈত্রের বামাবোধিনীতে যে ১০০ প্রহেলিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠিকাদিগের বিশেষ আমোদজনক হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। নিম্নলিখিত পাঠিকাগণ নিম্নলিখিত সংখ্যক উত্তর দিয়াছেন, যিনি পুরস্কারযোগ্যা, তাঁহার নাম পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবেঃ—

১—সজলনয়না দাসী, কলিকাতা ... ৫০
২—সৌদামিনী দেবী, কুষ্টিয়া ... ৫০
৩—ভুবনমোহিনী দেবী, দাঁতুন ... ৫০
৪—কুসুমকুমারী সেন, ফরিদপুর ... ১০০
৫—নিতম্বিনী চট্টো, বাঁকুড়া ... ১০০
৬—সুচারুবালা দাসী, গাজীপুর, ... ১০০
৭—প্রভাতকুমারী দাসী, ময়মনসিং ... ৫০

৮—ভবতারিণী দাসী, চেতলা ... ১০০
৯—সুশীলাবালা বসু, কুচবিহার ... ১০০
১০—বসন্তকুমারী দাসী, রাজপুর ... ১০০
১১—মৃণালিনী রায়চৌধুরী ... ১০০

বিবী-রাণী—পাতিয়ালার মহারাজা এক কীর্ত্তি করিয়াছেন। তাঁহার এক স্ত্রী বর্ত্তমান, তিনি তাঁহার অশ্বশালার অধ্যক্ষ ব্রায়ান নামক সাহেবের ভগ্নী মিস্ ব্রায়ানকে আবার বিবাহ করিয়াছেন। এই যুবতী শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত ও "হরনম কুর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ কার্য্যের পরিণাম কি হইবে চিন্তার বিষয়।

সাময়িক পত্রের উপর ট্যাক্স—কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এক দিকে ট্রামওয়ের অধ্যক্ষদিগকে দেশছাড়া করিতে বসিয়াছেন, অন্যদিকে গরিব সাময়িক পত্র সকল লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। এতদিন ছাপাখানারই ট্যাক্স ছিল, এখন দেশহিতব্রতে কোন কাগজ বাহির হইলেও আগে তাহাকে টাকা দিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। বহুদিন প্রচলিত পত্রিকা সকলও এ দায় এড়াইতে পারিবেন না। নব্য-ভারত সম্পাদক এই বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যদি সকল সম্পাদক এক যোগে প্রতিবাদ করেন, শুভফলের আশা করা যায়। "প্রেস আসোসিয়েসান" আর কোন্ কার্য্যের জন্য?

বামাবোধিনীতে ইংরাজী—এ বৎসর হইতে ইংরাজী নিয়মিত দেওয়া যাইবে না, আবশ্যক মতে সময় সময় দেওয়া যাইবে। পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে ইহার সমাবেশ স্থান দুর্ঘট হয় এবং অধিকাংশ পাঠিকার পক্ষে ইহা তত আবশ্যক দেখা যায় না।

বিলাতি মহিলাগণের কার্য্য।

১—বিলাতি মহিলাগণের জনহিতৈষণা—স্ত্রীলোকদিগের টেম্পারেন্স ইউনিয়ানের প্রতিনিধি কুমারী উইলার্ড স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু কিছুদিন শয্যাগত ছিলেন। তিনি গত জানুয়ারি মাস হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় জনহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনের অনেক বড় বড় সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন ও সর্ব্বত্রই অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার গুণে মাদকসেবনের বিরোধিগণ সর্ব্বত্রই নব উদ্যম ও উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। কুমারী উইলার্ড প্রধানতঃ সুরাপান নিবারণকার্য্যে ব্রতী হইলেও তিনি বহুদিন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে সকল-প্রকার সংস্কার কার্য্যেই স্ত্রীলোকদিগের যোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাদের উপস্থিতিদ্বারা কার্য্যের পবিত্রতা

ও পুরুষদিগের উৎসাহ সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। তিনি তদনুসারে সকল প্রকার সংস্কারকার্য্যে উৎসাহী হইয়াছেন। কিন্তু কেবল বক্তৃতায় স্থায়ী কার্য্য হয় না, সংবাদ পত্রের সাহায্য এপক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; সেইজন্য "উইমেন্‌স্ লিবারেল ফেডারেশন" সভার মুখপাত্র "উওমান্‌স্ হেরাল্ড" নামক পত্রিকার কার্য্যক্ষেত্র আরও বর্দ্ধিত করিয়া লেডি হেন্‌রি সমারসেটকে তাহার সম্পাদিকা করা হইতেছে। চিকাগো নগরের "ইউনিয়ান সিগনাল" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার যখন প্রায় একলক্ষ গ্রাহক, তখন "উওমান্‌স্ হেরাল্ডের"ও গ্রাহকসংখ্যা যে তদনুরূপ হইবে, এরূপ আশাকরা অসঙ্গত নহে।

২—সাধারণ কার্য্যে স্ত্রীলোক নিয়োগ—মিঃ আসকুইথ বিলাতী গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কারখানার স্ত্রী-লোকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য গ্লাসগো ও লণ্ডনে এক জন করিয়া স্ত্রীলোক ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইঁহারা বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন। রোগের তুলনায় ঔষধ যদিও নিতান্ত হোমিও-প্যাথিক মাত্রার হইল বটে, তথাপি "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল" এই বিবেচনায় ইহাও কতকটা ভাল বলিতে হইবে।

৩—কয়েকজন বিখ্যাত রমণী—"রিভিউ অফ্ দি ওয়ার্ল্ড" নামক পত্রিকায় রেভারেণ্ড ডাঃ প্রেসি "আমাদের প্রচারিকা বীরাঙ্গনাগণ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রারম্ভে এমন কতকগুলি স্ত্রীলোকের নাম করিয়াছেন যাঁহাদের দ্বারা মানবজাতির প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগের নাম ও কার্য্য নিম্নে দিলাম :—

বার্বরা অট্‌ম্যান্ বালিসের লেস্ নির্ম্মাণ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া স্যাক্সনি-প্রদেশকে ঘোর দারিদ্র্যের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। বেটসি মেট্‌কাফ্ ইউনাই-টেড্ ষ্টেটে প্রথমে খড়ের টুপি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; তদবধি উক্ত রাজ্যে খড়ের শিল্পকার্য্যের এত বিস্তার হইয়াছে যে কেবল ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশ এই ব্যবসায় হইতে বৎসরে কোটী কোটী মুদ্রা লাভ করিয়া থাকে। তুলানির্ম্মিত জিন্ বস্ত্র যাহা লোকে এত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা মিসেস্ জেনেরাল্ গ্রীন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আর একজন স্ত্রীলোক ঘোড়ার নাল নির্ম্মাণের একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করেন, যাহাদ্বারা প্রতি মিনিটে ২০ খানা নাল প্রস্তুত হয়, ইহাদ্বারা উক্ত কার্য্যের পরিশ্রম ও ব্যয়ের যথেষ্ট লাঘব হইয়াছে। যখন প্রকাণ্ড ব্রুকলিন সেতুর ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রোবলীং অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ শয্যাগত হন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করেন এবং তিনি শিল্পীদিগের সহিত বসিয়া তাহাদিগকে

এমন সকল নূতন ধরণের জিনিস প্রস্তুত করিতে শিখাইতেন যাহা তখন অন্য কোথাও প্রস্তুত হইত না; ভ্যাসার কালেজের জ্যোতির্ব্বিদ্যার অধ্যাপিকা কুমারী মেরিয়া মিচেল, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে একটী নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়া ডেনমার্কের রাজার নিকট হইতে একটী মেডাল পুরস্কার পান; এতদ্ভিন্ন তিনি আরও সাতটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন। তিনি ইউরোপের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

৪।—বিলাতী স্ত্রীলোকদের পোষাক—লেডি জিউন্ "নিউ রিভিউ" ও "ন্যাশনাল্ রিভিউ" নামক পত্রিকায় পোষাকে অর্থের অপব্যয়ের বিরুদ্ধে দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে যদি বিলাতি মহিলাগণ পোষাক সম্বন্ধে অন্ধভাবে ফরাসী দরজীদের বশবর্ত্তী না হইয়া স্বাধীনভাবে ও আপনাদের সুবিবেচনা অনুসারে চলিতে না পারেন, তবে তাঁহারা স্থানীয় ও বৃটীশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিবার কতদূর উপযুক্ত তৎসম্বন্ধে লোকে সন্দিহান হইবে। "ন্যাশনাল রিভিউ" পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাহইতে বুঝাযায় যে পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রত্যেক কন্যার পোষাকে বার্ষিক ১২০ হইতে ১৫০ পাউণ্ড (অর্থাৎ সাবেক হিসাবে ১২০০ হইতে ১৫০০ টাকা) ব্যয় হইত। এখন আর তাহাতে চলে না। সর্ব্বশেষে তিনি লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক শ্রেণীর লোকে উপরিস্থিত শ্রেণীর সহিত সমান চাল চলন রক্ষা করিতে ও তাহাদের বিলাসিতার অনুকরণ করিতে যাওয়াতে সামাজিক শক্তির মূলক্ষয় হইতেছে এবং ঘোর সামাজিক বিপ্লব সন্নিহিত ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে। পোষাক সম্বন্ধে আমাদের সমাজ এখন পরিবর্ত্তনাধীন। কিন্তু এখন হইতেই এদিকে একটু একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশীয় মহিলাগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করা উচিত বোধ করিলাম।

আর্য্যমহিলা—সুমিত্রা।

যেমন বাগানের মধ্যে বেলফুল, তেমনি রামায়ণের মধ্যে সুমিত্রাদেবী। বেলফুল ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে অনন্ত শোভা—অনন্ত সৌরভ; সুমিত্রা-চিত্র অপূর্ণ হইলেও তাহাতে অনন্ত সৌন্দর্য্য—অনন্ত মধুরতা। মহর্ষি বাল্মীকির দিগন্তব্যাপিনী প্রতিভা সুমিত্রাদেবীর ক্ষুদ্র জীবনী যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছে, সাধারণ প্রতিভা বহু-

বিস্তৃত জীবনীরও সেরূপ সম্পূর্ণতা সাধন করিতে পারে না। যিনি সুমিত্রা-চরিত্র বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবেন, ভরসা করি তিনি এ বিষয় অস্বীকার করিবেন না। তবে যে বাগানে গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল ফোটে, সেখানে বেলফুল সহসা দর্শকের চক্ষু আকর্ষণ করে না।

সুমিত্রাদেবী অযোধ্যাপতি দশরথের তৃতীয়া ভার্য্যা। পদ্মের মত সুন্দর ফুলেও কাঁটা, ময়ূরের মত সুন্দর পাখীরও কণ্ঠস্বর কর্কশ, তদধিক দুঃখের বিষয় এই যে সুনীতি ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় আর্য্যজাতিমধ্যেও "বহুবিবাহ" কুপ্রথা প্রচলিত *। বহু বিবাহের ফল রাজা দশরথকে কিরূপ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় এদেশে অনেকেই জানেন। যাহা হউক, সুমিত্রাদেবীর ভাগ্যে স্বামি-সুখ মিলে নাই। কারণ রাজা দশরথ দ্বিতীয়া ভার্য্যা কৈকেয়ীতেই একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; প্রথমা কৌশল্যা বা তৃতীয়া সুমিত্রা রাজার বিশেষ প্রণয়ভাগিনী হইতে পারেন নাই। এ দুঃখ যে রমণী-হৃদয়ে কত বড় দুঃখ—ভরসা করি তাহা পাঠিকা ভগিনীদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। রামচন্দ্রের বনগমন সময়ে, স্বয়ং কৌশল্যাদেবী এই দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দারুণ দুঃখে সুমিত্রাদেবীই ভগ্নহৃদয়া হন নাই। এইরূপ স্থিরতা ও ধীরতা সুমিত্রা-চরিত্রের এক প্রধান উপাদান।

স্বামী সপত্নীর প্রতি অনুরক্ত হইলেও সাধারণ রমণীর মত সুমিত্রাদেবী তাঁহাকে অপ্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। সুমিত্রা পতিপ্রাণা সাধ্বী। পতিপ্রাণা সাধ্বী তাঁহার পতিদেবতাকে যে প্রেমভক্তি-পূর্ণ চক্ষে দর্শন করেন, সুমিত্রাদেবী রাজা দশরথকে সেই প্রেমভক্তি-পূর্ণ চক্ষেই দর্শন করিতেন। সুমিত্রা-চরিত্রের আলোচনায় ইহা পশ্চাতে বিবৃত হইবে।

ইহার পরে সুমিত্রাদেবীর আরও সুশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাম ও ভরত তাঁহার সপত্নী-পুত্র হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ মমতা করিতেন। তাঁহারই শিক্ষাক্রমে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, রাম ও ভরতের একান্ত অনুগত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত কার্য্যে সুমিত্রাদেবীর বুদ্ধির কি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়! কৈকেয়ীর মত নীচাশয়া ক্রূরহৃদয়া রমণী সপত্নী-সন্তানের প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে পারে কিন্তু সুমিত্রার মত ধর্ম্মপ্রাণা, পতিপ্রাণা, স্নেহময়ী দেবী সপত্নী-সন্তানের প্রতি প্রকৃত মমতাময়ী হইতে পারেন।—গর্ভজাত সন্তানের অপেক্ষাও সপত্নী-

* আমরা বহুবিবাহকে "কুপ্রথা" বলিয়াছি সে এ দেশে "বিলাতি-সভ্যতার" হাওয়া বহিতেছে বলিয়া নহে। যাহা ভাল,তাহা ভারতীয় হইলেও ভাল, বিলাতীয় হইলেও ভাল। এই কথাগুলি পারি তো পত্রে খুলিয়া বলিব। প্রঃ লেঃ।

সন্তানের সুখ দুঃখে অধিকতর সহানুভূতি করিতে পারেন।—ইহা অস্বাভাবিক ভাব নহে, অবস্থা ও উপযোগিতা ক্রমে, সহৃদয়তা ও সূক্ষ্মদর্শিতার কার্য্য। ইহাই দেবী-হৃদয়ের কার্য্য।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা সুমিত্রা-চরিত্রে অধিকতর প্রশংসনীয় গুণ আছে— এ জগতে সাধারণতঃ রমণীগণ যে সপত্নীকে মূর্ত্তিমতী প্রতিযোগিতাস্বরূপ মনে করেন, যাঁহারা পরস্পর অহি-নকুল-সম্বন্ধবিশিষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে "সাপত্ন্য" ভাব কেবল হিংসা দ্বেষাদির পরিচায়ক, মহাপ্রাণা সুমিত্রাদেবী নিজগুণে সেই সপত্নীর স্নেহময়ী ভগিনী ও হিতৈষিণী সখীস্বরূপা ছিলেন— সপত্নী-ভাব ভগ্নীভাবে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। রামায়ণে দেখা যায় কৌশল্যাদেবী প্রায় সকল অবস্থাতেই সুমিত্রার সাহচর্য্য গ্রহণ করিতেন; আরও দেখা যায় যে এরূপ সাহচর্য্য গ্রহণ প্রধানতঃ সুমিত্রাদেবীরই গুণে; সুমিত্রার সহৃদয়তা, সুশীলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণেই কৌশল্যাদেবী তাঁহার একান্ত বশীভূতা ছিলেন। রমণীগণের বিনয়, সুশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, নিরলসতা প্রভৃতি কয়টী গুণ থাকিলেই তাঁহারা পিতৃকুল ও পতিকুলের প্রায় সকল আত্মীয়গণের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন, কিন্তু সপত্নীর নিকটে সপত্নীর প্রীতিপাত্রী ও হিতৈষিণী বিশ্বস্তা সঙ্গিনী হইতে পারা যে কতদূর উন্নত পবিত্র চরিত্রের কার্য্য, তাহা সহৃদয়া ভগিনীগণ মনে মনে অনুভব করুন, তাহা হইলেই সুমিত্রা-চরিত্র হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এ সকল গুণের পরে সুমিত্রার মাতৃ-জীবন আলোচ্য। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠভক্তি, নিস্পৃহতা, সত্য-নিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা, ত্যাগস্বীকার, দয়া, বীরত্ব, বিনয়, সেবা-পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে দেবোচিত, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই নরদেবতা লক্ষ্মণ প্রধানতঃ তাঁহার মাতা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সুমিত্রা-দেবী পুত্রদিগকে কি অপূর্ব্ব শিক্ষা দিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়—

দুষ্টা মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী যখন নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, অযোধ্যার তরুণ আশা ভস্মীভূত ও রাজা দশরথের পরমায়ু গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যখন কৈকেয়ীর দুরাকাঙ্ক্ষায় রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইতেছেন, যখন দশরথের বিলাপে পুরবাসী ও প্রজাগণের হাহাকারে, কৌশল্যার আর্ত্তনাদে সুখময়ী অযোধ্যাপুরী মহা-শ্মশান বলিয়া অনুভূত হইতেছে, তখন সুমিত্রাদেবী কি করিলেন? তিনিও কৌশল্যাদেবীর মত স্নেহপরায়ণা মাতা; কিন্তু তিনি কেবল স্নেহপরায়ণা মাতা নহেন, তিনি ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণা মাতা। তাই তাঁহার উপযোগী কাজ করিলেন; শোকভরে আকুলিতা

না হইয়া বনগমনোদ্যত পুত্রকে সময়োচিত সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দিলেন; তিনি প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে বলিলেন;—

"বৎস! যদিও সকলের তোমার প্রতি অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার জ্যেষ্ঠ অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহাঁর সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্নই হউন, আর সম্পন্নই হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে; বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশের যোগ্য।—দান, যজ্ঞানুষ্ঠান সমরে দেহত্যাগ এই বংশের যোগ্য*। তার পরে বলিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি
জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত!
যথাসুখম্॥"

অর্থাৎ তুমি এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে আমি, গহন বনকে অযোধ্যা মনে করিও। বৎস! এখন সুখে গমন কর।

এই কয়টী কথায় সুমিত্রার কতই উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিতেছে! তাদৃশ দারুণ বিপৎকালেও যাঁহার এমন স্থিরতা, এমন ধীরতা, এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্ত্তব্য-জ্ঞান! তাঁহার চরিত্র যে দেবী-চরিত্র এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এমন মায়ের সন্তান হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মণ তরুণ বয়সেই দেবতা। আর আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় শত্রুঘ্নকেও যে দেবোপম চরিত্রবান্ দেখিতে পাই, সেও এই সুমিত্রার মাতৃত্ব-গুণে; তাই বলিতেছি, সুমিত্রা-চরিত্র দেবী-চরিত্র।

মানবজীবনের উচ্চ গৌরব সত্য-ধর্ম্মানুরাগে। সুমিত্রাদেবী সেই সত্য ধর্ম্মের কেমন অনুরাগিণী ছিলেন, পাঠিকা ভগিনী তাহা দেখুন;—

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গমন করিলে যখন শোকাকুল দশরথ, রাম-শোকে জীবন্মৃত হইয়া কৌশল্যার গৃহে পড়িয়া আছেন, যখন শোকাকুলা কৌশল্যা চেতনাহারা হইয়া গিয়াছেন, সেই দারুণ শোকের সময়ে, পুত্র-নির্ব্বাসন-ব্যথিতহৃদয়া সুমিত্রাদেবী বিনীত ভাবে কৌশল্যাকে বলিতেছেন,—"আর্য্যে! তোমার রাম সর্ব্বগুণাধার; কুত্রাপি তাঁহার বিপদ-সম্ভাবনা নাই; তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ তোমার রাম সত্যবাদী, পিতার অঙ্গীকার পালন করিবার আশয়েই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। সজ্জনাচরিত ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোনও ক্রমে উচিত হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই! যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন

* রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড——হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত অনুবাদ।

করিয়া আসিয়াছেন, সেই জানকী অরণ্য-বাসের দুঃখ সম্যক্ জানিতে পারিলেও রামের অনুগমন করিয়াছেন। দেবি! যে সর্ব্বলোকপালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্য-নিষ্ঠ, ইহা কি তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে না?"

কি অপূর্ব্ব সত্যানুরাগ! কি গভীর ধর্ম্মভাব! সুমিত্রাদেবী আবার বলিলেন,—"রাম বনে বা নগরে থাকুন, তাঁহার কোনও দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী, জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ অযোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকে, উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী যাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ অসি, শর ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাই-তেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে সেই উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবে। এক্ষণে আর দুঃখ শোক প্রকাশ করিওনা; রামের কোন-রূপ অশুভ সম্ভাবনা নাই। আর্য্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্ত্বনা করিবে, তা নয় নিজেই বিকল হইলে? বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু নাই *।"

মানব বড় দুঃখ—অসহনীয় দুঃখও যে আশার আলোক দেখিলে সহজে সহিতে পারে, ভবিষ্যৎ সুখের আশা থাকিলে বর্ত্তমান সহস্র ক্লেশেও মানব যে ভগ্ন-হৃদয় হয় না, তাহা এই মহাপ্রাণা সুমিত্রাদেবী বিশেষরূপে জানিতেন তাই কৌশল্যাকে শেষে বলিলেন ;—

অভিবাদয়মানং তং দৃষ্ট্বা সসুহৃদং সুতম্।
মুত্রাশ্রু মোক্ষ্যসে ক্ষিপ্রং মেঘরেখেব বার্ষিকী॥
পুত্রস্তে বরদঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং পুনরাগতঃ।
করাভ্যাং মৃদুপীনাভ্যাং চরণৌ পীড়য়িষ্যতি॥
অভিনন্দ্য নমস্যন্তং শূরং সসুহৃদং সুতম্।
মুদাশ্রৈঃ প্রোক্ষসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্।†

এখন সেই সময়ে—সেই ব্যথিত হৃদয়ে, সেই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন কথাসকল যাঁহার মুখে আইসে, তিনি যে একজন দেবী, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এই কথাকয়টীতে সুমিত্রার ধর্ম্মবিশ্বাস, সত্যানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা, অথচ হৃদয়-পূর্ণ প্রীতি মমতা

---

* রামায়ণ। অযোধ্যা কাণ্ড ৪৪ সর্গ——হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ।

† আপনার সেই অভীষ্টদাতা পুত্র অচিরে অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়া কোমল ও মাংসল করযুগল দ্বারা আপনার চরণ বন্দনা করিবে। আপনার সেই বীরপুত্র যখন সীতা লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া আপনার চরণে নমস্কার করিবে, তখন তাহাকে অভিনন্দন করত আপনি মেঘ-রাজি যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় অভিষিক্ত করে, তেমনি সেই পুত্রকে আনন্দাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিবেন।

সবই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যে কবি "রামায়ণ" রূপ অদ্বিতীয় মহাকাব্য লিখিতে পারেন, তিনিই সহজে এ মহামহিমময়ী সুমিত্রার চরিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। তিনিই অনায়াসে আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন, সুমিত্রা-চরিত্রে এমনই মধুরতা—তীব্র মধুরতা নহে—এমনই মৃদু মধুরতা,যে সুমিত্রাদেবী সকল সময়ে সকল অবস্থায়, সকল লোকেরই সকলসন্তাপহারিণী! এমন দেবী যে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে ভারত মরিয়াও অমর! এমন দেবী-চরিত্র যে কবি লেখেন, সে কবির অমরতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করাও আমার বিশেষ ধৃষ্টতা।

আর এক কথা, রামের রাজ্যচ্যুতি ও বনবাস ঘটনায় সকলের অপেক্ষা—স্বয়ং কৌশল্যার অপেক্ষাও, দশরথের মনস্তাপ অবশ্য অধিক। কারণ, প্রথমতঃ রাজা দশরথই তাঁহার প্রাণাধিক রামচন্দ্রের সকল বিপত্তির মূল; দশরথের প্রতিজ্ঞার জন্যই তো রামের অদৃষ্টে এত ক্লেশ উপস্থিত! মানব-হৃদয়ে অনেক সহে, কিন্তু যাহাকে সুখী দেখিলে বড় সুখ হয়, মানব নিজেই যদি তাহার দুঃখের—গুরুতর দুঃখের হেতু হইয়া দাঁড়ায়, সে দুঃখ মানব-হৃদয় সহিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ রাজা দশরথ যে কৈকেয়ীকে প্রাণের অধিক প্রীতি ও মমতা করিতেন, জগতে রাম ব্যতীত অপরের সহিত যাহার ভালবাসার তুলনা করিতে পারিতেন না, সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা, সেই স্নেহপ্রতিমা সখী, সেই বিশ্বস্তা সহধর্ম্মিণী যে দারুণ ক্রূরহৃদয়া, নৃশংসা বিশ্বাসঘাতিনী, স্বার্থপরতার প্রতিকৃতি-রূপা পিশাচী, ইহা সেই রাম-বনবাসের দিনেই দশরথ বুঝিতে পারিলেন। মানব-হৃদয়ে অনেক সহিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি মানবের প্রাণাধিক প্রিয়তম, সে যে কপটাচারী, যাহাকে মানব অকপটে মন প্রাণ সমর্পণ করে, সে যে বিশ্বাসঘাতক, সে যে মহাপাতকী, এ দুঃখ মানব-হৃদয় কখনই সহিতে পারে না। এছটী "দুর্ব্বলতা" হয় তো মানবের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা।

এই দুই অসহনীয় দুঃখে রাজা দশরথ সকলের অপেক্ষা অধিকতর কাতর। এ জগতে সকল ব্যথীরাই একটু সহানুভূতি চাহে, একটী ব্যথিত হৃদয় আর একটী ব্যথিত হৃদয় পাইলেই কতক পরিমাণে পরিতৃপ্তি লাভ করে। মানবহৃদয় সহজেই সহানুভূতির প্রার্থী; ব্যথিতহৃদয় আরও প্রার্থী, সহানুভূতির ভিখারী। এই সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেই রাজা দশরথ, রাম-বনবাস-দিনে কৌশল্যার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাম-নির্ব্বাসনে দশরথের যে মরণাধিক যাতনা হইতেছিল, অভাগিনী কৌশল্যা তাহা অবশ্য বুঝিয়াছিলেন।—স্বয়ং দশরথ কৌশল্যার গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—"সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে

ভার্য্যার ন্যায়, সংপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায় ও ভোজনকালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন"। এতাদৃশী পতিব্রতা মহিলা যে স্বামীর সুখ দুঃখে সহানুভূতি করিতে অশক্তা, এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত। তথাপি রাম-বনবাসের দিনে তিনি শোকের অধীরতায় রাজা দশরথের প্রতি যে দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য যে পতিপ্রাণতা নহে, এ কথা বুঝিতে পারা যায়। তন্মধ্যে একটী কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি; কৌশল্যা বলিতেছেন, "মহারাজ! রাম এতক্ষণ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা অরণ্যের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে! বল দেখি তাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে? সকলেরই তরুণবয়স, ভোগের সময়ে আবার তুমি বনবাস দিলে, জানিনা এখন তাহারা ফল মূল খাইয়া কিরূপে দিনপাত করিবে?"

একথা মাতৃস্নেহ-প্রসূত সন্দেহ নাই। আর অভাবনীয় পুত্রনির্ব্বাসন-শোকে কৌশল্যার যে মতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, ইহাও আশ্চর্য্য নহে। তথাপি প্রকৃত পতিপ্রাণা ভার্য্যা স্বামীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পান; নিদারুণ শোক দুঃখের সময়েও স্বামীর অবস্থা, উপযোগিতা—স্বামীর কৃত কার্য্য কুকার্য্য হইলেও তাহার কারণ সবই দেখিতে পান। তাই পতিপ্রাণা সীতাদেবী নির্ব্বাসনকালে বড় শোকের সময়ে, বড় অভিমানের সময়েও বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—"আর্য্যপুত্র কেবল প্রজারঞ্জন জন্যই আমাকে বনবাস দিলেন, অবিশ্বাসিনী ভাবিয়া নহে"। তাই বলিতেছি, পতিব্রতা কৌশল্যাদেবীও যদি প্রকৃত পতিপ্রাণা হইতেন, তাহা হইলে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সুমিত্রা—এমন কি স্বয়ং কৌশল্যা হইতেও রাজার মনস্তাপ অনেক অংশে অধিক এ কথায় কোন সন্দেহ করিতেন না, আর সেই অনুতপ্ত ভগ্নহৃদয়, হতভাগ্য দশরথেরও "কাটা ঘায়ে নূণের ছিটা" দিতে পারিতেন না! পতিপ্রাণা রমণী তাহা পারেন না।

"পতিপ্রাণা রমণী তাহা পারেন না" এ বিষয়ে এক বিশেষ প্রমাণ আমাদের সুমিত্রাদেবী। গভীর পতিপ্রাণতায় সুমিত্রা-চরিত্র "আদর্শ"-স্থানীয়। পাঠিকা-ভগিনী জানেন, কৌশল্যার যে প্রকার শোক, সুমিত্রারও তাহাই; কিন্তু এই শোকোচ্ছ্বাসে, এই মাতৃভাবের প্রবলতায়, সুমিত্রাদেবীর পতিপ্রাণতা সঙ্কুচিত হইল না—বরং অধিকতর প্রবল হইল। সেই অবস্থাতেও সুমিত্রাদেবী কৌশল্যাকে বলিতেছেন,—"দেখ! তোমার রাম সত্যবাদী পিতার অঙ্গীকার সিদ্ধ করিবার আশয়েই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন!" এই একটীমাত্র কথাতেই সুমিত্রাদেবীর হৃদয়-পূর্ণ পতি-অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে! গভীর ভালবাসা-যোগে যিনি স্বামীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পান,

তিনি ভিন্ন আর কেহ কি সে অবস্থায় এমন কথা বলিতে পারে? তাই সুমিত্রা-দেবী পতিপ্রাণা সাধ্বীগণের শীর্ষস্থানীয়া, "সহধর্ম্মিণী"র উপযোগিনী। আমাদের বিশ্বাস যদি সুমিত্রাদেবী রামচন্দ্রের গর্ভ-ধারিণী হইতেন, তাহা হইলে রাজা দশ-রথ রাম-বনবাসের দিনে পুত্র-শোক-জনিত মৃত্যু হইতে বুঝিবা রক্ষা পাইতে পারিতেন! অন্ধকমুনির শাপ বুঝিবা ব্যর্থ হইত! সাবিত্রীর মত সুমিত্রা-চরিত্রও বঙ্গমহিলাগণের অমৃতময়ী গাথা হইয়া রহিত। যে মহিলা নিজ শরীরে নিদা-রুণ আঘাত পাইয়াও স্বামীর কর্ত্তব্য লঙ্ঘন-ভয়ে আত্মগোপন করেন, তিনি আদর্শ রমণী*। আর যিনি—যে মহিলা গর্ভজাত পুত্রের, তরুণবয়স্ক পুত্রের দারুণ দুঃখজনক নির্ব্বাসনসময়েও স্বামীর চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিবার আশয়ে আত্মসংবরণ করেন, সে সময়েও যে কথা শুনিলে স্বামীর প্রাণে একটুকু আরাম বোধ হয়, সেই প্রকার কথা কহিতে পারেন, তিনি আদর্শ দেবী। এই জন্য আমাদের সুমিত্রাদেবীও আদর্শ দেবী—তাঁহার পদ-ধূলি মনে মনে গ্রহণ করিলেও আমাদের অপদার্থ প্রাণ পবিত্র হইতে পারে!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—সত্যধর্ম্মে অনুরক্ত হওয়াই মানবের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি—সর্ব্বোচ্চ গৌরব। সুমিত্রাদেবীর ধর্ম্মভাব যে কত উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল, পাঠিকা ভগিনী তাহার পরিচয় পাইয়া-ছেন। সুমিত্রাদেবীর স্থিরতা, ধীরতা, বিজ্ঞতা যে এমন দেবোচিত, সে এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-পরায়ণতা হইতে তাঁহার দেব-বৃত্তি সকল এমন পরিস্ফুট হইয়াছিল যে তাঁহার ভার্য্যাত্ব, মাতৃত্ব, সপত্নীত্ব, বিমাতৃত্ব সবই মধুর—মধুরতর—মধুরতম! এ দেবী কেবল অযোধ্যার রাজরাণী হইবার উপ-যোগিনী নহেন, গৃহলক্ষ্মী সতীকুলের সাম্রাজ্ঞী স্বরূপা। এ দেবীচরিত্র মহর্ষি-বাল্মীকির অমৃতময়ী প্রতিভার জীবন্ত চিত্র, সাধারণ মানবের ইহা ছুঁইবার সাধ্য নাই। তথাচ ক্ষুদ্র আমি, মূর্খ আমি পুনরালোচনার চেষ্টা করিলাম। মহর্ষি-বাল্মীকির স্থাপিত স্বর্গীয় প্রতিমার সৌন্দর্য্যে মানবের হৃদয় এতই মুগ্ধ হয় যে "পূজা করিতে পারিব কি না" সে বিচারশক্তি থাকে না! ভরসা করি অন্যে যেমনই করুন, স্বদেশীয় ভগিনীরা আমাকে ক্ষমা করিবেন। শ্রী মা—

* ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজ মন্ত্রী ডিজরেলী পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সস্ত্রীক, বক্তৃতা করিতে যাইতেন। একদিন ঐরূপে যাইবার সময়ে, মন্ত্রী গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে অজ্ঞাতসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর একটী আঙ্গুল পিষিয়া দিয়াছিলেন। তখন স্বামীকে নিজের অবস্থা জানাইলে তাঁহার মন খারাপ হইবে, বক্তৃতার ক্ষতি হইবে, এই ভয়ে ডিজরেলী-পত্নী বক্তৃতার পূর্ব্বে নিজের ক্লেশের কথা কিছুমাত্র স্বামীকে বুঝিতে দেন নাই। বক্তৃতা শেষ হইলে পরে সবিশেষ বলিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষেও এ প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রঃ লেঃ।

উদাসীনের চিন্তা।

রাধারাণীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তিনি ব্রাহ্মণের কন্যা এবং বাল-বিধবা। পতি বিয়োগের পর হইতেই যত্যাচারে বিলক্ষণ শরীর নিগ্রহ করিতেছেন। শরীর নিগ্রহ বেশ আছে, কিন্তু আত্ম-শাসন মাত্রও নাই। সামান্ত কারণেই অগ্নি অবতার হইয়া উঠেন। এজন্য প্রতিবেশী এবং বৃদ্ধা জননীর সহিত প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা জননী ভিন্ন রাধারাণীর সংসারে আর কেহই ছিল না। স্বামিদত্ত বেশভূষা বিক্রয় করিয়া রাধারাণী ৪০০০৲ টাকা পাইয়া-ছিলেন, তাহারই স্বুদ হইতে ভরণ পোষ-ণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রয়ো-জনীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপেও কিঞ্চিৎ ব্যয় হয়। এতদ্ভিন্ন জননী-সহ বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। রাধারাণী একরূপ নিঃসহায়া হইলেও তাঁহার অর্থ-বল ছিল, তাই ধরাখানিকে সরা মনে করিতেন। বিশেষতঃ তিনি গয়া, কাশী, শ্রীবৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহার স্পর্দ্ধা কত? স্বুযোগ পাইলেই প্রতিবেশিনীদিগের সমীপে গয়া, কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন। লোকে শুনিতে ইচ্ছা না করি-লেও, ধরিয়া আনিয়া দুই কথা শুনাইয়া দেন। গয়া, কাশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের মন সে সকল তীর্থের প্রতি আকৃষ্ট করা রাধারাণীর উদ্দেশ্য নহে। শ্রোতৃগণ তাঁহার ভূয়োদর্শিতার প্রশংসা করেন ইহাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য। রাধারাণী যে পল্লীতে বাস করিতেন, সে পল্লীতে স্বুধাময়ী নাম্নী এক যুবতী ছিলেন। স্বুধাময়ী স্বুশীলা ও বুদ্ধিমতী। একদিন রাধারাণী তাঁহাকে পাইয়া তিনি কাশী-ধামে যেরূপ দান ধ্যান করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন "দেখ স্বুধাময়ী। এবার কাশীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরকে জাম ফল দিয়ে এসেছি। মা কত বল্লেন, বল্লেন রাধা ও কি করিস, যে ফল সচরাচর মিলে না এরূপ একটা ফল দান কর, আমি বল্লুম, না মা! তা হবে, না বিশ্বেশ্বরকে একটা ভাল ফল দিতে হবে"। তাই অনেক ভেবে চিন্তে জামটাকে দিয়ে এসেছি?

স্বুধাময়ী রাধারাণীর এতাদৃশ ভোগ বিলাসের কথা শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন; এবং বলিলেন "কেন জাম ভিন্ন কি আর ভাল ফল পেলেন না?" ভাল, আঁবটাই দিয়ে এলেন না কেন?

রাধা—ও মা তাকি হয়, বৎসরের মধ্যে একটা ফল, তাও দিয়ে আসব, এ কেমন কথা?

স্বুধা—বিশ্বেশ্বরকে দিতে হলে, যে ফলে আসক্তি রয়েছে, সে ফলই দিতে

হয়। বিশ্বেশ্বরের ত কিছুরই অভাব নাই। তবে ফলদানেরও একটা অর্থ আছে। ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগই এ দানের উদ্দেশ্য। তা আপনিত খুব দান করে এয়েছেন। জামেতে কি আর লোকের আসক্তি জন্মে?

রাধা—জন্মে বই কি! আমার পক্ষে আঁব ছাড়া সহজ, তবুও জাম ছাড়তে পারি না।

সুধা—এ নূতন কথা শুনলেম, কেউ জামকে আঁবের চেয়ে ভাল বাসে, এত কখনও শুনি নাই।

রাধা—আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে বসি নাই। আমি বলছি বিশ্বেস কর্ত্তে হয় কর, না কর্ত্তে হয় নাই কর।

সুধা—ভাল জামটা দিয়ে এলেন, রাগটা দিয়ে এলেন না কেন?

রাধা—ফলইত দেয় জানি, রাগ আবার দেয় কি করে তাত জানি না। তোমাদের নতুন শিক্ষে! নতুন কথা! আমরা সেকেলে লোক, তোমাদের কথা বার্ত্তা বুঝি না।

সুধা—সংকল্প করিয়া যেমন ফল ছাড়তে হয়, বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষী করে সংকল্প পূর্ব্বক তেমনি রাগ ছাড়তে হয়।

সুধাময়ীর এই কথাতে রাধারাণী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, ক্রোধে অধীরা হইয়া বলিলেন "তোমরা সব স্বর্গের দেবী কিনা, তাই সকল রিপুর হাত এড়ায়েছ, আমরা নরকের কীট তাই আমরা রাগী, আমরা ঝগড়াটে, আমরা সব।

সুধা—আপনি রাগ কর্ব্বেন না। আমি স্বর্গের দেবী একথা কি আমি বলেছি?

রাধা—বল নাইত কি? আমার রাগ ছাড়া উচিত আর তোমার ছাড়া উচিত না?

সুধাময়ী দেখিলেন রাধারাণীর সহিত বাদানুবাদ করা নিস্ফল। তাই বিদায় গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু রাধারাণীর ক্রোধ উদ্বেলিত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত তাহার শান্তি না হয় সে পর্য্যন্ত ক্রোধের কারণ স্বরূপা সুধাময়ীকে ছাড়িতে পারেন না। সুধাময়ীর অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া তাঁহার গতি নিবৃত্ত করিলেন। সুধাময়ী দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে শব্দটী মাত্র নাই। আর রাধারাণী যত ইচ্ছা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। প্রবৃত্তির ক্রিয়া শেষ হইলেই তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। রাধারাণীর ক্রোধও তদ্রূপ কিয়ৎকাল পরে নিবৃত্ত হইল। সুধাময়ী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পাঠিকা ভগিনী!—তীর্থযাত্রা কিংবা শরীর নিগ্রহে প্রবৃত্তির দমন হয় না। কুপ্রবৃত্তিচয় প্রবল অসুর, তাহাদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। বাহিরের শত্রু দমন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু অন্তরের শত্রু দমন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। লক্ষ সৈন্যের অধিপতি বীরকেশরী প্রবল সমরে প্রতিপক্ষীয় সেনানী-চয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে, বৈজ্ঞানিক সমরনীতির সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষের সৈন্য-

দিগকে পরাজয় করিতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ রিপুর তীব্র প্রহারে তাঁহাকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এজন্য অতি সাবধানে অন্তর পরীক্ষা করিয়া রিপুকুলের গূঢ় স্থান আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় তাহারা বন্ধুর বেশে উপস্থিত হইয়া অপ্রস্তত অবস্থায় আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। কখন বা স্বীয় স্বীয় বিরাট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধার সহিত সাধুতার শিবির আক্রমণ করিয়া থাকে। তাই অনুরোধ করি অতি সাবধানে জীবন পথে চলিবে। বাহিরের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, ক্রিয়া কলাপ সমস্তই অন্তঃশুদ্ধির জন্য। অন্তর শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। লোভ ও মোহের অধীন হইয়া ক্রোধাদির বশীভূত থাকিয়া কেহ কোন দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, পারিবে না। যাঁহারা জীবনে ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি আসন দিবার জন্য প্রস্তত, যাঁহারা অনিত্য সংসারে থাকিয়া নিত্য ধন লাভের জন্য লালায়িত, যাঁহারা বিষয় তাপে দগ্ধ হইয়া শান্তি সুধা লাভের জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্তি নিগ্রহের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। দুষ্প্রবৃত্তিকুল নিগৃহীত না হইলে, ধর্ম্মার্থে লক্ষ কোটী মুদ্রা দান, কিংবা নানাদেশ বিদেশ পর্য্যটনেও কোন ফলোদয় হয় না। রাধারাণীর উপাখ্যান তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

নরহত্যা।

পুরাকালে সভ্যতম জাতিদের মধ্যে নরহত্যা যে প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিসর দেশস্থ লোকে কোন প্রকার জীবহিংসা করিত না, কিন্তু নরবলি দিতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না। পারস্য দেশে সজীব মনুষ্য গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত হইত। জরক্সিসের মহিষীকর্ত্তৃক দ্বাদশজন মনুষ্য প্রোথিত হয়। রোম দেশেও ঐ রূপ নরহত্যা প্রচলিত ছিল। এমিলিয়স্ ও টেরেন্টিয়স্ ভারোর যুগ্মরাজত্বের সময়ে দুইজন গ্রীক্ ও দুইজন গল প্রোথিত হয়। সেরিয়স্ জয়লাভ করিবার আশয়ে স্বীয় দুহিতাকে বলিদান করেন। লেন্টুলস ও ক্রাসসের যুগ্মরাজত্বের সময় নরবলি প্রতিষিদ্ধ হইবার একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। সিসিরোর সময় ঐ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল না; কিন্তু আগষ্টস সিজার ৩০০ ব্যক্তিকে বলি দিয়াছিলেন। ফলতঃ আড্রিয়ান সম্রাটের সময় পর্য্যন্ত রোমরাজ্যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল।

গল ও জর্ম্মণ জাতিদের মধ্যে অসংখ্য নরহত্যা হইত। নিভৃত কাননের মধ্যে দেবীর মন্দির সংস্থাপিত হইত ও তথায় রাশি রাশি নরবলি প্রদত্ত হইত। অপসালা প্রদেশ নরহত্যার একপ্রকার কালী-

ঘাট ছিল। কখন বা অসিদ্বারা মস্তকচ্ছেদন, কখন বা উদর বিদারণ, কখন যষ্টিদ্বারা মস্তক চূর্ণীকরণ ও শিলাঘাত দ্বারা মস্তিষ্ক বহিষ্করণ ইত্যাদি নানা প্রকারে হত্যাক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। নয় বৎসর অন্তর নয় দিন বিশেষ সমারোহ হইত, তখন আর বলিদানের সংখ্যা থাকিত না। মেক্সিকো দেশেও বিস্তর নরহত্যা হইত। ভারতবর্ষেও যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল, ইহা প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন নহে। কলিকাতা বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী তলার নরবলীর কথা বোধ করি পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছেন।

পূর্ব্বতন কালে পৃথিবী যে কেবল নরহত্যা পাপে কলুষিত হইয়াছিল এমত নহে, তৎকালে এতদপেক্ষাও গুরুতর পাপ প্রবাহে সর্ব্বংসহা নিরন্তর প্লাবিত হইত। নরহত্যা অতি ভয়ানক পাপ বটে, কিন্তু স্বহস্তে সন্তানবধ তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক সন্দেহ নাই; কিন্তু বলিতে কি, এই মহাপাপও পূর্ব্বে বিরল ছিল না। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শিশুহত্যা প্রচলিত ছিল। কোমলহৃদয়া পাঠিকাগণ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া ম্রিয়মাণা হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা করিতে পারিবেন, যে এইক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সকল পৈশাচিক ক্রিয়ার অনেক হ্রাস হইয়াছে, এবং যত সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, ততই উহার তিরোধান হইবে—ততই সংসার পুণ্যধাম হইয়া উঠিবে।

কেনান্ রাজ্যে শিশুবলি অতিশয় সাধারণ ছিল। কার্থেজ্ দেশে ঐ প্রথা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। হামিল্কার একটী যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিয়া একটী শিশুকে বলিদান দেন, এবং অনেকগুলি পুরোহিতকে সিন্ধুগর্ভে নিমগ্ন করান। তিনি আর একবার, ভদ্রবংশজাত অতি সুশ্রী ২০০ শিশুকে বলিদান দিয়াছিলেন। কার্থেজ প্রদেশে একটী প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিপৎপাত হইলে উহার নিম্নে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড করিয়া সকলে স্ব স্ব শিশু সন্তানকে ঐ দেবীর অঙ্কে অর্পিত করিত এবং সন্তানগণ যেমন অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইত, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিত। জনক জননীরা ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন। যদি কেহ ইহার অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, লোকে তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিত। টায়র প্রদেশে জনকজননীরা স্বহস্তে সন্তান বলিদান দিতেন। জননী, বলিদান সময়ে, সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বনাদি স্নেহসূচক ব্যবহার করিতেন, ও পাছে সন্তানস্নেহের করুণ ভাবে অধীর হইয়া ক্রন্দনাদি করিলে পাপ স্পর্শ হয়, এই শঙ্কাক্রমে পরক্ষণেই অম্লানবদনে তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা প্রহার করিতেন, এবং শোণিতপ্রবাহ যেমন বহির্গত হইত, অমনি উষ্ণ উষ্ণ উহা ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা দেব দেবীর গাত্র অভিষিক্ত করিতেন। প্লুটার্ক এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বলিয়া গিয়াছেন

"দেবতাগণ নরশোণিতে পরিতুষ্ট হন, এরূপ বিশ্বাস করা অপেক্ষা, দেবতাগণের অস্তিত্ব স্বীকার না করাই শত সহস্র গুণে ভাল"। ক্রমশঃ

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৩৭ সংখ্যা ৩১০ পৃষ্ঠার পর)

হারমোনিয়ম যন্ত্রে গীত বাজাইতে হইলে আরও কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের প্রয়োজন হয়। যথা,—

< বর্দ্ধিত বল। ইহার তাৎপর্য্য এই, স্বরকে প্রথমে মৃদু আরম্ভ করিয়া ক্রমে বলবৃদ্ধি। > হ্রস্ব বল। ইহার তাৎপর্য্য প্রবল হইতে ক্রমশঃ মৃদু।

<> স্ফীতি। ইহার অর্থ এই, স্বরকে প্রথমে মৃদু আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বলবৃদ্ধি করতঃ মধ্যে প্রবল করিতে হয়, তৎপরে আবার ক্রমে বল হ্রাস করিয়া মোলায়ম করতঃ অতি মৃদু ভাবে শেষ করিতে হয়।

Λ এই চিহ্ন দ্বারা প্রস্বন, অর্থাৎ প্রবল স্বনন (accent) বুঝায়।

স্বরের বল ভাষার অক্ষর দ্বারা সাংকেতিক করা যায়, যথা, মৃদুর মৃ, প্রবলের ব, হ্রস্বের হ, ইত্যাদি। স্বরের মস্তকে এই (ব) কিম্বা (*f*) প্রয়োগ দ্বারা স্বরের প্রবলতা; (মৃ) কিম্বা (*p*) দ্বারা মৃদুতা; (বৃ) দ্বারা বৃদ্ধি; এবং (হ) দ্বারা ধ্বনির হ্রাস বুঝাইবে। দুইটী (বব) (*ff*) দ্বারা অতীব প্রবল; দুইটী (মৃমৃ) কিম্বা (*pp*) দ্বারা অতীব মৃদু বা ক্ষীণ বুঝাইবে। মধ্য বলের জন্য এই (ম) কিম্বা (*m*) সংকেত; (*mf*) দ্বারা মধ্য প্রবল; (*mp*) দ্বারা মধ্য মৃদু বুঝাইবে।

এই সাংকেতিক চিহ্নগুলি স্বরের শিরোদেশেই সচরাচর আদিষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার অলংকার হারমোনিয়ম সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে আশ্ কহে।

——— বা ‿ আশের চিহ্ন। গানের কথার একটী অক্ষরে দুই বা ততোধিক স্বর উচ্চারণ করাকে আশ কহে। স্বরলিপিতে স্বর সমূহের নীচে একটী সরল বা বক্র রেখা প্রয়োগ দ্বারা উহা সাংকেতিক হইয়া থাকে।

তাল।

তালকে তুল্য ভাগে বিভাগ করণের নাম লয়। লয়ের গতি সামন্ততঃ তিন প্রকার, যথা, বিলম্বিত, মধ্যম ও দ্রুত।

১। । । +।
বিলম্বিত লয় যথা—সা ঋ গ ম

১। । +।
মধ্যম „ „ সা ঋ গ

১। +।
দ্রুত „ „ সা ঋ

গীত কিম্বা যন্ত্রাদির সহিত বোল সংযোগে তাল দেওয়ার নাম সঙ্গত বা ঠেকা কহে। তাল নানা প্রকার। এই স্থলে কেবল কয়েকটী সহজ তালের বর্ণনা করা হইল।

কাওয়ালী।

চারিটী পদে কাওয়ালী হইয়া থাকে। ইহার চারিটী পদ প্রত্যেকে একটী দীর্ঘ বা দুইটী হ্রস্ব অথবা চারিটী অতি হ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ। ইহার ঠেকা যথা,—

+। । । । |৩। । । । |
ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা |

০। । । । |১। । । । ||
ধা তিন্ তিন্ তা | না ধিন্ ধিন্ ধা ||

এই বোলটী চারি সমান ভাগে বিভক্ত; প্রথম বিভাগের মস্তকের চিহ্নকে সম; দ্বিতীয় বিভাগের উপর ৩ চিহ্নকে তৃতীয় তাল বলে। তৃতীয় বিভাগের উপরের ০ চিহ্নকে ফাঁক কহে, ও চতুর্থ বিভাগের মস্তকের ১ চিহ্নকে প্রথম তাল কহে।

এই তালের একটী পদে ফাঁক ও অপর তিনটীতে তিনটী তালি দেওয়া যায় বলিয়া এই তালকে সাধারণতঃ [illegible] বা তেতালা নামে কহা যায়। ফাঁকের অর্থ এই যে, কোন প্রস্বনেতে তালি না দিয়া, যে করতলটী উপরে থাকে, তাহা তৎকালে চিৎ করা, ইহাকেই ফাঁক দেওয়া বলে।

মধ্যমান।

মধ্যমানের মাত্রা সমষ্টি ১৬টী দীর্ঘ, অথবা ৩২টী হ্রস্ব মাত্রা; ঠেকা, যথা—

+। । । । |৩। । । । |
ধাগে ধিন্ ধিন্ | ধা গে ধিন্ ধিন্ |

০। । । । |১। । । । ||
তা কে তিন তিন | ধা গে ধিন্ ধিন ||

ঠুংরী।

এই তালেও চারিটী হ্রস্ব মাত্রা অন্তরে প্রস্বন ও তালি পড়ে। ঠেকা যথা—

+৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৺ ||
ধা ধা কেটে তাক্ | নে ধা কেটে তাক্ ||

একতালা।

ইহার তিনটী পদ। প্রত্যেক পদ হয় চারিটী হ্রস্ব মাত্রায়, কিম্বা দুইটী দীর্ঘ মাত্রায় পূর্ণ। একতালা কখন কখন চারিপদে বিভক্ত হইয়া থাকে। চারি পদে বিভক্ত হইলে, ইহার প্রতিপদে তিনটী হ্রস্বমাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঠেকা যথা—

+। । । । |৩। । । । |
ধিন্ ধিন্ ধা ধা | তি স্তা ক স্তে |

১। । । । ||
ধাগে নাগে ধিন তা ||

+। । । |৩। । । |
ধিন্ ধিন্ ধা | ধা থুন না |

০। । ৺ ৺ |১× × × × । । ||
ক স্তে ধা গে | তে রেকেটে ধিন্ ধা ||

খেমটা।

এই তাল তিনটী হ্রস্ব মাত্রা বিশিষ্ট ও সমান চারি পদে বিভাজিত। ঠেকা যথা—

+˘	˘	˘	৩˘	˘	˘
ধা	গ্	ধি	না	তি	ন
০˘	˘	˘	১˘	˘	˘
না	ক্	ধি	না	ধি	ন্ ‖

এই কয়েকটী তাল উত্তম রূপে বোধগম্য হইলে পাঠিকাগণের অন্যান্য তাল অতি সহজে অভ্যাস হইবে।

পাঠিকাগণের প্রথমে স্বরজ্ঞান, পরে মাত্রা ও তাল বোধ হইলে, স্বরলিপি দেখিয়া বিনা শিক্ষকের সাহায্যে গৎ বাজাইতে পারিবেন।

ঐক্যধ্বনি।

দুই কিম্বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন স্বর একত্রে ধ্বনিত করিলে যে একটী যৌগিক স্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে স্বরের যোগ কহে। সুশ্রাব্য যোগ সহকারে দুই কিম্বা ততোধিক যৌগিক স্বর একত্রে ধ্বনিত অর্থাৎ বাদিত হওয়াকে ঐক্যধ্বনি বা ঐকতান কহে। একটী স্বর, তাহার পূর্ণ তৃতীয় ও পূর্ণ পঞ্চম এই তিনটীর যে যোগ, তাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐক্যধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম ও তৃতীয় স্বর সর্ব্বদা মিলিয়া যেমন ঐক্যধ্বনি হয়, তৃতীয় আর পঞ্চম স্বরও মিলিয়া সেরূপ ঐক্যধ্বনি হয়। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্বর মিলিয়া যেমন ঐক্য ধ্বনি হয়, তদ্রূপ চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্বরও মিলিয়া ঐক্যধ্বনি হয়। পঞ্চম ও সপ্তম স্বর মিলিলে অষ্টম স্বরের অর্থাৎ নিখাদের পরবর্ত্তী সা-কে নির্দ্দেশ ও অপেক্ষা করে বলিয়া, সপ্তম বা নিখাদকে আপেক্ষিক স্বর কহা যায়।

দ্বিতীয় ও সপ্তম স্বর এক সঙ্গে মিলিলে অথবা চতুর্থ ও সপ্তম স্বর মিলিলে ঐরূপ অষ্টম স্বরকে অপেক্ষা করে।

দুই স্বর একসঙ্গে মিলিলে তাহাকে দ্বিধ্বনি বলে। তিন স্বর একত্রে মিলিলে ত্রিধ্বনি কহা যায় এবং চারি স্বর এক সঙ্গে মিলিলে তাহাকে চৌধ্বনি বলা যায়।

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩২৬ সংখ্যা ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর)

ভাগাড় জমিতে যত অধিক পরিমাণে সার দেওয়া যাইবে, ততই ভাল। যদি জমি উর্ব্বর হয়, এবং সার দেওয়ার উদ্দেশ্য শুদ্ধ ফসলের পুষ্টতার আধিক্য সাধন হয়, তাহাহইলে, অত্যল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত।

জমির দোষ কি, তাহা অগ্রে বিবেচনা না করিয়া বুদ্ধিমান্ কৃষক এই সার দিতে প্রবৃত্ত হয় না। যদি জমির সম্বর্দ্ধন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ধাতুমিশ্রিত মাটির সংযোগ করা উচিত, কিন্তু পরীক্ষার্থ জমির পার্থক্য সাধন করা বিধেয়। ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিষয় বিবেচ্য আছে। যদ্যপি ক্ষেত্রে সূর্য্যমণি, শেয়ালকাঁটা, কানচিড়ে প্রভৃতি গাছ জন্মে, তাহা হইলে দূরদর্শী কৃষক অবশ্য জানিতে পারে, যে জমীতে সার দেওয়া আবশ্যক। সালগাম যদি গোলাকৃতি না হইয়া জড়ান জড়ান শিকড়, অথবা অন্যপ্রকারের হয়, অথবা এই রূপ অন্যান্য বিকৃত ফশল উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে ইহা স্থির করা যায়, যে মাটির আঁট শিথিল হইয়াছে। এইরূপ স্থলে কর্দ্দম-ধাতু-মিশ্রিত মাটির সংযোগ প্রয়োজন, তাহাহইলে পূর্ব্বকার দোষ সমূহ বিনষ্ট হয়। জমিতে কেশে প্রভৃতি জঙ্গল জন্মিলে, ইহা প্রতীয়মান হইবে, যে ভূমিতে অম্ল আছে। জালন মাটি মাত্রেই গালিক (gallic) অম্ল থাকে। অম্লপ্রযুক্ত কোন কোন ভূমি অতিশয় অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। স্কটলণ্ডের এক ক্ষেত্রের মাটি এমন আঁটিয়া গিয়াছিল, যে তাহার দুই সের মাটির মধ্যে আধসের তীব্র তূঁতেযুক্ত অম্ল (vitrollic acid) পাওয়া যায়। বেড্‌ফোর্ড সায়ারের এক ভূমিতে ঐ রূপ অনেক পরিমাণে লৌহগর্ভ বস্তু (sulphate of iron) ছিল, কিন্তু ডিউক অফ্ বেড্‌ফোর্ড ঐ ক্ষেত্র সার প্রয়োগের দ্বারা অত্যুর্ব্বর জমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রকার ভূমি মাত্রেরই ধাত্বংশ মৃত্তিকার দ্বারা উপকার সম্ভবে। কোন কোন কর্দ্দম জমিও ফদ্‌কা থাকে, তাহাতে সার দিয়া আবাদ করিলে খড় অধিক ও শস্য অল্প হয়; কর্দ্দম ধাত্বংশ মৃত্তিকা ইহার ঔষধ স্বরূপ। আর উক্তপ্রকার ভূমিতে একজাতি কীট অপর্য্যাপ্ত জন্মে, ধাত্বংশ মৃত্তিকার দ্বারা তাহা নিরাকৃত হয়, এইটী এই পদার্থের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ। ফলতঃ যাহাতে জমির আঁট হয়, তাহারই এই ক্ষমতা আছে।

খড়ি। খড়ির গুণ প্রায়ই ধাত্বংশ মৃত্তিকার মত, কিন্তু ইহাতে ধাতু-মিশ্রিত মাটির ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহাতে আটালিয়া মাটি অধিক শুষ্ক ও নীরস করে, শুদ্ধ পাথরিয়া ধাত্বংশ মৃত্তিকায় ততদূর হইতে পারেনা। লোকে ঘাসের জমিতে ধাত্বংশ মৃত্তিকার সার অপেক্ষা খড়ি অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। নীচ ও অপরিস্কার জমিতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকারিতা পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে ফশল জন্মে তাহা অতি মধুর হয়।

খড়ি প্রায়ই খনি হইতে খুঁড়িয়া তুলে, কিন্তু হার্টফোর্ডসায়রে চোঙ বসাইয়া উঠায়। খড়ি খনন ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে, চোঙের চারিদিক্ বদ্ধ করিয়া বসায়, স্তম্ভের দ্বারা সামান্য মাটি অবলম্বনে বাণ্ডিল পূরিয়া উপরে তুলে। উত্তম কর্দ্দম মৃত্তিকায় খড়ির সারে বিশেষ উপকার হয়। খড়ির সারে ভমি

ঈষৎ লোহিত বর্ণ হয়, এই ভূমি অনেক দূর হইতে লক্ষিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা আর এক বিশেষ উপকার হয়, যে ভূমিতে খড়ির সার পড়ে, সে ভূমিতে ঘাস জন্মে না। এসেক্স সায়ারের অনেক ভূমিতে যেখানে পূর্ব্বে তৃণাদি বিস্তর ছিল, সারদেওয়ার পর সে সকল একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। যেখানে যে খড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা কোমল নহে, এমন কি অতি তীক্ষ্ণ নীহারেও দ্রবীভূত হয় না, সে সকল কুঠার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। যে সকল খড়ি হস্তের দ্বারা ভাঙ্গা যায়, তাহা অপেক্ষা শক্ত খড়ি ভাল, এবং এই খড়িগুলি অতিশয় শুভ্র বর্ণ হয়। এ সকলও ভূমির উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

ক্রমশঃ

তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্র।

(টেলিগ্রাফ)

[পিতা ও প্রফুল্লবালা]

প্রফুল্লবালা—বাবা, ও পাড়াতে এত গোলমাল কেন? কান্নার শব্দও শুনা যাচ্চে। বোধ হয়, ঘোষালদের বাড়ীতে এই গোলমাল।

পিতা— তোমার সে কথা শুনে দরকার কি? বই নিয়ে এখানে এস।

প্রফু—না ,বাবা বলনা। আগে শুনি শেষে পড়্‌বো।

পিতা—রামরতন বাবুর মৃত্যুর খবর এসেছে।

প্রফু—সে কি বাবা! (ও!—ওদের কি উপায় হবে!) কবে মরেছেন?

পিতা—কাল।

প্রফু—রামরতন বাবুত অনেক দূর-দেশে চাকুরী করেন। কালকের খবর কেমন করে আজ এল?

পিতা—তারে।

প্রফু—আহা, ছোট ছেলেপিলেদের এখন কি উপায় হবে! ওদের খাওয়া পরা কিরূপে চল্‌বে! বুড়ো দিদিমার ত সর্ব্বনাশ! ওদিগকে কে রক্ষা করবে!

পিতা—পরমেশ্বর।

প্রফু—শুনেছি, তিনি দয়াময়! এত ভালমানুষের উপরে তবে এমন বিপদ হয় কেন?

পিতা—মা, আমাদের মন কেবল এ সংসারের ভাবেই ডুবে আছে। সে জন্যই ঘটনার উপরের দিক্‌টা দেখেই তার গুণাগুণের বিচার করে থাকি। এ ঘটনার পশ্চাতে যে বিধাতার মঙ্গল

ইচ্ছা নাই, কে বল্‌বে? যাক্‌—এখন বই খোল। আজ কি পড়তে হবে?

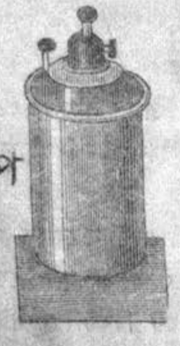
প্রফু—আজ পড়তে শুনতে আর ইচ্ছা নেই। তবে একটা বিষয় বুঝ্‌তে একটু ইচ্ছা হচ্চে।

পিতা—কি বিষয় বল না?

প্রফু—তারে কিরূপে খবর আসে;—এত শীঘ্র কেমন করে আসে;—এ সম্বন্ধে যদি খুলে কিছু বল, তবে বুঝ্‌তে পারি। সে দিন একটা বই পড়্‌তে পড়্‌তে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌তে পারি নাই।

পিতা—তবে তাহাই শুন। আমার কথা আরম্ভের পূর্ব্বে তোমাকে, "ব্যাটারি" বা তাড়িতাধার ও তাড়িত-চুম্বকের কথা কিছু বল্‌ব। তা না হলে, তুমি "টেলিগ্রাফ„ বা তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

প্রফু—তবে তাহাই বল।

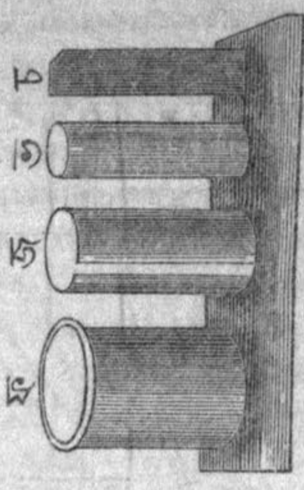


১ম চিত্র।

পিতা—এই পার্শ্বের ১ম চিত্রটী দেখ। ইহাকেই "ব্যাটারি" বা তাড়িতাধার বলে।

প্রফু—চিত্রটী দেখে ভাল বুঝা গেলনা। কি কি জিনিষে ইহা তৈয়ারী তাহা পৃথক্ পৃথক করে দেখাও।

২য় চিত্র।



পিতা—তবে দ্বিতীয় চিত্রটী দেখ। 'ফ' একটী প্রস্তর বা কাচনির্ম্মিত পাত্র। ইহাতে গন্ধক দ্রাবক আছে। 'জ' একটী ফাঁকা ও মোটা নল। ইহা পারদ ও দস্তা এই দুটী ধাতুর মিশ্রণে তৈয়ারী হয়েছে। 'ভ' একটী অতি-ক্ষুদ্র-ছিদ্র-বিশিষ্ট মাটীর পাত্র। ইহাতে যবক্ষার দ্রাবক আছে। "চ" একটী অঙ্গারক ধাতু-দণ্ড। এখন বুঝ্‌তে পাল্লে, তাড়িতাধারের ভিতরে কি কি জিনিষ আছে?

প্রফু—বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

পিতা—এই চার প্রকারের জিনিষ গুলি ক্রমে ক্রমে একটীর ভিতরে অন্য-টীকে রাখলে একটী পূর্ণ "তাড়িতাধার" হয়। এই দ্রাবক ও ধাতুগুলির পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে দুই প্রকারের তাড়িত জন্মে। দস্তার উপরে যে তাড়িত জন্মে, তাহার নাম "নিগেটিভ্" বা বিয়োজক তাড়িত। আর অঙ্গারক ধাতুর উপরে

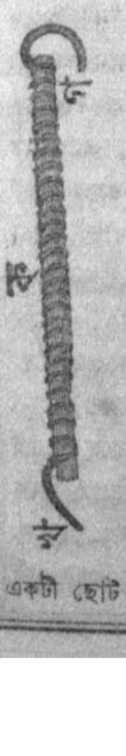
যাহা জন্মে, তাহার নাম "পজিটিভ্" বা সংযোজক তাড়িত। এখন আবার প্রথম চিত্রটী দেখ। দস্তা ও অঙ্গারকের সহিত একটী করে রেশমের সূতা বেষ্টিত তামার তার সংযুক্ত আছে। যদি এই তার দুটী যোগ ক'রে দেও, তবে "তাড়িতাধার" হ'তে তাড়িত স্রোত এসে এই তারের ভিতর দিয়ে চলতে থাকবে। ইহাদের ভিতর দিয়ে তাড়িত অন্যস্থানেও নেওয়া যেতে পারে। এই কথা গুলি ভাল ক'রে মনে রেখ; নতুবা টেলিগ্রাফের কিছুই বুঝ্তে পার্বে না।

প্রফু—এ গুলি এক রকম পরিষ্কার বুঝ্তে পেরেছি। এখন "তাড়িত-চুম্বকের" কথা বল।

পিতা—"চুম্বক" কাহাকে বলে, তাহা জানত?

প্রফু—হাঁ, চুম্বক লৌহকে টানিয়া নিজের দিকে আন্তে পারে।

৩য় চিত্র।



পিতা—তৃতীয় চিত্রটী দেখ। "ক" সহজে বাঁকান যায়, এরূপ একটা লৌহ দণ্ড। ইহা একটা তামার তারে বেষ্টিত। যদি এই তারের "খ" ও "গ" প্রান্ত একটী তাড়িতাধারের দুইটী তারের সহিত যোগ ক'রে দেও, তবে সহজে বুঝা যাবে, এই তারের ভিতর দিয়াও তাড়িত চলতে থাকবে। আর এই লৌহ দণ্ডটাও চুম্বকের গুণ পাবে। ইহা প্রমাণের জন্য, যদি ইহার নিকটে একটী ছোট লৌহখণ্ড ধর, তবে দেখতে পাবে, এই লৌহদণ্ড ইহাকে সজোরে নিজের দিকে টান্ছে।

প্রফু—এই লৌহদণ্ডটা কি তবে একেবারে চিরদিনের জন্য চুম্বকের গুণ পাবে?

পিতা—না। যেমুহূর্ত্তে তাড়িতাধারের তারের সহিত ইহাদের যোগ ছাড়ায়ে দিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাড়িতের চলন বন্ধ হওয়াতে ইহার টান্বার শক্তিও চলে যাবে। মোট কথা, যতক্ষণ তাড়িত চলবে, ততক্ষণ ইহার এই গুণ থাকবে। যদি এক সেকেণ্ড এই যোগ রাখ, তবে এক সেকেণ্ড এই গুণ থাকবে। যদি দুই সেকেণ্ড রাখ, তবে দুই সেকেণ্ড থাকবে ইত্যাদি। এই কথা গুলি ভাল ক'রে মনে রাখ্বে।

প্রফু—তাড়িত চুম্বকের বিষয় বুঝেছি, এখন টেলিগ্রাফের বিষয়টা বুঝাও।

পিতা—কিরূপে উহা তোমাকে ভাল করে বুঝাই, তাই ভাব্ছি।

প্রফু—কেন, তুমি পূর্ব্বেই বলেছ, তাড়িতাধার ও তাড়িতচুম্বকের কথা ভাল ক'রে বুঝ্তে পার্লে টেলিগ্রাফ্ বুঝা সোজা হবে?

পিতা—আজ কাল আফিসে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, উহা খুব জটিল। উহার সবটা কাগজে আঁকিয়া বুঝাবার চেষ্টা কল্লে, বোধ হয়, বুঝ্তে পার্বে না।

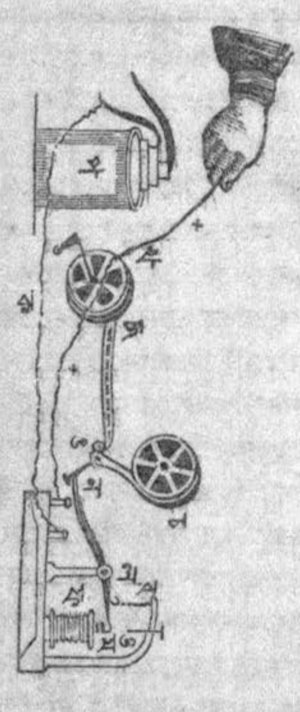
প্রফু—তবে মোটামুটি বুঝাও।

পিতা—তাই কর্ব্বো। এই যে চতুর্থ চিত্রটী দেখ্ছ, উহা দ্বারা মোটামুটি কথাটা বুঝ্তে পার্বে।

প্রফু—চিত্রটী দেখে বোধ হচ্ছে, বুঝা খুব সোজা হবে।

পিতা—আমার কথায় মনোযোগ কর। এই টেলিগ্রাফ্ বা তাড়িত-বার্তা-বহ যন্ত্রের জন্য প্রধানতঃ তিনটী বিষয় আবশ্যক—

৪র্থ চিত্র।



(১) মোটা ও দৃঢ় লোহার তার। এই তার দস্তার আবরণে ঢাকা। ইহা দ্বারা ছটী দূরস্থান সংযুক্ত করা হয়। তুমি গতবারে কলিকাতা যাওয়ার সময়ে রাস্তাতে থামের উপরে যে তার দেখেছ, উহা এই তার। কলিকাতার টেলিগ্রাফ আফিস হ'তে এই তার অনেক দূর দূর সহরে চলে গেছে। এই তারের ভিতর দিয়াই তাড়িত যায়। পার্শ্বের চিত্রে "ক" ও "খ" চিহ্নিত যে ছটী তার দেখ্ছ, উহাই এই তার। (২) তাড়িত তৈয়ারি করবার জন্যে একটী তাড়িতাধার। এই চিত্রে "প" পাত্রটীই এই তাড়িতাধার। (৩) "তাড়িত-চুম্বক"। "ফ" এই তাড়িত-চুম্বক। এই তাড়িত-চুম্বকের উপরে যে তামার তার আছে, তাহার দুই প্রান্ত "ক" ও "খ" তারের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংযুক্ত। এই কথাটা ঠিক্ করে মনে রেখ। চিত্রের দিকে ভাল করে তাকাও। "ম-ন" একটা লৌহদণ্ড। ইহার অগ্রভাগে "ম" এক খণ্ড কাঁচা লোহা সংযুক্ত আছে। এই দণ্ডটী "ল" স্থানে এরূপে বসান যে, অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারে। "ন" স্থানে একটা ভাল সীস্ পেন্সিল বসান আছে। "র" একটা স্প্রিং। ইহা ঐ দণ্ডটাকে উপরে টেনে উঠাতে পারে, একেবারে অনেকদূর উঠে না যায়, এজন্য "ও" একটা স্ক্রু আছে। "চ" ও "ছ" দুইটা চক্র। খুব লম্বা এক খণ্ড পুরু ও শক্ত কাগজ "চ" চক্র হতে এসে "৬" স্থানটী বেষ্টন করে, "ছ"চক্রে যুক্ত হয়েছে। "ছ" চক্রটী ঘুরালে কাগজখানি চলতে থাকে। এ গুলি এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে, এই "ম-ন" দণ্ডের "ন" প্রান্তটা উপর দিকে উঠলে, অনায়াসে "৬" স্থানের কাগজে, লেগে দাগ বসাতে পারে। এখন এই

তাড়িতবার্ত্তাবহ-যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালীটা ভাল ক'রে বুঝতে পাল্লে ?

প্রফু—বেশ বুঝতে পেরেছি। এত সোজা আগে জান্‌তেম না।

পিতা—এখন কিরূপে খবর পাঠান যায়, তা তোমাকে বুঝাচ্ছি। এ স্থানে আর একটী কথা তোমাকে বলে রাখি। ইংরাজী ভিন্ন অন্তভাষাতে তারে খবর পাঠান যায় না। যাক্, তুমি যখন ইংরাজী জাননা, তখন তুমি যেমন ক'রে বুঝতে পার, তেমন করেই বুঝাচ্ছি।

প্রফু—আহা, ইংরাজী না শিখে কি খারাপই করেছি! এমন ভাল বিষয়টাও ঠিক্ ভাবে বুঝ্‌তে পালেম না! বাবা, এখন হতে তুমি আমাকে ইংরাজী পড়াও, ইংরাজী শিখ্‌লে না জানি আরও কত ভাল বিষয় জান্‌তে পার্ত্তেম।

পিতা—আবার এই চিত্রটীর দিকে তাকাও। সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ, কাগজের উপর যে পেন্সিলের দাগ বসে, তাহা হয় একটা শূন্য (॰), না হয় একটা ক্ষুদ্র রেখা মাত্র (-)। যদি এক সেকেণ্ড পেন্সিলটা কাগজে লেগে থাকে, তবে একটা শূন্য (॰), দুই বা ততোধিক সেকেণ্ড লেগে থাকলে একটা রেখা পড়ে। এই শূন্য এবং রেখার সংখ্যা, ও আগে পরে বসানর ক্রম অনুসারে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর তৈয়ারী করা যেতে পারে। এই রূপে তৈয়ারি অক্ষরই টেলিগ্রাফ্ আফিসে ব্যবহৃত হয়।

এখন মনে কর তোমাকে "মরণ" এই শব্দটা কলিকাতা হইতে ঢাকাতে পাঠাতে হবে। "মরণ" এই শব্দটীতে তিনটি অক্ষর আছে, যথা "ম" "র" ও "ণ"। এই তিনটীর স্থলে ক্রমে, (--) (-—-), (—-) এই তিনটী চিহ্নিত অক্ষর বসান যেতে পারে। এখন আবার পূর্ব্বের চিত্রটীর দিকে তাকাও। মনে কর "প" চিহ্নিত তাড়িতাধারটী কলিকাতার কোন টেলিগ্রাফ্ আফিসে আছে। আর এই তাড়িতচুম্বক প্রভৃতি সহ "ট-ঠ" টেবিলটী ঢাকার টেলিগ্রাফ্‌আফিসে আছে। "ক-খ" তারদুটির "খ" তারটী কলিকাতার আফিসে টেলিগ্রাফ-মাষ্টারবাবু হাতে করে আছেন। যখন খবরটী পাঠাতে হবে, তখন মাষ্টার বাবু তাড়িতাধারের অঙ্গারক দণ্ডটীর সঙ্গে যে তারটী সংযুক্ত আছে, তাহাতে নিজের হাতের তারটী যোগ ক'রে দুই সেকণ্ড রাখ্‌লেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বুঝায়েছি, তাতে বোধ হয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছ, তারটী যোগ করা মাত্রই তাড়িত প্রবাহ তাড়িতাধার হতে ঐ তারের ভিতর দিয়া ঢাকার আফিসের তাড়িত-চুম্বকের উপরের তারে চল্‌তে লাগ্‌লো। তাহাতে উহা চুম্বকের গুণ পেয়ে, নিকটবর্ত্তী "ম" লৌহখণ্ডকে জোরে টেনে নিজের দিকে আন্‌লো। উহাতে "ম-ন" লৌহ দণ্ডটীর "ন" প্রান্ত উপরে উঠাতে, পেন্সিলটী কাগজে লাগ্‌লো। কাগজের গায়ে একটী ক্ষুদ্র রেখা (—) বসে গেল। আবার মাষ্টার বাবু তারের যোগটী খুলে এক

সেকেণ্ড অপেক্ষা কল্লেন। ইহাতে তাড়িত প্রবাহ থেমে যাওয়াতে, তাড়িত-চুম্বকের টান্‌বার শক্তিও চলে গেল। সুতরাং "ম" প্রান্তটীকে "র" স্প্রিং উপরে টেনে উঠালো, কাজেই পেন্সিলটী ও নীচে নেবে আস্‌লো। আবার মাষ্টার বাবু পূর্ব্ববৎ কাজ কল্লেন,ইহাতে কাগজে আর একটী রেখা (—) বসে গেল। এইরূপ ক্রমে ক্রমে তুটী রেখা বসে যাওয়াতে, ঢাকার মাষ্টার বাবু "ম" অক্ষরটী বুঝে নিলেন। এই প্রক্রিয়াতে "র" ও "ণ" পাঠান গেল। ঢাকার মাষ্টার বাবুও "মরণ" শব্দটী বুঝে নিলেন।

প্রফু—(উচ্চহাস্তে) বাহবা! ! কেমন আমোদজনক! বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। বাবা এ বিষয়ে আরও কিছু বল, যত শুনি, ততই শুন্তে ইচ্ছে হচ্ছে।

পিতা—মা, মা, আজ আর অধিক বল্‌তে পার্‌বো না, আমার দরকার আছে। ঐ ঘোষালদের বাড়ী যেতে হবে। আর তুই একটী প্রয়োজনীয় কথা বলে, শেষ কর্ব্বো।

প্রফু—যত পার, তত বল। এমন সুন্দর বিষয় আগে কেন আমাকে বুঝাও নাই?

পিতা—এখন মনোযোগ কর। প্রত্যেক অক্ষরটী পাঠান শেষ হলেই, মাষ্টার বাবুকে তুই তিন সেকণ্ড থেমে থাক্‌তে হয়; কারণ কাগজে যে দাগ বসে, তাহাতে অক্ষরটী পরিষ্কার করে বুঝাবার জন্তে, প্রতি তুইটী অক্ষরের মধ্যে ফাঁক রাখ্‌তে হয়। নতুবা অক্ষরগুলি কেবল চিহ্নের সমষ্টি ব'লে গোল হোয়ে যেতে পারে। আর, দাগ বস্‌তে আরম্ভ কল্লে, ঢাকার মাষ্টার বাবু "ছ" চক্রটীকে ঘুরাতে থাকেন, ইহাতে কাগজ চলাতে ক্রমে দাগ বস্‌বার সুবিধা হয়। আজ এই পর্য্যন্ত।

প্রফু—যিনি এই যন্ত্রটী করেছেন, তাঁকে ধন্তবাদ। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। তাঁকে কোটি কোটি নমস্কার!

পিতা—মা, মানুষ কিছুই নূতন তৈয়ারি কর্ত্তে পারে না। মানুষ বিধাতারই সৃষ্ট জিনিষ নিয়ে, মিলায়ে মিশায়ে একটা কিছু করে নেয়। তাঁহারই শক্তি এই জিনিষ গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য ক'রে এই অদ্ভুত ক্রিয়া কচ্ছে। মা, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ভক্তিভরে নমস্কার কর। বল,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

বাঙ্গালা প্রবচন।

মা।

১। মা গুণে ঝি, বাপ গুণে পো।

২। মা নয় যে তাড়্‌য়ে দেব,
বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথায়?

৩। মা পায় না কাঁথা সেলাই
করিবার সুত,
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে
চৌদ্দ সিকার জুত।
৪। মা পোঁটা চুরুনী (খায় ভাড়া ভেনে)
ছেলের নাম চন্দন বিলাস।
৫। মা ম'লে বাবা তালুই,
ছেলে হয় বোনের বাউই।
৬। মা বলেছেন মাথা ধরেছে।
৭। মা বিউলো না, বিউলো মাসী,
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়সী।
৮। মাকড় মারলে ধোকড় হয়।
৯। মাকাল ফল।
১০। মাগো ভবানী, আপনায় আপনি।
১১। মাগুনার উপর টাক্‌না।
১২। মাড়ুয়ড়ের স্ত্রী শুধু ভাত খায় না।
১৩। মাছ ধরতে গেলে গায়ে কাদা লাগে।
১৪। মাছ ধুইলে মিটে, মাংস ধুইলে সিটে।
১৫। মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে,
শাস্ত করে বকে।
বেঙের শোকে সাঁতার পানি
হেরি সাপের চোকে।
১৬। মাছের মার পুত্রশোক।
১৭। মাজ ঘস কর ক্ষয়,
কাল কি কখন গোর হয়?
১৮। মাটীর গুণ।
১৯। মাঠে মারা যায়।
২০। মাঠে ধান, ভাত চড়াও।
২১। মাতঙ্গ পড়িলে দয়ে,
পতঙ্গে প্রহার করে।
২২। মাতার সমান নাহি শরীর পোষিকা,
ভার্য্যার সমান নাই শরীর তোষিকা,
বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা,
চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা।
২৩। মাতা শত্রু পিতা বৈরী
যেন বালঃ ন পাঠিতঃ।
২৪। মাতৃ দোষে শিশু নষ্ট।
২৫। মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা।
২৬। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।
২৭। মাথার ঘায় কুকুর পাগল।
২৮। মানুষ বড় হালদার ঠাকুর।
২৯। মানুষ বড় মান,
তার ছেঁড়া ছুটো কান।
৩০। মানের গোড়ায় ছাই।
৩১। মামার ভাতে বেগুণ পোড়া।
৩২। মামার ক্ষেতে বিউলো গাই,
সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই।
৩৩। মামার শালা পিসের ভাই,
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।
৩৪। মায়ে মারা বাপে খেদান।
৩৫। মায়ের পেটে ভাত নাইকো,
বৌয়ের চন্দ্রহার।
৩৬। মার গলায় দিয়ে দড়ী,
বৌকে পরায় ঢাকাই শাড়ী।
৩৭। মার চেয়ে দরদী যে,
তারে বলি ডাইন।
৩৮। মার পেটের ভাই,
কোথায় গেলে পাই?
৩৯। মা লক্ষ্মী ঘরে এস,
অলক্ষ্মী দূর হও।

পণ্যদ্রব্যের মূল্য।

সচরাচর ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই আদর হইয়া থাকে। আবশ্যকতা ও উপযোগিতার তারতম্য হেতু সামগ্রীর মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যবহারোপযোগী বসন-ভূষণ ও জীবন-সম্বল শস্যাদির মূল্য যত কেন অধিক হউক না, "সখের" সামগ্রীর মূল্যের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। বিনিময়ের সুবিধা না থাকিলে স্বর্ণ-রৌপ্যের মূল্য কি? মুক্তা শুক্তি-জাত ব্রণ মাত্র। হীরক মৃদঙ্গারের বিকার বা সামান্য উপল খণ্ড এবং অন্যান্য মণি ও মৃত্তিকা ও ধাতুবিশেষের সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক বিকার মাত্র। হীরক সর্ব্বাপেক্ষা অপদার্থ, উজ্জ্বলতা ব্যতীত ইহার অপর কোনও দ্রষ্টব্য গুণ আছে কি না বলা যায় না; তথাপি ইহার মূল্য এত অধিক যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটী কুকুর ৫ হাজার টাকায়, একটী ঘোটক ১০ হাজার টাকায়, একখানি ছবি লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইবার কথা শুনিয়াছি, তথাপি এগুলি কেবল "সখের" দ্রব্য নহে, আংশিক ব্যবহারেও আসিতে পারে। কিন্তু "বিশুদ্ধ সখের" সামগ্রীর জন্য প্রভূত অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য সহজে বোধগম্য হয় না।

কবিবর সেক্সপিয়ারের বাটীর বৃক্ষের কাষ্ঠ টুকরা টুকরা করিয়া অনেক দামে বিক্রীত হয়। তিনি যে কেদেরায় বসিতেন, তাহা নূতন নূতন রূপ পরিবর্ত্ত করিয়া কত হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে! ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সর আইজাক নিউটনের একটী দন্ত ৭৩০ সাত শত ত্রিশ পাউণ্ডে (প্রায় দেড় হাজার টাকা) বিক্রয় হইয়াছিল। ক্রেতা একজন সম্ভ্রান্ত ধনী, নতুবা এরূপ "খেয়াল" হইবে কেন? তিনি দন্তটিকে অঙ্গুরীয়ের উপর বসাইয়া অঙ্গুলিতে ধারণ করিতেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট "আইলা" যুদ্ধে একটী টুপী পরিয়াছিলেন, সেই টুপীটী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পারিসে ১৯০০ ফ্রাঙ্কে বিক্রয় হইয়াছিল। পরিশেষে ইহা ৫০০ ফ্রাঙ্কে আবার বিক্রয় হয়। শেষোক্ত বিক্রয়ের দিবসে ৩২ জন ক্রেতা একবারে উক্ত মূল্য ডাকিয়া উঠে। প্রসিদ্ধ ষ্টার্ণের একটী পরচূলা লণ্ডন নগরে প্রকাশ্য নিলামে দুই শত গিনিতে (প্রায় ৩ হাজার টাকা) বিক্রয় হয়। ইংরাজ-রাজ প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয়। তিনি মৃত্যুসময়ে ফাঁসী কাষ্ঠে উঠিয়া যে প্রার্থনা পুস্তক খানি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে খানি খৃষ্টাব্দ ১৮২০ সালে এক শত গিনিতে (প্রায় দেড়হাজার টাকায়) বিক্রয় হইয়াছিল।

নূতন সংবাদ।

১। হরিদ্বারের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বলরামপুরের মহারাণী ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। মহারাণী বিক্টোরিয়ার বয়স ৭৪ বৎসর হইল। ইহার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি টাকশালে নূতন টাকা মুদ্রিত করাইয়া গত ৩০এ এপ্রেল ৭৪ জন ভিখারীও ৭৪ জন ভিখারিণীকে বিতরণ করিয়াছেন।

৩। এ বৎসরের বি, এ, পরীক্ষায় বেথুন কলেজ হইতে শশিবালা বন্দো, এলেন চন্দ্র ও সুরবালা ঘোষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সরলা সেন ১ম ও প্রমদা দেব ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বামা-রচনা।

বসন্ত-সুহৃদ।

জগতে এসেছ যদি
দিন কত যাও থেকে,
জুড়াব দগধ চিত
অই হাসি-মুখ দেখে। ১

পাগল বিভল হিয়া
হেরি ও মধুর হাসি,
পোরে না মনের আশা
যত দেখি সুখে ভাসি! ২

মন জানে প্রাণ জানে
জানেন অন্তরযামী—
—তুমি তো জান না ভাই!
কত ভাল বাসি আমি! ৩

দেহের সন্তাপ জালা
মরমের "হায় হায়"
অই মুখ চেয়ে চেয়ে
ভুলে গেছি সমুদায়! ৪

তোমারি মলয়া বা'য়
পেয়েছি নবীন প্রাণ,
গড়িছে ভগন হৃদি
তোমারি বিহগ-তান! ৫

তুমিই নবীন ভাবে
ভরিছ আমার ধরা,
মরম মরম-তলে
কি যেন অমিয়া ভরা! ৬

তোমার ত্রিদিব স্নেহে
জাগে নিতি সুপ্ত আশা,
কেমন দেবত্ব তব,
বলিতে মিলে না ভাষা! ৭

মনে সাধ হয় তাই,
চির দিন ধরে রাখি,
ও মুখে নয়ন রেখে
নিমেষ ভুলিয়া থাকি! ৮

আমার মাথার কিরে
দিন কত থেকে যাও,
এমনি নীরস হিয়ে
সরস করিয়া দাও! ৯

অথবা—
মিছে মোর সাধাসাধি
মিছে বুঝি ডাকাডাকি,
অমরপুরের তুমি
মরদেশে রবে নাকি? ১০

বাতাসে আতর দিতে,
সাজাতে ফুলের মেলা,
তোমারে নন্দনবনে
ডাকে বুঝি দিক্‌বালা? ১১

সেথাও রয়েছে সবে
শীতের কুহেলি মেখে,
জাগিয়া উঠিবে পুনঃ
ও অমিয়া হাসি দেখে? ১২

—তবে কি বলিব মিছে
এস গিয়ে, সুখে থেক;
গরিবের ভাল বাসা,
ভাল বেসে মনে রেখ। ১৩

বাহিরে আসিবে গ্রীষ্ম
তপনে তাপিবে ভূমি,
ভিতরে জাগিও মোর,
সোণার বসন্ত! তুমি। ১৪

এমনি মলয়া ব'বে,
এমনি ফুটিবে ফুল,
উথলিবে শ্যাম ছটা,
গাহিবে পাপিয়া কুল! ১৫

প্রীতির জগৎ ভরা
অনন্ত বসন্ত রবে,
অমর এ মর প্রাণ,
সে আমার কবে হবে? ১৬

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

শোকার্ত্তা অবলার খেদ।

ভুবন হইয়া হারা ভুবনেতে বাস।
এ ভুবনে আর কিছু নাহি অভিলাষ॥
হায় হায় কোথা গেলে পাইব ভুবন।
ভুবন আমার ছিল জীবনের ধন॥
রূপে গুণে ধনে মানে কে আছে তেমন।
নিদারুণ বিধি হরে নিল সে রতন॥
আশীর্ব্বাদ করি আর ফেটে যায় প্রাণ।
সেইরূপ ধ্যান যোগে হয় অধিষ্ঠান॥
প্রাণের ভুবন সে যে প্রাণের ভুবন।*
ভুবন বিহনে আমি রেখেছি জীবন॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে আমি হতেছি দাহন॥১

হালিসহরেতে গেলে দেখিতে পাব না।
সত্য নহে এই কথা কানে শুনিব না॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল পতন।
ধরায় পড়িল দেহ হয়ে অচেতন॥
নিদারুণ কথা শুনাইলা যেই জন।
পাষাণে গঠিত বুঝি তাহার জীবন॥
ঘিয়ে ভেজে কেন নাহি রাখিল সে দেহ।
প্রাণ ভরে দেখিতাম করিতাম স্নেহ॥২

কাঁদি আর ভাবি পাছে অমঙ্গল হয়।
চক্ষু নাহি শোনে কথা বারিধারা বয়॥
বুকে পিঠে দুটী বস্ত্র ছিল সর্ব্বক্ষণ।
পিঠভেঙ্গে নিয়ে গেল দুরন্ত শমন॥
সমুদ্রের মাঝে ছিল বিস্থার জাহাজ।
পীড়া ঘুণ ধরে তার নষ্ট করে মাজ॥
কোন রূপে যোড়া দিয়ে রেখেছিল ঘরে।
কাল দূত গোপনেতে নিল চুরি করে॥৩

চোরের কে সাজা দেবে ভাবিয়ে না পাই।
জগদীশ তব কোর্টে বিচার কি নাই॥
প্রাণ মন জলে গেল বলি আমি কারে।
ওহে নাথ দেখা দেহ জানাই তোমারে॥
সর্ব্বাঙ্গ উঠিছে পুড়ে কেবা দেবে জল।
উঠিতে পারিনে দেহ হইল দুর্ব্বল॥
ভুলিবার চেষ্টা করি ভোলে না যে মন।
ভুবন যে করিতেছে প্রাণ আকর্ষণ॥৪

যে যাতনা পাইতেছি কি জানিবে পরে।
যখন না জানিলেন সেই পরাৎপরে॥
পিঠি পিঠি দুই জন ছোট সে আমার।
তবে কেন আগে গেল একি অবিচার॥
যোড় ভেঙ্গে নিয়ে গেল কোন্ দুরাচার।
শাপ দিলে শাপ ফিরে লাগে না তাহার॥
ছয় মাস দেখি নাই মরি সেই খেদে।
দিবা নিশি প্রাণ মন উঠিতেছে কেঁদে॥৫

যমেরে পাইলে দেখা জিজ্ঞাসি তাহায়।
আমার সে ভুবনেরে রেখেছে কোথায়॥
কেবা তার মাথা খোঁটে ঘুমিবার আগে।
বিজন করিতে তার কেবা রাত্রি জাগে॥
কত হিম লাগিতেছে ভুবনের গায়।
কত জল লাগিতেছে সে সোনার পায়॥
রাগে দুঃখে খেদে আমি করি হায় হায়।৬

কেন নাহি ভুবনেরে দেখালে আমায়॥
কখন না ছাড়িতাম রাখিতাম ধরে।
জোর করিতাম আমি যমের উপরে॥
কে গলালে সেই দেহ ধন্য সেই জন।
একে বারে গেল গলে মাখন যেমন॥

এজনমে আর নাহি পাইব ভুবন।
ভেবে দেহ ক্ষীণ হল ঝরে দুনয়ন॥
এক সঙ্গে বেড়াতাম মার পিট কত।
করিতাম এক সঙ্গে গল্প অবিরত॥৭

আমার হইলে পীড়া তার পীড়া হ'ত।
তার পীড়া শুনে কানে আমি শয্যাগত॥
তবে কেন একা গেল ফেলিয়া আমায়।
কখন সে যায় নাই আছে গো কোথায়॥
ভুবন যে ছিল আমার নয়নের তারা।
তারা হারা হয়ে আর নাহি দেখি তারা॥
কেমনে ভুলিব আমি সে যে ছোট ভাই।
ওরে রে মরণ তোর মরণ কি নাই॥৮

(ক্রমশঃ)

* প্রথম স্তবকের শেষ ৪ লাইন প্রত্যেক স্তবকের শেষে পড়িতে হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪১ সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ—১৩০০—জুন ১৮৯৩।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজের বিবাহ সম্বন্ধ— বর্ত্তমান যুবরাজ প্রিন্স জর্জ ডিউক অব ইয়র্কের টেক রাজকুমারী প্রিন্সেস মেয় সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। শুভ বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক, ঈশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

লোকসংখ্যা গণনা— ১৮৯১ সালের গণনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮১ সালে বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল, ১৮৯১ সালে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ ১০ বৎসরে ৫০ লক্ষ লোক অথবা শতকরা ৭.৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দু শতকরা ৫, মুসলমান প্রায় ১০, বৌদ্ধ ২৬, এবং খৃষ্টান ৫০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়— এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩০ জন বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ১৬, দ্বিতীয়ে ৮, ও তৃতীয়ে ৬ জন।

এফ,এ, পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণাদিগের নাম :—

বেথুন কলেজ—	বার্থা ডি মেলো	২য়
	ফ্রান্সিস্ক ডি সাউজা	৩য়
	সরোজমালা প্রামাণিক	,,
	প্রভাবতী রায়	,,
	প্রেমকুসুম সেন	,,
লোরেটো—	আলিস কান্টওয়েল	,,
	আইডা ডিক্রুজ	,,
লামার্টিনিয়ার—	এমি ই ওয়াইট	২য়
নাইনিতাল বা, বি—	কেট ই সাউদন	,,
প্রাইবেট—	এমিলি হেঁয়ার হানা	১ম

মূক ও বধিরদিগের শিক্ষা— সিটী কলেজে এই দুর্ভাগ্যদিগের শিক্ষার জন্য একটী শ্রেণী খুলিয়াছে এবং যে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইয়াছে, অল্পদিন মধ্যে

তাহাদের বেশ উন্নতি হইতেছে। তাহাদিগকে ছবি আঁকা, লেখা পড়া ও কথা কহা শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্ত্রী মাতাল—গত বৎসর ডবলিন সহরে ১৫০০০ মাতাল ধৃত হয়, তন্মধ্যে ৫০০০ স্ত্রীলোক! ভগবান্ এ বিলাতী রোগ হইতে এদেশকে রক্ষা করুন্।

চিকাগো প্রদর্শনী—গত ১লা মে প্রেসিডেণ্ট ক্লিবল্যাণ্ড মহাসমারোহে এই বিশ্বপ্রদর্শনী খুলিয়াছেন। প্রারম্ভিক বক্তৃতার পর যেমন তিনি একটী বোদাম টিপিয়াছেন, অমনি চারিদিকে কল ঘুরিতে ও ফোয়ারা হইতে জল উঠিতে লাগিল, অমনি চারিদিকে তোপধ্বনি, ঘণ্টানাদ ও সমাগত লোকদিগের মহানন্দরোলে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল।

স্ত্রী দৈত্য ও বামন—অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সটাউন হইতে দুইটী অদ্ভুত স্ত্রীলোক চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতে যাইতেছেন—একটী উচ্চে ৫॥০ হাত ও তাহার শরীরের ওজন ৩।মণ, বয়স ১৬ বৎসর মাত্র; আর একটী উচ্চে ২ হাত, তাহার শরীরের ওজন ১৫ সের, বয়স ২১ বৎসর।

গ্রীকরমণী—কোনও ইংরাজ সম্প্রতি গ্রীশ দেশ দর্শন করিয়া তত্রত্য রাস্তা ঘাটে স্ত্রীলোকদিগকে না দেখিয়া তাহাদিগকে "অসভ্য" অবস্থাপন্ন বলিয়াছেন। আরও বলেন ব্যায়াম ও মুক্ত বায়ুসেবন অভাবে ইহারা সচরাচর স্থূলকায় হইয়া থাকে, কিন্তু তুরুকদিগের ন্যায় গ্রীকেরাও এইরূপ স্ত্রীলোককেই অধিক সুন্দরী বোধ করে। সুন্দরী গ্রীক রমণীর চিত্র এইরূপঃ—"খর্ব্বাকৃতি, স্থূল ও বলিষ্ঠা, মুখকান্তি কোমল ও পাণ্ডুবর্ণ, কৃষ্ণকেশ, সুন্দর চক্ষু, সুগঠিত মুখমণ্ডল।" পল্লীগ্রামস্থ গ্রীকনারীগণ মুক্তভাবে বাহিরে বিচরণ করে ও নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য করে। তবে অপরিচিত লোক দেখিলে তাহারা বস্ত্রে মুখ আবৃত করে।

আদর্শ হিন্দুরমণী।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথমাবস্থায় যে সকল বাধা বিপত্তি ঘটিয়াছিল, ক্রমশঃ তাহার তিরোধান হইয়াছে। এখন ক্রমে ক্রমে ইহার সুফল ফলিতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিতেছি। আজি তাহারই একটী দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি স্কুলের পণ্ডিত। মুক্তকেশী নামে তাহার এক কন্যা জন্মে। বি, এ, উপাধিধারী বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী নামক এক যুবকের সঙ্গে তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। সেই মুক্তকেশী দেবীর এক শত চল্লিশ পৃষ্ঠা পরিমিত এক জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি

পাঠ করিলে "মুক্তকেশী" দেবী হইয়া মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বোধ হয়। দুঃখের বিষয় মুকুল সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে কালদশনে চর্ব্বিত হইয়াছে, ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মুক্তকেশী—শিক্ষিতা, বিনীতা, অশেষগুণে গুণবতী, বিদ্যাবতী, ও পতিব্রতা সতী। যিনি রীতিমত সুশিক্ষিতা হইয়াও, রন্ধনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ গৃহস্থালীর কার্য্যে—গুরূপদেশ প্রতিপালনে—ভ্রাতৃস্নেহে—পিতৃ-মাতৃ ভক্তিতে—স্বামি-শুশ্রূষা ইত্যাদি বিষয়ে কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না; নম্রতা, শিক্ষাসক্তি, শ্রমানুরাগ, নারীর ভূষণ স্বরূপ লজ্জাশীলতা,—যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ;—যিনি রীতিমত যথার্থ হিন্দুভাবে শিক্ষিতা ও উদারতায় জড়িত;—সেই দেবীর জীবনী ক্ষুদ্র হইলেও কেনই না বর্ত্তমান কালের কামিনী-কুলের অনুকরণীয় হইবে? হিন্দু-রমণীগণ তাঁহাকে আদর্শ-স্থলে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাপথের পথিকা হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

১২৭৮ সালের ২০শে চৈত্র মুক্তকেশী ভূমিষ্ঠা হন। যখন তাঁহার সাত বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হইলে তিনি পিতার স্নেহ-যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; কেননা, তখন তাঁহার মাতার আর একটী সন্তান জন্মে। এই অবসরে পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা কবিতা শিখাইতেন। ইহাতেই শিক্ষার প্রথম সুযোগ ঘটে। পিতৃদেবের সঙ্গে মুক্তকেশী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করিলেন। একাদশ বর্ষ বয়সে (১২৮৯ সালে) প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর তিন টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পান। আসাম বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক উইলসন্ ও নক্সওয়াইট সাহেব ঐ বালিকার বিদ্যাবত্তার ভূয়সী সুখ্যাতি করেন। এই বয়সেই বঙ্গ-সাহিত্যশাস্ত্রে মুক্তকেশীর বোধাধিকার জন্মিয়াছিল। এই বয়সেই তিনি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ধাতু ভিন্ন প্রায় সকল অংশই পাঠ করিয়া ফেলেন। কেবল বিদ্যাশিক্ষায় কেন—স্বভাব-চরিত্রেও তিনি স্বশ্রেণীর গণনীয়া। কেহ কখনও তাঁহাকে কলহ করিতে দেখেন নাই। স্বভাব গুণে তিনি প্রাচীনা পুরস্ত্রীগণেরও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি মহাভারত ও রামায়ণ পাঠে অনুরাগিণী ছিলেন। প্রাইমারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়া গেলে, তিনি বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ বর্ষে মুক্তকেশীর বিবাহ হয়। যে বরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়, তিনি পুঁটীয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর প্রতিপালিত। সুতরাং কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ সেই পাত্র, পালনকর্ত্রীর আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে

কন্যাদাতা অধীর হইয়া পাত্রান্তরের অনুসন্ধানোদ্যত হন। কন্যা দময়ন্তীর ন্যায় মনে মনে সেই পাত্রকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বরণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ভাবী স্বামীর বিদ্যা ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার গুণের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। শিলচরের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনর নকৃশ ওয়াইট সাহেব, বিবাহ-সময়ে এইরূপ পত্র লেখেন, "আমি বিদ্যালয়ে আপনার তনয়াকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম। বালিকা মৎপ্রদত্ত প্রশ্নের যে সদুত্তর করিয়াছিল, তাহাতে সে আপন অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক বালক হইতেও বুদ্ধি-অংশে যে উৎকৃষ্ট, তাহার পরিচয় পাইয়াছি।'

মুক্তকেশীর জীবনচরিতে তাঁহার "প্রাণেশ্বর" শরচ্চন্দ্রের বিষয় কিছু না বলিলে, এই জীবনী অসম্পূর্ণ হইবে আর আমাদেরও কর্ত্তব্য বাকী থাকিবে, তাই কিছু লিখিতেছি। তিনি প্রথমতঃ বিবাহ করিবেন না, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইবার নিমিত্ত অনেকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, তিনি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করেন, অপরিণীত পুরুষ অপূর্ণ। তিনি এক জন গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মুক্তকেশীর পাণি গ্রহণের পর শ্বশুরকে লেখেন,—

"এখন আমার প্রধান ব্রত শ্রীমতীর শিক্ষা সমাপ্তি। আপনি এ যাবৎ তাঁহার শিক্ষার জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, আমার দোষে আপনার সে যত্ন বিফল না হয়, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। বাঙ্গালার বালিকা অল্প বয়সে বিবাহিত হইয়া গৃহিণী ও সন্তানবতী হয়, এজন্য তাহার শিক্ষা হইতে পারে না। আধুনিক সংস্কারকেরা এই যুক্তি দেখাইয়া কন্যাদিগকে ২০।২২ বৎসর পর্য্যন্ত কুমারী রাখিতেছেন। আমার ইচ্ছা, হিন্দু-সমাজের প্রচলিত নিয়মে বিবাহ সম্পন্ন হইলেও, ইচ্ছা থাকিলে স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সে শিক্ষা রমণী-জীবনের একান্ত উপযোগিনী, এই সত্যটী শ্রীমতীর জীবনে সপ্রমাণ করা।"

সৌভাগ্যের বিষয়, এই আশা সফল হইয়াছিল। যে বরের সঙ্গে মুক্তকেশীর বিবাহের প্রসঙ্গ হয়, তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরা "জ্ঞানপিপাসু সন্ন্যাসী" বলিয়া জানিতেন। তিনি অতি উচ্চ ধাতুর লোক। কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ধর্ম্মানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা, বিদ্যাবত্তা, সদ্বিবেচনা এই সকল প্রশংসনীয় ও বাঞ্ছনীয় গুণ তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ছিল। মুক্তকেশীর বিয়োগের পর তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়া এক মহৎকার্য্য করিয়াছেন। অনেকে ভাবিবেন, এ আবার মহৎকার্য্য কিসে হইল? পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি একাহারী হবিষ্যান্নভোজী হইয়াছেন!

এদেশে কন্যাদের প্রতি পিতামাতার কিরূপ যত্ন, আর পুত্রদের প্রতিই বা কিরূপ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই বালিকা সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ ছিল না। বিবাহের পর মুক্তকেশী, পতিসঙ্গিনী হইলে তাঁহার জননী দেবীর কি প্রকার কষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরি-

চয় পাওয়া যায়। মুক্তকেশীর, স্বর্ণপ্রভা নামে এক ভগিনী ছিল। সে দিদী মুক্তকেশীকে মাতার শোকের বিষয় লিখিয়াছিল, তদুত্তরে মুক্তকেশী কি লিখিতেছেন, দেখুন—

"স্নেহের স্বর্ণ! মা যাহাতে না কাঁদেন, তোমরা সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিও। তোমরা তিন জনে কি মার মন হইতে আমার দুঃখ দূর করিতে পার নাই?"

কিছু দিন পরে তিনি শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সপ্তম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রচনায় ও হস্তলিপিতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। পুরস্কার ও বৃত্তিতে সর্ব্বসমেত ৪২৲ টাকা পাইয়াছিলেন। অতঃপর ভট্টিকাব্যের দুই সর্গ ও মুগ্ধবোধের অবশিষ্ট পাঠ করেন। এই সময়ে "পুরাণ" শাস্ত্র পরীক্ষায় প্রস্তুত করিবার জন্য মুক্তকেশীর ভর্ত্তা শরচ্চন্দ্র বাবু বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তদর্থে তিনি কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পত্র লিখিলে তদুত্তরে ন্যায়রত্ন মহাশয় লেখেন,—

"সবিনয় নিবেদন।—

"মহাশয়ের পত্র পাইলাম। আপনার সহধর্ম্মিণী পুরাণ পরীক্ষা দিতে উদ্যতা হইয়াছেন, ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আর্য্য মহিলাগণের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। বিশেষতঃ এরূপ শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষারও অনুযায়িনী নহে। তবে পরীক্ষার নিয়ম কলিকাতায় আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। তিনি লজ্জাশীলা, সুতরাং আমি তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে পারি অর্থাৎ তিনি আমার বাড়ীতে আমার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবেন। তাঁহার জন্য স্ত্রী-গার্ড নিযুক্ত করা যাইবে। ইহা আমি ডিরেক্টর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়াই লিখিলাম। ইতি।

বশম্বদ—

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।"

এই পত্রে ব্যক্ত হইল, সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিবার জন্য মুক্তকেশীর স্বামীর কেমন চেষ্টা ছিল। পুরাণ পরীক্ষার জন্য মুক্তকেশী প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণ পড়িতে থাকেন। এস্থলে তাঁহার পাঠের নিয়ম দেখান আবশ্যক মনে করিতেছি। যথা,—

মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার—ভাগবত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ।

বুধ, শুক্র—ভাগবত, মহাভারত, চণ্ডী।

শনি—অনুবাদ, সংস্কৃত রচনা ও পরীক্ষাদান।

আর এক খানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তাহাতে তাঁহার পত্ররচনার ও হৃদগত ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সে পত্র খানি এই,—

"হৃদয়েশ্বর! আজ বাবা বলিতেছেন, তিনি আমাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া একা কাছাড় যাইবেন। টাকা পয়সা হাতে কিছুই নাই, লোকের কাছে ধার পাইবারও সম্ভাবনা নাই। অথচ এখন আমাদিগকে লইয়া যাইতে হইলে ১০৭৲ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য তিনি আমাদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ পরামর্শ

শুনিয়া আমার মন যে কেমন হইয়াছে, তাহা আর কি লিখিব? আমার মন এদিকে প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাতে পড়া শুনা কখনই ছাড়িব না। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিবে কিনা তাহাই সন্দেহস্থল হইয়াছে। এই সকল কারণেই আমি একথা লোকের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। সকলেই জানিতে পারিলেন আমি সংস্কৃত পরীক্ষা দিব,এখন দিতে না পারিলে কেমন লজ্জার কথা! লোকে না জানিলে এত লজ্জার কারণ হইত না। যাহাহউক এবিষয়ের সম্পূর্ণ ভার আমি ঈশ্বরের হাতেই অর্পণ করিলাম। তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এদিকে আমার জ্ঞান-পিপাসু মনকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না, আর কিছু দিন বাবার নিকট না থাকিলেও আমার প্রকৃত জ্ঞানলাভের আশা নিতান্তই কম। আমি দেখিলাম কোনরূপে এক্ষণে কাছাড় যাওয়ার খরচটা যোগাড় করিয়া লইতে পারিলেও সম্প্রতি চলিতে পারে। আমার চিক্ ও চন্দ্রহার গাছি পাঠাইতেছি, ইহা বিক্রয় করিয়া যে কয়টী টাকা পাওয়া যায় তাহা বাবার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমার দিব্য, চিক্ ও চন্দ্রহার ফেরত দিবেন না। ইহা বিক্রয় না করিয়া ফেরত দিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। অবশ্য ইহাতে যে আপনার খুব কষ্ট হইবে, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু নাথ! বিপত্তির সময়ে কোন কষ্ট না করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমার আর অন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? আপনিতো আমার অলঙ্কার। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে যে দেব-দুর্ল্লভ স্বামিরত্ন দিয়াছেন, ইহা যেন আমার অনন্ত জীবনের হয়। ** আমি মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি, আপনি এই জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি এই গুলি বিক্রয় করিতে আপনার নিকট দিতাম না *** পিতা মহাশয়ের চিঠি খানাও দেখিলাম, আমার শিক্ষার ব্যাঘাত হইলে তিনিও যে নিতান্ত দুঃখিত হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমাদের উভয়ের পত্র পাঠ করিয়া আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন। মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে, অধিক লিখিতে পারিলাম না। এখন বিদায় হই। শ্রীচরণের মঙ্গল সংবাদে দাসীকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি—

আপনার অনন্তজীবনের দাসী

মুক্ত।"

আমরা শত শত পঙ্‌ক্তিতে যাহা করিতে পারিতাম না, এই একমাত্র পত্রে তাহা সাধিত হইল। পত্রে হৃদয়ের কথা যেমন জানা যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়।

এই বার মুক্তকেশী দেবীর ধর্ম্মভাবের আলোচনা করিব। আমাদের নিজের কথায় অধিক আড়ম্বর না করিয়া আমরা

তাঁহার পত্র হইতে দেখাইব, তিনি ধর্ম্মপথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুক্তকেশী, স্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা একস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এখানে দেখাইব, তিনি পিতাকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার মধ্যে কি বস্তু আছে।

"দেব! আমি এই পবিত্রকুলে জন্ম ধারণ করিয়া কি করিলে সাধারণ হইতে পৃথক্‌ভূত জীবন গঠন করিতে পারিব, তাহা আমি আপনার নিকট উপদেশচ্ছলে শুনিতে ইচ্ছা করি।"

মুক্তকেশীর পিতা প্রথমে শিলচরে শিক্ষকতা করিতেন। তৎপরে তিনি গৌহাটীতে বদলি হইয়া যান। কামরূপ গৌহাটীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই কামরূপ মুক্তকেশীর পক্ষে বড়ই মনোরম বোধ হইত। কেবল বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শোভায় তিনি মুগ্ধ হইতেন, এমন নয়। কিন্তু এখানে বশিষ্টাশ্রম, কামাখ্যা-মন্দির প্রভৃতি যে সকল তীর্থ স্থান আছে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি লালায়িত হইয়াছিলেন, এবং সে সকল তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণও করিয়াছিলেন।

কি পিতৃমাতৃভক্তি, কি পতিপরায়ণতা—কিছুতেই তাঁহাকে আমরা পশ্চাৎপদ দেখি নাই। হৃদয় সৌকুমার্য্যে মুক্তকেশী অতুলনা এই দেখুন মাতাকে লিখিতেছেন,—

"মা! আপনাদের কথা মনে হইলে চক্ষে জল রাখিতে পারি না। যোগেন্দ্রের মধুমাখা ডাক মনে হইলে কি যে কষ্ট হয়, তাহা কত লিখিব? ইহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবেন। মা! কাছাড়ে থাকিতে আপনার নিকট কত যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ হইলে এখনও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। বাবা একদিন ভাগবত হইতে একটী শ্লোক আমাকে শিখাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, যে সন্তান, পিতা মাতার মনের ভাব বুঝিয়া অগ্রেই কার্য্য করে, সে উত্তম সন্তান; বলিলে যে করে, সে মধ্যম; আর বলিলেও বিরক্ত হইয়া যে করে সে অধম। মা! তবে আমি আপনার সেই অধম সন্তান। আমি কত সময় আপনার কথা শুনি নাই, তাহা মনে হইলে এখন কত যে কষ্ট হয়, ভগবান জানেন। যাহা হউক, আমি অধম সন্তান বলিয়া সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

এই পত্রখানি আমরা যত্ন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিলাম। মুক্তকেশী এক সময় মাতার নিকট অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলেন, এই পত্রে তাহা ব্যক্ত হইল। এই অবাধ্যতা তরল বয়সে প্রায় সকলেরই ঘটিয়া থাকে। সেই অবাধ্যতা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে যেরূপ অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়।

মুক্তকেশী স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার এক মুসলমান বন্ধুর সহিত মধ্যে মধ্যে পত্রালাপ করিতেন। কি উদারতা!

মুক্তকেশী, স্কুলে ও কালেজে উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও, গৃহে বসিয়া কেমন উচ্চতম স্থশিক্ষা পাইয়াছিলেন! উপস্থিত সময়ে এরূপ দৃষ্টান্ত শিক্ষাপ্রদ। ইনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা না করিয়াও, যেমন বিদ্যাবতী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিবার বিষয়।

আমরা মুক্তকেশীর একটী বঙ্গভাষায় লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, সময়ান্তরে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। প্রবন্ধটী তাঁহার জীবনীতে নাই,

"নবজীবনে" মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্পাদক প্রবন্ধের উপর এইরূপ মতামত প্রকাশিত করিয়াছিলেন,—

"লেখিকা ষোড়শ বর্ষীয়া, ইংরেজী জানেন না, অন্তঃপুরে থাকিয়া রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখনে এই তাঁহার প্রথম উদ্যম।"—

নবজীবন—সম্পাদক।"

তাঁহার পুরাণাদিতে কিরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এক জন কবিরাজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন,—

"পরীক্ষার্থিনী দেবী মুক্তকেশী আমার সংস্কৃত মহাভারতের কয়েক পর্ব্ব গৌহাটী লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার তনুত্যাগের পর ভগ্নাশ শরচ্চন্দ্র সেই পুস্তক প্রত্যর্পণ করিলে দেখিলাম, তন্মধ্যে যত সার ও সৎকথা আছে, তাহার প্রায় সমস্তই দেবীর হস্তাঙ্কিত চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত।"

ষোল বৎসরে এই শক্তি ও প্রবৃত্তি যাঁহার জন্মিয়াছিল, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে, সংসারের কত উপকার হইত!

মুক্তকেশীর সংস্কৃতে অধিকার জন্মিয়াছিল। তাঁহার কবিত্ব শক্তি ছিল, আমরা তাহার এক উদাহরণ পাইয়াছি। তিনি স্বামীকে এক সময়ে লিখিয়াছিলেন—

কথং নু প্রত্যয়ানর্হা ভবন্তি কথয় স্ত্রিয়ঃ।
প্রাণেশ। পাপজন্মানাং কথমাহুর্মনীষিনঃ ॥১॥
ইদং ভাগবতং শাস্ত্রং পুরাণং ব্রহ্মসম্মতং।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং কথং ন শ্রুতিগোচরঃ ॥২॥

হে প্রাণেশ! নারীগণ কি জন্য বিশ্বাসযোগ্যা নন? বিদ্বানেরা কি কারণে তাঁহাদের জন্ম, পাপময় বলিয়াছেন? এই ভাগবৎ শাস্ত্র, কেন স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণগণের শ্রবণগোচর হইবে না?

ইহাতে একদিকে সংস্কৃত রচনার ও অন্য দিকে তাঁহার যুক্তি তর্কশক্তির প্রমাণ দিতেছে।

১২৯৫ সালের ৩২এ শ্রাবণে শ্রীমতী মুক্তকেশীর স্বর্গারোহণ হয়। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-রক্ষার্থে কাছাড়ে একটী ধর্ম্মালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে যে তিনটী শ্লোক লিখিত আছে তন্মধ্যে দুইটী এই,—

সাসীৎ পুণ্যবতী নারী,
বিদুষী ধর্ম্মতৎপরা।
পতিপ্রাণা মহাভাগা,
পিতৃমাতৃবশানুগা ॥
তস্যাঃ পুণ্যস্মৃতের্দ্দানং,
স্ফুরণায় বিনির্ম্মিতঃ।
এষ দেবালয়ো যত্র,
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

উদাসীনের চিন্তা।

এক সময়ে বাষ্পীয় পোতারোহণে ঢাকায় আসিতেছিলাম, পোতের উপরিভাগে কতিপয় পার্ব্বত্য অসভ্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা শ্রীক্ষেত্র

হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তাহাদিগের বাসস্থান কুমিল্লার পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ। তাহারা ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীর চন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের প্রজা। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে তিপ্রা বা ত্রিপুরা জাতি অন্যান্য অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের ন্যায় অহিন্দু ছিল। কুক্কুর ও বরাহ মাংস ভক্ষণ করিত। কিন্তু ত্রিপুরা মহারাজের অনুজ্ঞায় তাহারা ক্ষত্রিয় বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এবং ক্ষত্রিয়ের বাহিরের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছে। ইহারা মহারাজের অবলম্বিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতেছে। অনেকে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া তিলক মালা ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থলে গমন করিয়া থাকে। আমার সহযাত্রী ত্রিপুরাগণ যে তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদিগের দলে পাঁচ জন রমণী ও পাঁচ জন পুরুষ ছিল। মহিলাগণ বঙ্গভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারে না, তাহাদিগের মাতৃভাষাতেই কথোপকথন করিয়া থাকে। পুরুষগণ বাঙ্গালা ভাষায় অতি কষ্টে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, বাঙ্গালির সমস্ত কথা বুঝিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহাদের দেশে কোন বিদ্যালয় নাই। পুরুষেরা বাঙ্গালিদিগের সহিত আলাপাদি করিতে করিতে বাঙ্গালাভাষা কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা করিয়াছে। তাহাদিগের সঙ্গে এক খানি "ভক্তি তত্ত্ব সার" নামক গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম। একজন আমাকে সে গ্রন্থের কিছু পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিল। ব্যাখ্যা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিল। "পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেশ" প্রণেতা জন বেনিয়ানের বাইবল গ্রন্থই প্রধান সম্বল ছিল। ইহাদিগেরও এই "ভক্তিতত্ত্ব সার" প্রধান সম্বল হইয়াছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালি কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া সময় কর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, বটতলার অতি কদর্য্য বইও তাহাদিগের সুপাঠ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে। ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাদি অনেক বাঙ্গালি পুরুষ কিংবা মহিলার রুচিসঙ্গত নয়, কিন্তু অশিক্ষিত তিপ্রাদিগের এখনও পর্য্যন্ত এতাদৃশ দুর্গতি ঘটে নাই, তাই তাহারা ভক্তিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ পাঠেই আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালিদিগের এতাদৃশ অসভ্য-পার্ব্বত্যদিগের নিকট অনেক শিখিবার আছে। উভয় স্ত্রী এবং পুরুষদিগকে মূর্ত্তিমতী সরলতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজনীতিবিদের কূটবুদ্ধি তাহাদিগের সরলহৃদয়ে স্থান পায় না। ব্যবহারজীবীদিগের কপটতা তাহাদিগের অজ্ঞাত। ইহাদিগের সহিত বাক্য বলিলে দ্বিজিহ্ব সভ্যতাভিমানী লোকদিগকে ধিক্কার

দিতে ইচ্ছা হয়, এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যেও সরলতা ও সত্যবাদিতার আলোক রেখা দেখিয়া তদ্রূপ সাধু প্রকৃতি লাভের বাসনা জন্মে। যদি কপটতা এবং মিথ্যাবাদিতা শিক্ষা সভ্যতার নিত্য সঙ্গী হইতে থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষা ও সে সভ্যতায় মানবসমাজের অধঃপাতের কারণ।

কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদিগের দেশে চোরের কিরূপ শাস্তি হয়। চুরী কি তাহা বুঝাইতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল তাহাদের দেশে চুরী নাই। একের জিনিশ অপরে বিনানুমতিতে গ্রহণ করে না। তাহাদিগের দেশে রাত্রিকালে মূল্যবান্ জিনিস বাহিরে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও তাহা স্থানান্তরিত হয় না। সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত বঙ্গবাসিগণ এতাদৃশ সমাজকে কি মনে করিবেন? সভ্যদেশের কারাগার অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কত চোর শাস্তি ভোগ করিতেছে। আর জ্ঞানালোক যে পার্ব্বত্য সমাজের অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; সেখানে চুরীর নাম মাত্র নাই; ইহা পড়িয়া পাঠক পাঠিকা কি আদিম অবস্থার কথা মনে করিবেন না? খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে আদি পুরুষ আদম সর্ব্বাগ্রে নিষ্পাপ ছিলেন, সয়তানের প্ররোচনায় পাপে পতিত হন। বর্ত্তমান সময়ে অসভ্য জাতির অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে মানবের আদিম সময়ে পাপপ্রবৃত্তি খুব কম থাকে, পরে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত পাপের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। যাহাহউক সভ্য জাতি সাধনা করিয়া যে অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অসভ্য জাতি স্বভাবতঃই তাহা লাভ করিতেছে। মহিলাদিগের মুখ দেখিলেই বোধ হয় তাহাদের অন্তর যেন পবিত্রতাময়। অপবিত্রতার লেশও যেন তাহাদিগের প্রাণে নাই। তাঁহারা অতি স্বাধীন ও মুক্তভাবে পুরুষদিগের সহিত মিশিতেছেন। যত্নপূর্ব্বক আর তাঁহাদিগের আত্মরক্ষা করিতে হয় না। তাঁহারা আভ্যন্তরীন পবিত্রতার বর্ম্মাবৃত হইয়া সুরক্ষিত হইতেছেন। রুদ্ধদ্বার গৃহবদ্ধ মহিলাদিগের ন্যায় তাহারা পুরুষের পাদচারণের শব্দ শুনিয়া সশঙ্কিত হওয়া দূরে থাক, তাহাদিগের পবিত্রতাব্যঞ্জক নয়ন আভা দেখিয়া পাপাচারীর অন্তরও কম্পিত হইয়া উঠে। তাহাদিগের দেশে বাল্যবিবাহ কিংবা শিশুবিবাহ প্রচলিত নাই। কখন বর কন্যা স্বস্ব অভিরুচি অনুসারে একত্রিত হইয়া থাকে, কখনও পিতা মাতা বর কিংবা কন্যা মনোনীত করিয়া থাকেন। ঘৃণিত বর কিংবা কন্যাপণ প্রচলিত নাই। পিতা মাতা ইচ্ছা করিলে যৌতুক স্বরূপ কিছু দিতে পারেন, কিন্তু বলপূর্ব্বক রক্ত শোষণের প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। অতিথি-সৎকারের প্রবৃত্তি এতদূর প্রবল যে তাহারা আমাকে তাহাদের

দেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, এবং বলিল যে আমি যত দিন তাহাদিগের দেশে থাকিব আমার কোনও ব্যয় লাগিবে না। দুদিন ইহার বাড়ী দুদিন তাহার বাড়ী, এইরূপে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করা যাইতে পারে। অনেক সন্ন্যাসী এইরূপে জীবিকা ধারণ করিয়া তাহাদিগের দেশে বাস করিতেছে।

কৃষিজাত বস্তুই তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। তাহাদিগের দেশে বহুল পরিমাণে কৃষিজাত বস্তু জন্মিতেছে, কিন্তু রাস্তার সুবিধা নাই বলিয়া রপ্তানি হইতে পারিতেছে না। এজন্য তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। অধিকাংশই দরিদ্র, কিন্তু দরিদ্র হইলেও বঙ্গদেশের ন্যায় উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রবল কোপে দেশ নির্ম্মূল হইতেছে না, কারণ অর্থাভাব হইলেও দেশে কখন ও খাদ্যাভাব হয় না।

এই অসভ্যদিগের সহিত আলাপ করিয়া আমি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমার সহযাত্রীদিগের মধ্যে একজন সত্যযুগের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম "মহাশয় সত্যযুগ এখনও বিদায় গ্রহণ করে নাই। সত্যযুগের লোক দেখিতে হইলে ঐ দিকে যান" এই বলিয়া তাহাদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলাম। বাস্তবিক তাঁহাদিগের স্বাভাবিক গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া মানব প্রকৃতি কতদূর বিকৃত হইয়াছে আমি তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মানবপ্রকৃতিকে পুনর্ব্বার এই স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইলে কত শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন! আমার মনে হয় মানুষ হৃত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য যে শক্তি ব্যয় করে সে শক্তি পুণ্য উপার্জ্জনে ব্যয়িত হইলে, মানবসমাজ স্বর্গধামে পরিণত হইত।

জাপানে কর্পূর বৃক্ষ।

দক্ষিণ জাপানে তোসা, হিঙ্গা ও সাতসুমা প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে কর্পূরবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। সমুদ্র হইতে বহুদূরে পার্ব্বতীয় গহন অঞ্চলে এই বৃক্ষ উৎপাদনের প্রশস্ত স্থান। জাপান দেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ কর্পূর বৃক্ষের আবাদ করিয়া থাকে। প্রজাদিগের যাহার কর্পূর বৃক্ষ আছে, দেশের রাজবিধি অনুসারে সে আর একটী নূতন বৃক্ষ রোপণ না করিয়া পুরাতন বৃক্ষটী কর্ত্তন বা বিক্রয় করিতে পারে না। কর্পূর প্রস্তুত ব্যতীত কর্পূর বৃক্ষের কাষ্ঠে জাহাজ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল

প্রস্তুত হয়। কর্পূর কাষ্ঠের সিন্দুক ও তোরঙ্গ বস্ত্র রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। পশমী, রেশমী ও মহার্ঘ কার্পাশ বস্ত্র সকল কীটাদির উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কর্পূর কাষ্ঠের সিন্দুক তোরঙ্গে তদ্রূপ হয় না। কর্পূর কাষ্ঠ একদিকে যেমন কোমল, অপর দিকে তেমনই স্থায়ী; সুতরাং ইহার দ্বারা অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু কর্পূর প্রস্তুত জন্যই ইহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্পূর বৃক্ষ লরেল জাতীয় বৃক্ষের অন্তর্গত। ইহার পত্র গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বাদামে ও ধার ঈষৎ করাতের মত। পত্রসকল বৎসরের সমস্ত সময়ই গাঢ় উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ থাকে, কেবল বসন্তের প্রাক্‌কালে দুই এক সপ্তাহ মাত্র কোমল তরল হরিৎবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় নূতন পত্র সকল অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ইহার ফল সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল জামের ন্যায় শরৎকালে ফলিয়া থাকে। কাষ্ঠের সারাংশে নানাদ্রব্য গঠন এবং মূল দ্বারা জাহাজের সন্ধিস্থল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এক একটী বৃক্ষ বৃহদাকার হয়। প্রসিদ্ধ নাগাসাকি নগরের নিকট অনেকগুলি কর্পূর উদ্যান আছে। এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক একটীর গুড়ীর ব্যাস ৭।৮ হাত এবং বেড় ২০।২৫ হাত। অসুওয়ার প্রাচীন দেবমন্দির কর্পূর কুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত। এখানে শত শত বড় বড় কর্পূর বৃক্ষ স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া মন্দিরের উপর পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহারা বহুকালের হইলেও অদ্যাপি সতেজ ও সুন্দর দেখা যায়। কিউসিউর অন্যান্য স্থানে আরও বড় বড় বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কোন কোনটীর গুঁড়ির ব্যাস বিংশতি পাদেরও অধিক; বেড় প্রায় ৪০ হস্ত উন্নত। গুঁড়ি ২০ বা ৩০ পাদ সরলভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, মধ্যে একটী শাখা বা পল্লব নাই, কিন্তু তৎপরেই প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা নিবিড় পল্লব ভারে অবনত হইয়া বহুদূর ব্যাপিয়া ছায়া ও শোভা বিস্তার করিয়াছে। বৃক্ষগুলি যেরূপ প্রকাণ্ড, ইহাদিগের শাখা সকলও তদ্রূপ বিশাল ও আয়ত, সুতরাং দেখিতে অতীব সুন্দর।

কর্পূর প্রস্তুত করিতে হইলে বৃক্ষকে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে চেলা করিয়া থাকে। একটী বৃহৎ লৌহ বা ধাতুপাত্রে খানিকটা জল দিয়া মন্দ মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। তদুপরি একটী কাষ্ঠের টবের মধ্যে চেলা গুলি বদ্ধ রাখে। টবের উপরিভাগ বিলক্ষণ রূপে বদ্ধ থাকে—এমন কি বাষ্প পর্য্যন্ত নির্গত হইতে পারে না, কিন্তু তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, ইহাদ্বারা উষ্ণজলস্থিত বাষ্প তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। একটী বংশনল দিয়া একটী হইতে আর একটী টব সংযোগ করা হয় এবং তাহাও তৃতীয় টবের সহিত উক্তরূপে সংযুক্ত থাকে। তৃতীয় টবটী দুই অংশে

বিভক্ত, একটীর উপর আর একটী। উপরি স্তর বা অংশে একপ্রস্ত খড় বিস্তৃত থাকে.বংশনল দিয়া বাষ্প প্রথম টব হইতে দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় টবে আসিয়া থাকে। দ্বিতীয় টবেই কর্পূর ও তৈল প্রস্তুত হইয়া তৃতীয় টবে পতিত হয়। কর্পূর অংশ খড়ের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া থাকেএবং তরল তৈল অংশ নিম্ন স্তরে পতিত হয়। পরে শীতল করিয়া কর্পূর সংগ্রহ করিয়া একটী কাষ্ঠের টবে বদ্ধ করা হইয়া থাকে এবং অপর পাত্রে তৈল সংগৃহীত হয়। একটী কর্পূরের টবে ১৩৩ $\frac{১}{৩}$ পাউণ্ড কর্পূর থাকে এবং এই অবস্থায়, বাজারে বিক্রীত হয়। একবার সিদ্ধ হইলেই জল একটী ক্ষুদ্র নলের দ্বারা নির্গত হইয়া তৈল মাত্র টবে অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহা গ্রহণ করিয়া জালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আলোক ভিন্ন কর্পূর তৈল আরও অনেক উপকারে আইসে।

বাদন প্রণালী।

অঙ্গুলি চালনা প্রণালী।

হারমোনিয়ম্ শিক্ষা করিতে হইলে পাঠিকাগণের বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক অঙ্গুলি চালনা প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়। অঙ্গুলি চালনা শিক্ষা করিয়া যন্ত্র বাজাইলে উহা শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে।

পাঠিকাগণ হারমোনিয়ম্ যন্ত্র বাদন কালে এমন ভাবে চাবিগুলির উপর হস্ত রাখিবেন, যে একটী অঙ্গুলিও আড়ষ্ট ভাবে না থাকে; অর্থাৎ যে কোন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিবার ইচ্ছা হইবে, তৎক্ষণাৎ সহজেই তাহা করিতে পারা যায়।

অঙ্গুলি সঞ্চালন কালে কোন্ অঙ্গুলি কোন্ স্বরের উপর ন্যস্ত হইবে, অর্থাৎ কোন পর্দ্দা টিপিয়া বাজাইতে হইবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত, যেখানে ১ লেখা থাকিবে, সেই পর্দ্দা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, যে স্থানে ২ লেখা থাকিবে, সেই পর্দ্দা তর্জ্জনী দ্বারা, ৩ মধ্যমা দ্বারা, ৪ অনামিকা দ্বারা এবং ৫ কনিষ্ঠা দ্বারা টিপিয়া বাজাইতে হইবে। কখন কখন একখানি পর্দ্দাতে দুই তিন অঙ্গুলি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এবং অপর একটী অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অপর অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়।

প্রথম সাধন।

আরোহণ।

	১	২	৩	১	২	৩	৪	৫
	।	।	।	।	।	।	।	।
দ।	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা১।

অবরোহণ।

	৫	৪	৩	২	১	৩	২	১
	।	।	।	।	।	।	।	।
দ।	সা১	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ	সা।

অথবা

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
। । । । । । । ।১
দ। সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

৪ ৩ ২ ১ ৪ ৩ ২ ১
। । । । । । । । ।
দ। সা১ নি ধ প ম গ ঋ সা।

দ্বিতীয় সাধন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ২
। । । । । । । ।
দ। সা ঋ গ ম প ম গ ঋ

১ ১ ২ ২
। । । ।
সা সা ঋ ঋ

৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ৫ ১
। । । । । । ।১
দ। গ গ ম ম প প সা।

৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪
। । । । । । । ।
বা। সা১ ঋ১ গ১ ম১ প১ ম১ গ১ ঋ১

৫ ৫ ৪ ৪
। । । ।
সা১ সা১ ঋ১ ঋ১

৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৫
। । । । । । ।
বা। গ১ গ১ ম১ ম১ প১ প১ সা।

দ্বিতীয় সাধন প্রণালী একত্রে দুই হস্তে।

তৃতীয় সাধন।

১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪
ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ
দ। সা সা ঋ ঋ গ গ ম ম

১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪
ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ১ ৼ১
প প ধ ধ নি নি সা সা

৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২
ৼ১ ৼ১ ৼ ৼ ৼ ৼ
দ। সা সা নি নি ধ ধ

১ ১ ৪ ৪ ৩ ৩
ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ ৼ
প প ম ম গ গ

২ ২ ১ ১
ৼ ৼ ৼ ৼ
ঋ ঋ সা সা।

চতুর্থ সাধন।

১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ১
× × × × × × ×
দ। সা ঋ ঋ গ গ ম ম

২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫
× × × × × × ×
প প ধ ধ নি নি সা১।

৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২
× × × × × × ×
দ। সা১ নি নি ধ ধ প প

১ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ১
× × × × × × ×
ম ম গ গ ঋ ঋ সা।

পঞ্চম সাধন।

১ ৩ ২ ৪ ১ ৩ ২
। । । । । । ।
দ। সা গ ঋ ম গ প ম

৪ ১ ৩ ২ ৪
। । । । ।
ধ প নি ধ সা১।

৪ ২ ৩ ১ ৪ ২ ৩
। । । । । । ।
দ। সা১ ধ নি প ধ ম প

১ ৪ ২ ৩ ১
। । । । ।
গ ম ঋ গ সা।

ষষ্ঠ সাধন। একত্রে দুই হস্তে।

১ ৩ ২ ১ ২ ৪ ৩ ২
দ। সা গ ঋ সা ঋ ম গ ঋ
৩ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৩ ২
গ প ম গ ঋ ম গ ঋ
৫ ৩ ৪ ৫ ৪ ২ ৩ ৪
বা। সা১ গ১ ঋ১ সা১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১
৩ ১ ২ ৩ ৪ ২ ৩ ৪
গ১ প১ ম১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ২
দ। সা ঋ গ ম প ম গ ঋ
১ ৩ ৫ ৩ ১ ১ ২ ২
সা গ গ প সা সা ঋ ঋ
৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪
বা। সা১ ঋ১ গ১ ম১ প১ ম১ গ১ ঋ১
৫ ৩ ১ ৩ ৫ ৫ ৪ ৪
সা১ গ১ গ১ প১ সা১ সা১ ঋ১ ঋ১

৩ ৩ ৪ ৪ ১
দ। গ গ ঋ ঋ সা।
৩ ৩ ৪ ৪ ৫
বা। গ১ গ১ ঋ১ ঋ১ সা১।

সপ্তম সাধন।

১ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ৩ ১
দ। সা১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ গ১ সা১
৫ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ১
প১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ সা১।
৫ ২ ১ ৫ ৩ ২ ১ ৫
বা। সা১ ম১ প১ সা১ গ১ ম১ প১ সা১
৩ ৪ ২ ৩ ১ ৩ ২
গ১ ম১ ঋ১ গ১ সা১ গ১ ঋ১
৫ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ১
প১ গ১ ঋ১ ম১ গ১ ঋ১ সা১
৫ ১ ৩ ১ ২ ৩
বা। সা১ প১ গ১ প১ ম১ গ১
২ ১ ৫
ম১ প১ সা১।

অষ্টম সাধন।

৪ ৩ ৪ ৫ ৩ ৫
দ। ম গ ম প গ প
৩ ২ ১ ৩ ৫ ৫
গ ঋ সা গ প প
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
বা। সা প সা সা প সা
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
সা প সা সা প সা

৪ ৩ ৩ ২ ৩ ৪
দ। ম গ গ ঋ গ ম
৫ ২ ১ ৫ ২ ১
বা। সা প সা সা প সা

নবম সাধন।

১ ২ ৩ ৪ ৫
সা ঋ গ ম প
১ ২ ৩ ৪ ৫
ঋ গ ম প ধ

১ ২ ৩ ৪ ৫
। । । । ।
গ ম প ধ নি

১ ২ ৩ ৪ ৫
। । । । ।১
ম প ধ নি সা।

৫ ৪ ৩ ২ ১
।১ । । । ।
সা নি ধ প ম

৫ ৪ ৩ ২ ১
। । । । ।
নি ধ প ম গ

৫ ৪ ৩ ২ ১
। । । । ।
ধ প ম গ ঋ

৫ ৪ ৩ ২ ১
। । । । ।
প ম গ ঋ সা।

উল্লিখিত স্বরগুলির মস্তকে এক মাত্রার চিহ্ন আছে, এই সাধন অভ্যাস হইলে পর পাঁচটী স্বর এক মাত্রার ভিতর করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

যথা, ১ ২ ৩ ৪ ৫ ইত্যাদি।
সা ঋ গ ম প

দশম সাধন।

কথন কথন প্রয়োজনাধীন কোন স্বর বিশেষের উপরে দুই তিন অঙ্গুলি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এবং অপর একটী অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অপর অঙ্গুলি ব্যবহার হয় যথা—

	১২৩৪	৩২১	৪২
দ।	সা	সা	সা
	৪৩২১	১২৩	২৪
বা।	সা১	সা১	সা১

আলোকতত্ত্ব।

আমাদের জ্ঞান ও সুখবৃদ্ধি এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজন সাধনের জন্য দয়াময় পরমেশ্বর যে সকল উপায় বিধান করিয়াছেন, আমরা সে সকলের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া দেখি না। এই জগতে যে সকল সুখের সামগ্রী ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু রহিয়াছে, নিত্য সেই সকল ভোগ করা যায় বলিয়া ঐ সকল বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মন যেন কেমন অসাড় হইয়া পড়ে। মানুষের কাছে সামান্য একটু উপকার পাইলে আমাদের মনে যে কৃতজ্ঞতার উদয় হয়, পরমেশ্বরের নিকট হইতে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক উপকার পাইয়াও আমাদের মনে অনেক সময় তাহার শতাংশের একাংশ কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয় না। পরমেশ্বর-প্রদত্ত বিবিধ সুখ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা আমরা সাধারণতঃ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের অভাব হইলে আমরা যেরূপ অধীর হই, তাহা হইতেই বুঝা যায় উহা আমাদের সুখের জন্য কত আবশ্যক। লোকে কথায় বলে, "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।" প্রত্যেক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে। এই যে শারীরিক স্বাস্থ্য যাহার অভাব হইলে লোকের কত কষ্ট, কত ভাবনা উপস্থিত হয়, ইহার জন্য আমাদের মনে সকল সময় পরমেশ্বরের প্রতি বিশেষ তেমন কৃতজ্ঞতার উদয় হয় কি? এই যে চক্ষু যাহা দ্বারা আমরা জগতের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিয়া কত জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি, যাহার ভিতরে পরমেশ্বরের কত আশ্চর্য্য জ্ঞান-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার জন্য যে সেই করুণাময় পিতার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত,তাহা কি আমরা সকল সময় চিন্তা করি? কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যদি তোমার চক্ষু না থাকিত, তবে কি হইত?—তাহা হইলে কতকষ্টে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে হইত! এখন যে জগৎ তোমার নিকট সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হইয়া আনন্দের হাসি হাসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে তুমি কি দেখিতে?—অন্ধকার, অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার! এখন বল দেখি এই চক্ষুর জন্য আমাদিগের পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে কি না?

কিন্তু সাধারণ লোকের সম্বন্ধে যাহাই হউক, যাঁহারা জ্ঞানালোচনা দ্বারা এই জগতের নানাবিধ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, কিরূপ আশ্চর্য্য নিয়মে ও শৃঙ্খলায় এই জগতের কার্য্য চলিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার আরও অধিক কারণ দেখিতে পান। এই জন্য বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মধ্যে মধ্যে উপহার দিয়া থাকি। অদ্য আমরা আলোক সম্বন্ধে দুই একটী জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ কথায় তাঁহাদের গোচর করিতে চেষ্টা করিব।

আলোকের সাহায্যেই আমরা জগতের সকল বস্তু দেখিতে পাই। আলোক না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না, আমাদিগকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইতে হইত। আলোকের দুইটী গুণ থাকাতে আমরা এই জগতের নানাবিধ দৃশ্য দেখিতে পাই—ইংরাজীতে এই দুইটী গুণের নাম Reflection ও Refraction; বাঙ্গালাতে আমরা প্রথমটীকে প্রতিবিম্বন ও দ্বিতীয়কে বক্রগমন বলিব।

আমরা যে সকল পদার্থের দিকে চক্ষু ফিরাই, তাহা হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়াই আমরা ঐ সকল বস্তু দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে কোন কোন বস্তু নিজেই আলোক প্রদান করে, এবং সেই আলোকের সাহায্যে আমরা ঐ সকল বস্তু দেখিয়া থাকি—যেমন সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। চন্দ্রের নিজের আলোক নাই, সূর্য্যালোকের প্রতিবিম্বন দ্বারা আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই। এই পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থই প্রতিবিম্বিত আলোকের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

(ম শেষ)

১। মিছরীর ছুরি।

২। মিছা কথা ছেঁচা জল কতক্ষণ রয়?

৩। মিছে ডুমুর গোমর করে,
পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ে।

৪। মিটমিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস!

৫। মিড়মিড়ে প্রদীপ,
আর বিড়বিড়ে বউ।

৬। মিঠে কুল পেলে, আঁটিশুদ্ধ গেলে।

৭। মিন্‌ষের কোলে ছেলে দিয়ে,
মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

৮। মিষ্ট কথায় মন ভেজে।

৯। মিষ্ট হাসিতে সৃষ্টি নাশ।

১০। মুখখানি যেন ক্ষুরের ধার।

১১। মুখ যেন তলো হাঁড়ী।

১২। মুখ শুকুয়ে তুলসী পাতা।

১৩। মুখটী যেন ভাজনা খোলা।

১৪। মুখ সর্ব্বস্ব।

১৫। মুখে রাম রাম বগলে ছুরি।

১৬। মুচির কুকুর।

১৭। মুচির নাই নাক, শুঁড়ির নাই কাণ।

১৮। মুড়া কোদালে দীঘি কাটা।

১৯। মুড়াগাছার গান।

২০। মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি।

২১। মুড়ি রেখে কোপ।

২২। মুনির মন টলে।

২২৷৷। মুড়ী মিছরী এক দর।

২৩। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

২৪। মুষলং কুলনাশনং।

২৫। মুরদের নাই সীমে,
রথ দিয়েছে নিমে।

২৬। মূর্খবৈদ্যো যমসমঃ।

২৭। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধঃ।

২৮। মূর্খের অশেষ দোষ।

২৯। মূলাচোরের কাঁসী।

৩০। মূলে স্ত্রী নাই ফুলশয্যা।

৩১। মূলে অশুদ্ধ, তিবড়ীই গোবর।

৩২। মৃৎপিণ্ড একো বহুভাণ্ডরূপঃ
স্বর্ণমেকং বহুভূষণাত্মা,
গোক্ষীরমেকং বহুধেনুজাত
মেকপরমাত্মা বহুদেহবর্ত্তী।

৩৩। মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং।

৩৪। মেকি টাকায় ঘন নিশান।

৩৫। মেঘ না চাহিতে জল।

৩৬। মেঘ হয়েছে চাকা চাকা,
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা,
ক্ষেতের মাঝে বাঁধগে আল,
বৃষ্টি হবে আজ কাল,

৩৬৷৷। মেঘে মেঘে বেলা যায়,
কনে বৌ সাতবার খায়।

৩৭। মেড়ার শৃঙ্গে হীরা ভাঙ্গে মানীর অপমান।

৩৮। মেজে ঘসে রূপ, আর জোর করে প্রণয়।

৩৯। মেনি মুখো।

৪০। মেয়ে মানুষের বাড় কলা-গাছের বাড়।

৪১। মোগল পাঠান হদ্দ হৈল
পারসী পড়েন তাঁতি,
বাঘ পলালো বিড়াল এলো
শিকার কর্ত্তে হাতী,
ময়ূর গেল ছাতার এলো
ফুলয়ে বুকের ছাতি।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল
জোনাকীর পাছে বাতি।

৪২। মোটা ভাত, মোটা কাপড়।

৪৩। মোটে মা রাঁধে না
তা পাট আর পান্তা।

৪৪। মৌনং সম্মতিলক্ষণং।

৪৫। মোল্লার দাড়ী ঔষধে লাগে।

৪৬। মোশানজী আপনি কাণা।

৪৭। মৌতাত।

রজকী-সমিতি।

গরিব লোকের অদৃষ্ট সর্ব্বত্র সমান, গরিব রজকদিগের অদৃষ্ট আরও মন্দ। শীত গ্রীষ্ম জ্ঞান নাই, ইহারা সমস্ত দিন জলে অর্দ্ধ নিমজ্জিত হইয়া বস্ত্রাদি ধৌত করিতে থাকে ও মাথায় করিয়া বা সম-দুর্ভাগ্য প্রাণীর পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া বস্ত্র বহিয়া অনেক কষ্টে কালাতিপাত করে; তাহাতেও অর্দ্ধাশনের বেশী হয় কি না সন্দেহ। আমাদিগের দেশে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় অবাধে বলা যাই-তে পারে যে, অনেক দোষ ইহাদিগের নিজের। সমস্ত কাপড় জড় করিয়া তিন সপ্তাহ—এমন কি এক মাস দেড় মাস অন্তর যাহারা কাপড় দেয়, তাহা-দেরও কষ্ট, যাহারা কাচে তাহাদেরও কষ্ট। এরূপ অবস্থায় দুঃখ কোনও কালে ঘুচে না—ঘুচিবারও নহে। যাহাহউক পৃথিবীর সভ্যতম দেশেও এই শ্রেণীর শ্রম-জীবিগণের ভাগ্য প্রায় তুল্যরূপ শোচ-নীয়, ইহাই আশ্চর্য্য। এই জন্য ইংলণ্ডে তিনজন সুবিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী মিলিয়া এক রজকী-সমিতি সংগঠন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম বিবি আনিবেসাণ্ট, কাউণ্টেস্ ওএচমিষ্টার ও মিঃ এমঃ এঃ মুর। ইহাঁদিগের কল্পনা একটি বাটী ভাড়া লইয়া কাপড় ধোলাইয়ের কল কেনা হইবে। এতদুপায়ে পাটায় ফেলিয়া কাপড় কাচা ও নিংড়ানর কার্য্য আদৌ করিতে হইবে না। অনু-ষ্ঠাত্রীগণ অনুমান করেন যে এবম্বিধ উপায় জীবিকা নির্ব্বাহের এক সুন্দর স্বাস্থ্যকর সদুপায়। বিলাতে এক্ষণে রজকী-গণ যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে, তদ-পেক্ষা কিছু বেশী উপার্জ্জন করিতে তাহারা সক্ষম হইবে এই অভিপ্রায়ে কিছু অধিক হারে তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে বেতন দেওয়া হইবে এবং তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর লাভ

হইতে অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। এজন্য চাঁদা সংগৃহীত হয় ভাল, না হয় শতকরা চারি পাউণ্ডের হিসাবে মূলধন তোলা হইলে লাভ দাঁড়াইবে, লাভ হইতে ক্রমে ক্রমে ঋণ শোধ হইতে থাকিবে। লাভের কিয়দংশে কল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মেরামত হইবে; আর যদি লাভ বেশী দাঁড়ায়, তাহা হইলে অন্যান্য স্থানে এতদ্রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। এই কার্য্যের সূত্রপাত করিবার জন্য ২০০০ পাউণ্ড আবশ্যক। ইংরাজ জাতি যেরূপ অধ্যাবসায়শীল, তাহাতে আশা করা যায় যে এই সংকল্পনা অচিরে কার্য্যে পরিণত হইবে।

পাঠক পাঠিকা বলুন দেখি যে, এববিধ একটি ধৌত রজক বা রজকী-সমিতি এদেশে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে কি না? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মহানগরীতে কতিপয় ভদ্রলোক মিলিয়া এক রজকালয় খুলিয়াছিলেন। কাজ কিছু দিনবেশ চলিয়াছিল, দুঃখের বিষয় কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কার্য্য তুলিয়া দেন। পুনরায় এ বিষয়ে চেষ্টা করা বিধেয়।

সুদূর টেলিফোঁ।

প্রথম টেলিফোঁ নির্ম্মিত হইলে ইহা-দ্বারা যে দূরদেশ নিকট হইবে এরূপ-প্রত্যাশা ছিল না। গৃহ হইতে গৃহান্তরে বা এক নগরের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তই শব্দ শ্রবণের শেষ সীমা নিরূপিত ছিল। কিন্তু এখন ইহা সে সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পাঠিকারা অবগত আছেন যে গত মে মাস হইতে আমেরিকার চিকাগো নগরে "জগৎ মেলার" কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। ইহা অন্যূন ছয় মাস কাল খোলা থাকিবে এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত দেশের শিল্পজাত এখানে প্রদর্শিত হইবে। গত দুই বৎসর ধরিয়া ইহার আয়োজন হইতেছে। আমেরিকার প্রধান নগর নিউইয়র্ক ও বোষ্টন চিকাগোর মেলার সহিত যোগ রাখিবার জন্য টেলিফোঁর বন্দোবস্ত করিয়াছে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দিবসে বোষ্টন নগরের সহিত চিকাগো মেলার যোগ স্থাপিত হইয়াছে। নিমেষ মধ্যে বাক্য সকল ১২৫০ মাইল পথ বিদ্যুচ্চালিত হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট বন্ধুযুগলের আলাপের ন্যায় অবাধে কথোপকথন সম্পাদিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে নিউইয়র্কের সহিতও উক্ত মেলার যোগ স্থাপন হয়। সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কের সহিত "সিটি অব দি লেকস" হ্রদ নগরের সহিতও যোগ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে পরীক্ষার দিবসে সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি এরূপ সুন্দররূপে তাড়িত দ্বারা চালিত হইয়াছিল যে উভয়

নগরের দূরত্ব সহস্র মাইলেরও অধিক হইলেও শ্রোতা ও দর্শকগণ তাহা স্পষ্টরূপে শুনিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের সহিত যে দিন চিকাগোর যোগ স্থাপন হয়, প্রদর্শক প্রথম কথোপকথন শেষ করিয়া উপস্থিত সভ্য দিগকে আর ৪০টী টেলিফোঁ তারে যোগ করিয়া প্রদান করেন। এই সময় চিকাগো নগরের একটী গৃহে সঙ্গীত হইতেছিল। তার দ্বারা গৃহটী সংযুক্ত হওয়াতে সঙ্গীত স্পষ্টরূপে সকলে শুনিয়াছিলেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি!

পথভ্রান্ত লোক ঘোরে কেন?

মরুভূমি প্রান্তর বা গহন মধ্যে পথ হারাইয়া পথিকগণ কেন ঘুরিয়া বেড়ায় একখানি বিজ্ঞান পত্রে তাহার কারণ প্রকটিত হইয়াছে। মনুষ্যের পদ ও অঙ্গ সকলের দৈর্ঘ্যের অসমতাই তাহার বৃত্তাকারে ভ্রমণের কারণ। যতক্ষণ না সে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গম্যস্থান নিরূপণে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তাহাকে চক্রাকারে ঘুরিতে হয়। মনুষ্যের অবয়ব সকল যে সমভাবাপন্ন নহে, পরীক্ষাদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাহারও বামপদ দক্ষিণ পদ অপেক্ষা দীর্ঘ। কাহারও বা দক্ষিণ হাত বাম হাত অপেক্ষা বৃহৎ। কাহার কাহারও অবয়বের উপরিভাগ নিম্ন ভাগাপেক্ষা দীর্ঘ ইত্যাদি। যাহার দক্ষিণপদ দীর্ঘ সে বামপদ অপেক্ষা দক্ষিণ পদের দ্বারা অধিক স্থান ব্যাপিয়া পদবিক্ষেপ করিয়া থাকে। যাহার বাম হস্ত দীর্ঘ সে বামদিকে হেলিয়া চলে, সুতরাং যতক্ষণ না চক্ষুদ্বারা এই ভ্রম দূর হয়, ততক্ষণ সে বৃত্ত বা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে। নরকঙ্কাল পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে শতকরা কেবল দশ জনের নিম্ন অঙ্গ উপরিভাগের দীর্ঘতার সমান; ৩৫ জনের দক্ষিণ অঙ্গ বাম অঙ্গের অপেক্ষা দীর্ঘ এবং ৫৫ জনের বামপদ দক্ষিণ পদাপেক্ষা দীর্ঘ। অধিকাংশ লোকের বাম পদ দীর্ঘ বলিয়া তাহারা দক্ষিণে ঝুঁকিয়া ঘুরিয়া থাকে। দুই চক্ষু বাঁধিয়া কোন এক ব্যক্তিকে চলাইলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। হস্তের পরিমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শতকরা ৭২ জন লোকের দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তাপেক্ষা দীর্ঘতর এবং ২৪জনের বাম হস্ত দক্ষিণাপেক্ষা দীর্ঘতর। সুতরাং অধিকাংশ লোকেরই বামপদ ও দক্ষিণ হস্ত দীর্ঘ। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে এই অবয়বের অসমতা বর্ত্তমান আছে। এতন্নিবন্ধন "দিশাহারা" ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

জীবরহস্য।

মাকড়সার তন্তুজাত রেশম।

একখানি ফরাসি বিজ্ঞানপত্রে মাকড়সার তন্তুজাত রেশমের ব্যবসার প্রস্তাবে প্রকটিত হইয়াছে, যে এতদ্বারা অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। এই রেশম স্বুবর্ণের ন্যায় পীত বর্ণ এবং সামান্য কৌশলেই সংগৃহীত হইতে পারে। মাকড়সা ডিম্ব প্রসব করিয়াই অধিক তন্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে। এক একটী মাকড়সা ২৭ দিনে তিন মাইল দীর্ঘ রেশম প্রস্তুত করে। গুটিপোকার ন্যায় মাকড়সা সকলও রক্ষা করিয়া এবং তাহাদের রেশম সংগ্রহ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য প্রয়াস হইতেছে। এতদর্থে একটী সূক্ষ্ম কলও প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্বারা গুটির ন্যায় মাকড়সার তন্তু-তার অনায়াসে গুটাইয়া রাখা যাইতে পারে। কিরূপ কৌশলে বয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য।

সঙ্কর-সিংহ।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উইণ্ডসর পশুশালায় একটী পিঞ্জরে একটী প্রকাণ্ড সিংহ ও বৃহৎ ব্যাঘ্রী একত্রে আবদ্ধ থাকিত। প্রায় তিন বৎসর একত্রে সহবাস করিয়া শেষে সিংহটী গতাসু হয়। ইহাদের পরস্পরের বিলক্ষণ প্রণয় ছিল এবং সিংহের মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে ব্যাঘ্রীর গর্ভে দুইটী শাবক জন্মগ্রহণ করে। শাবকগুলির আকৃতি প্রকৃতি সিংহেরই অনুরূপ—কেবল গাত্র বর্ণ ব্যাঘ্রীর ন্যায় হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বর ইহাদিগকে "কেশরী-ব্যাঘ্র" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

এই ঘটনার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরের পশ্বালয়েও একটী ব্যাঘ্রীর গর্ভে ও সিংহের ঔরসে দুইটী শাবক জন্মে। কিন্তু শাবকগুলি একবৎসরের মধ্যেই মৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত উইণ্ডসরস্থ পশ্বালয়ে শাবকগুলিও তিন মাসের হইয়া মরিয়া যায়। এই উভয় ঘটনাই "ইংলিস সাইক্লোপিডিয়া" নামক বৃহৎ শব্দকোষে লিপিবদ্ধ আছে এবং তদানীন্তন প্রাচীন প্রধান সংবাদপত্রে সর উইলিয়ম জারডিনের প্রাণিবৃত্তান্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সম্প্রতি আয়র্লণ্ডের রাজকীয় জুলজিকাল সোসাইটি তত্রত্য পশ্বালয়ে সঙ্কর সিংহ প্রস্তুত করিতেছেন। তথায় এক্ষণে প্রায় একশতেরও অধিক সঙ্কর সিংহ-শাবক উপজাত হইয়া প্রতিপালিত হইতেছে। প্রদর্শন ব্যতীত এই সকল সঙ্কর সিংহ শাবকদিগকে অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে কি না তাহা এখনও নিশ্চিত হয় নাই।

বিবাহিতা কন্যার প্রতি উপদেশ।

মা * * * *, আজি তোমার জীবনের বিশেষ দিন ও অতি শুভ দিন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে আজি তুমি তোমার জীবন-সঙ্গী লাভ করিলে এবং পবিত্র গৃহধর্ম্ম পালনের জন্য সংসারের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলে। তোমার উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ, ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছ, গৃহ কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়াছ, পতি-মর্য্যাদা বুঝিয়াছ এবং আপন ইচ্ছায় সচ্ছন্দচিত্তে তোমার মনোনীত পতিকে বরণ করিয়াছ। তুমি ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়া ঈশ্বরের চরণে মিলিত হও এবং যাবজ্জীবন জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাধু অনুষ্ঠানে জীবনকে উন্নত করিয়া শান্তি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হও এই আমাদিগের আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা। এত দিন তুমি আমাদিগেরই ছিলে, আজি তোমাকে আর এক জনের হস্তে সমর্পণ করিতে—আর এক গৃহে তোমার স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমাদিগের প্রাণ কি সহজে চায়? তুমি আমাদিগের গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রথম ফল, অপত্য-স্নেহ যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ তাহা তোমা হইতে আমরা প্রথম অনুভব ও শিক্ষা করিয়াছি; তোমার শৈশব জীবনে আমরা ঈশ্বরের অপরূপ লীলা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছি; তুমি আজি অষ্টাদশ বর্ষকাল নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদিগের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইয়া আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়াছ, তুমি তোমার সদ্গুণে, পরিশ্রমে, স্নেহে ও সুবিবেচনায় আমাদিগের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য-ভার অনেক সময় আপনার মস্তকে লইয়া নিপুণা গৃহিণী ও স্নেহময়ী জননীর ন্যায় গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছ এবং গৃহবাসী সকলের সেবা শুশ্রূষার সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছ। তুমি আমাদের অতি প্রিয় ও অতি উপকারী স্নেহের ধন, তোমাকে প্রাণ ধরিয়া অন্যের হস্তে দিতে আমাদের কি সহজে ইচ্ছা হয়? কিন্তু মা জানিও, তোমায় চিরজীবনের কল্যাণের জন্য অতি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাকে অপরের গৃহিণী হইয়া নূতন গৃহ ঈশ্বরের নামে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু অপরের জীবন-সঙ্গিনী হইলে বলিয়া আমাদিগের সহিত তোমার সম্বন্ধ আজি হইতে কি শেষ হইবে? ইহা কখনও ভাবিতে পারি না। আমরা সামান্য তৈজস পাত্রের ন্যায় তোমাকে নিঃস্বত্বে আর এক জনকে দিতেছি না, আমরা অর্থের অনুরোধে গৃহপালিত পশু বা ক্রীত দাসীর ন্যায় তোমাকে আর এক জনের নিকট বিক্রয় করিতেছি না, ধর্ম্ম-কাম হইয়া ধর্ম্মার্থে তোমাকে সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, এবং তিনি আদর করিয়া ধর্ম্ম ব্রত পালনার্থ ঈশ্বর ও

ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া, আজি তোমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, এ কার্য্যে তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হইবে, অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই; তুমি আমাদের যে স্নেহের কন্যা, সেই কন্যা চিরকাল থাকিবে। তুমি সুকন্যার কর্ত্তব্য সকল জান, আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহা সাধন করিবে; ঈশ্বর করুন আমরা যেন তোমার প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য সাধ্যমত চিরকাল প্রতিপালন করিতে পারি।

মা! সতীত্ব ধর্ম্ম নারীকুলের প্রধান গৌরব ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূষণ। এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে যত্নশীলা হইবে, ইহাতেই তুমি ঐহিক ও পারত্রিক সকল কল্যাণ লাভ করিবে। তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশে অনেক ধর্ম্ম-প্রাণা পতিব্রতা রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছে, তুমি আবার যে কুলে প্রবেশ করিতেছ, অনেক পবিত্রচরিত্রা সাধ্বী রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া সে কুলকেও ধন্য করিয়াছেন, ক্রমে ইহার পরিচয় পাইবে। আজি তুমি এই সকল মহিলাকে এবং ভারতের আদর্শ সতী রমণীদিগকে বিশেষরূপে তোমার দৃষ্টির সম্মুখে রাখ এবং বিনীতভাবে তাঁহাদিগের চরণতলে বসিয়া তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হও। সীতা, সতী, পার্ব্বতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি কত রমণী-রত্ন ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ শ্রদ্ধার সহিত ইহাঁদের সুচরিত স্মরণ ও অনুশীলন কর। সীতা দেবী ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি জনকের কন্যা ছিলেন, রাজ-কন্যা রাজ-বধূ রাজ্যেশ্বরী হইতে যাইতেছেন, এমন সময় দৈবঘটনায় পতির বনবাস হইল। সতী রাজ্য সম্পদ পশ্চাতে করিয়া আনন্দচিত্তে পতির সহচারিণী হইলেন, এবং অরণ্যে পর্ণকুটীরে বাস ও ফল মূল আহার করিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরও দুর্বিপাক ঘটিল, একাকিনী রাক্ষস পুরীতে কারার বন্দিনী হইয়া অশেষ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন,—এই অগ্নি পরীক্ষায় হৃদয়ে অবিচলিত পতিভক্তি ও আত্মায় দেব-বল ধারণ করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন। বনে বনের পশুদিগকে প্রেমে বশীভূত করিয়াছিলেন, রাক্ষস-গৃহে রাক্ষসীদিগকে তাঁহার তেজে ভীত ও গুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যখন পুনরায় সুদিন হইল, তখন অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া স্বামীর সহিত রাজ্য ভোগ করিলেন, কিন্তু সম্পদে এক দিনের তরেও উন্মত্ত হন নাই। আবার বিনা দোষে স্বামীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলে বাল্মীকির তপোবনে তপস্বিনীর বেশে পরম সুখে কালযাপন করিলেন, এবং স্বামীর গুণানুধ্যান ও শুভ চিন্তাতেই নিরত রহিলেন। প্রবাদ বাক্য শুনিয়াছ "যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা যাবে দুঃখ" এইরূপ চির দুঃখময় জীবনে অটল প্রেম ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াই

তিনি অলৌকিক দেবীত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ধন্য দেবী সীতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের গৃহে তোমারই জন্ম সার্থক হইয়াছে।

পার্ব্বতী গিরিরাজ হিমালয়ের এক মাত্র কন্যা হইয়াও ঘোরতর তপস্যা করিয়া শ্মশানবাসী ভিখারী শিবের সহধর্ম্মিণী হইলেন। রাজগৃহে বাস অপেক্ষা এই ভিখারীর সঙ্গে ভিখারিণী হইয়া অধিক সুখ অনুভব করিলেন। অন্ন বস্ত্র জুটুক না জুটুক, দেবাত্মা স্বামীর সহিত জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মসাধনা করিয়া ইন্দ্র পদ ও স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন। এরূপ মহাপ্রাণা রমণী দেবতাগণেরও পূজনীয়া হইবেন আশ্চর্য্য কি?

সাবিত্রী রাজার কন্যা এবং চিরদিন সম্পদে প্রতিপালিতা হইয়াও হৃতসর্ব্বস্ব বনবাসী সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিলেন, মৃত পতি অল্পায়ু জানিলেও যাঁহাকে একবার হৃদয় দিয়াছেন, পার্থিব কোন দুঃখের ভয়ে বা সুখের লোভে তাঁহাহইতে সে হৃদয় প্রতিগ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত: তিনি পিতার অতুল রাজ্য সম্পদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দুঃখিনীর বেশে অরণ্য আশ্রয় করিলেন এবং দরিদ্র স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে ধন্যা মনে করিলেন। এরূপ নারী নিজগুণেই সতীর আদর্শ হইয়াছেন।

স্বামী অন্ধ বলিয়া দেবী গান্ধারী আপনাকে দর্শনসুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। লোপামুদ্রা রূপযৌবনসম্পন্না রাজকন্যা, এক জটাবল্কলধারী ঋষি তাঁহার পাণিগ্রহার্থী হওয়াতে পিতা মাতা আত্মীয় সকলে ভীত ও গভীর শোকে আকুল। কিন্তু সেই রাজকন্যা পরমার্থ লাভের পরম সুযোগ দেখিয়া স্বেচ্ছাক্রমে প্রফুল্লমনে ঋষিবর অগস্ত্যের গৃহিণী হইলেন এবং তাঁহার সহিত পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিলেন। এইরূপ দেখিবে কত সুবুদ্ধি আর্য্য রমণী ঐহিক ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাস তুচ্ছ করিয়া অনন্ত জীবনের কল্যাণোদ্দেশে গুণবান্ পতির সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন।

আজি মা * * * * তুমি রাজা বা ধনাঢ্যের ঘরে পড়িতে পারিলে না বলিয়া কি ক্ষুণ্ণ হইবে? গুণবান্, সচ্চরিত্র, ব্রহ্মনিষ্ঠ পাত্রের মর্য্যাদা বুঝিয়া তুমি যে তাঁহাকে জীবন সাথীরূপে গ্রহণ করিয়াছ ইহাতে তোমার দুঃখের কোন আশঙ্কা নাই। এখন পতির সহিত যদি বৃক্ষতলে বাস করিতে হয় করিবে; শাকান্ন আহার করিয়া দিন কাটাইতে হয় কাটাইবে; সুন্দর পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে যদি ছিন্ন বস্ত্র এবং স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্ত্তে যদি শাঁখা ও লোহার খাড়ু মাত্র পরিতে হয় পরিবে, তাহাতে দুঃখ কি? ঐ ত দেখিলে কত রাজরাজেশ্বরের কন্যা দুঃখের অবস্থা সুখের বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। প্রকৃত সুখ বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। যিনি সুখের সাগর ও শান্তির অনন্ত উৎস, সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের

প্রেমে স্বামীর সহিত একপ্রাণ হইয়া যদি মগ্ন হইতে পার, তাহা হইলেই প্রকৃত সুখিনী ও সৌভাগ্যশালিনী হইতে পারিবে। আর তাহা না হইলে সম্পদও বিপদ ও অশান্তির কারণ হইবে। আজি যে-পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ইহা স্বর্গীয় প্রেমের ধর্ম্ম, ইহার প্রাণ পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বর; স্বামী ও স্ত্রীতে একত্র হইয়া অনন্ত কালের জন্য তাঁহাতে মিলিত হইতে হইবে। সাধ্বী স্ত্রী নাস্তিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পতিত স্বামীকে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর চরণে আনিয়া তাঁহার সহিত চিরকাল জীবনের পবিত্র সুখভোগ করেন। যে স্ত্রী ধর্ম্মানুরাগী পতি পান, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি?

প্রেমব্রত সাধনের কয়েকটী নিগূঢ় সঙ্কেত সর্ব্বদা মনে রাখিবে ও যত্নপূর্ব্বক তাহা অবলম্বন করিয়া চলিবে;— ১ম বিশ্বাস, ২য় সন্তোষ, ৩য় সহিষ্ণুতা, ৪র্থ আত্মত্যাগ। প্রথমতঃ স্বামীকে আপনার জন বলিয়া দেখিবে এবং প্রাণ, মন, সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিবে। স্বামী সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় জীবনের সহচর ও বন্ধু, অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, অনিষ্ট চিন্তা করিতে পারেন, ভ্রমক্রমেও ইহা কখনও মনে স্থান দিবে না। স্বামীর নিকট হইতে সদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইলেও তাঁহাকে হিতকারী বন্ধু জানিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিবে এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁহার সেবা করিবে। দ্বিতীয়তঃঃ—স্বামীতে সর্ব্বদা তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে। পার্থিব চক্ষে দেখিলে সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না, ঈশ্বরের করুণার বিশেষ দান বলিয়া যদি দেখিতে পার, সর্ব্বদাই তাঁহাকে সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া দেখিবে, এবং তাঁহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে—অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বামীর প্রতি মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না। সন্তোষ যথার্থই স্পর্শমণি, ইহা আপনার অন্তরকে সুন্দর করিয়া আর সকলকে সুন্দর করিয়া দেখায়। তৃতীয়তঃ—যদি স্বামীর দোষ বা ত্রুটী দেখ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে। এমন লোক নাই যাহার ভ্রম প্রমাদ ও দুর্ব্বলতা নাই, কিন্তু হৃদয়ে প্রেম থাকিলে এমন দোষ নাই যাহা মার্জ্জনা করা যায় না—এমন অত্যাচার নাই যাহা সহ্য করা যায় না। এদেশের হিন্দু নারীগণ ব্রত বিশেষে প্রার্থনা করেন যেন "পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই" বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দৃষ্টান্তস্থল। চতুর্থতঃ— প্রেম সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় আত্মত্যাগ, যে নারী আত্মসুখেচ্ছু, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। কিন্তু যে পতিব্রতা রমণী আপনাকে ভুলিয়া স্বামীর সুখে সুখিনী ও দুঃখে দুঃখিনী, তাঁহারই জীবন ধন্য। প্রিয়তম স্বামী কিসে সুখে থাকিবেন এই তাঁহার প্রাণগত চিন্তা ও চেষ্টা। স্বামীর দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধির জন্য তিনি আপনার মস্তকে

দুঃখভার যত লইতে পারেন, ততই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। স্বামিসেবার জন্য তিনি যদি জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন—তাঁহার জীবন ধারণ সার্থক মনে করেন, তদপেক্ষা তাঁহার সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। যে প্রেমে প্রিয়তমের জন্য মরিলেও সুখ, বাঁচিলেও সুখ, নিজের জন্য কিছু চাই না, সেই ত প্রকৃত প্রেম। দাম্পত্য ধর্ম্ম এই গভীর উন্নত পবিত্র প্রেমের শিক্ষা দেয়; এই প্রেম ঈশ্বরে উত্থিত হইলেই জীবের মুক্তি ও অনন্ত শান্তি লাভ হয়।

শেষ একটী কথা তোমাকে বলিবার আছে * * * * বিবাহ দুই এক বৎসরের জন্য নহে, ইহা অনন্ত জীবনের ব্রত, সেই ভাবে তুমি ইহাকে গ্রহণ কর এবং কায়-মনোবাক্যে তোমার স্বামীর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হও। মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করুন।

নরহত্যা।

(৩৪০ সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠার পর)

আরব দেশের মধ্যে অনেক গর্ভবতী প্রসবের সময় কোন একটী গর্ত্তের নিকট শায়িত হইত। যদি কন্যা জন্মিত, তবে তৎক্ষণাৎ সেই সন্তানটী ঐ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু মহাত্মা মহম্মদকে অগণ্য ধন্যবাদ, তিনি কোরাণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রতিষেধ করিয়াছেন।

আমেরিকা দেশের অসভ্য জাতিদের মধ্যে স্ত্রীলোকের এমনি দুর্দ্দশা যে, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমার মত যন্ত্রণা ভোগ করিবে এই ভাবিয়া জননী অনেক সময় স্বয়ং কন্যা সন্তান বিনাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

নিউ সাউথওয়েলস্ দ্বীপে মাতার মৃত্যু হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু সন্তানেরও সমাধি হয়। ওটাহিটী দ্বীপে ভদ্র বংশীয় স্ত্রী পুরুষে ইচ্ছামত পরস্পরে দাম্পত্য ব্যবহার করিয়া থাকিত, অপত্য জন্মিলে শ্বাসরোধ পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিত।

কোন গ্রন্থকর্ত্তা এরূপ বলিয়া গিয়াছেন যে পোলেনিসিয়ায় স্বহস্তে সন্তান বিনাশ করেন নাই এমন গর্ভধারিণী কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই।

এই বঙ্গ ভূমিতেই কিছুকাল পূর্ব্বে জননীরা পুণ্যকার্য্য বলিয়া গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিতেন, কিন্তু প্রাগুক্ত কয়েক স্থল ব্যতীত পৃথিবীর যে যে অংশে শিশু হত্যা প্রচলিত ছিল, প্রায়ই সেই সেই স্থানে উহার একটা না একটা বিশেষ কারণদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশে লোক সংখ্যা

বৃদ্ধি হইলে অবশেষে দুর্ভিক্ষ হইবে, আহারের কষ্টে প্রাণ বিয়োগ হইবে, প্রায় এই ভয়েই অনেক স্থলে শিশু হত্যার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই জন্যই চীন দেশে ঐ ব্যবহার প্রচলিত আছে। শোলন এই জন্যই আথেন্স নগরে শিশু হত্যা অনুমোদন করিয়া যান। স্পার্টাতেও ঐ প্রথা প্রচলিত হইবার দ্বিতীয় কারণ নাই।

প্লেটোর মতে সুশ্রী পুরুষের সুন্দরী স্ত্রীলোকের সহিত মিলন হউক, প্রথম শ্রেণীর অপত্য রক্ষিত হউক, এবং অধম শ্রেণীর অপত্য বিনাশিত হউক। আরিষ্টটলেরও ঐ মত। তিনি বলেন সন্তানের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত, সেই নির্দ্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ হইলে পর যত সন্তান জন্মিবে, তৎসমুদায় নষ্ট করা কর্ত্তব্য।

যে গ্রীস, যে রোম, যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ হইয়াছিল, তাহারাও অম্লানবদনে স্বহস্তে সন্তান বিনাশের অনুমতি দিতেছে। যে প্লেটো, যে আরিষ্টটলের নামোচ্চারণ করিলে সরস্বতী প্রসন্না হন, যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা দর্শনে জগতীস্থ সমস্ত ব্যক্তি আজি পর্য্যন্ত গললগ্নীকৃতবাস হইয়া রহিয়াছে, যাঁহারা জন্মগ্রহণ দ্বারা অবনীমণ্ডলকে পবিত্র করিয়াছেন, এবং মানবজাতির শ্লাঘাস্থল হইয়াছেন, সেই অলোকসামান্য গুণসম্পন্ন মহাত্মারও দেশাচারের মোহন মন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া, অক্ষুব্ধচিত্তে অপত্য বিনাশের নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন। ধন্যরে দেশাচার, তোর এমনি ক্ষমতা যে, যাঁহারা নানা প্রকার বিরোধী তর্ক খণ্ড খণ্ড করিয়া আত্মমত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও নরহত্যাকে অধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

এই প্রস্তাব সংক্রান্ত আর একটী আশ্চর্য্য কথা আছে। যে ফিনিসিয়াবাসীরা কোনক্রমেই গরুকে আঘাত করিত না, যে কার্থেজবাসিরা বানরকে আঘাত করা মহাপাপ স্থির করিয়াছিল, যে হিন্দুরা পশুদের চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে, এবং "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বাক্যে যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারাই আবার নরশোণিতপাতে অগ্রসর হইয়াছে। মানব প্রকৃতির কিছুই স্থৈর্য্য নাই। এক অন্তঃকরণেই পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আজও পৃথিবীর স্থানে স্থানে বহুবিবাহের বিবরণ শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তুরুষ্কের সুলতানের মহিষী সংখ্যা ৩০০, পারস্যের সার ৪০০, শ্যামরাজের ৬০০ এবং আসাণ্টির রাজার ৩০০।

২। শ্যামবাসীদিগের সহিত ফরাসীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। ফরাসীরা কতক স্থান দখল করিয়াছে, শ্যামবাসীরা একজন ফরাসী সেনাপতিকে বন্দী করিয়াছে।

৩। পারসী রমণী সোরাবজী বারিষ্টার হইয়াছেন। ভারতীয় রমণীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম বারিষ্টার। ইহার শত্রু অনেক হইবে, ঈশ্বরকৃপায় ইনি নিরাপদে উন্নতির পথে অগ্রসর হউন।

৪। আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিসে এক মহামেলা হইবে, এখন হইতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। ফরাসীরা চিকাগো প্রদর্শনীকে হারাইয়া দিতে ইচ্ছা করিবে আশ্চর্য্য নহে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কৃষকের ছবি—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায় প্রকাশিত। সহজ কবিতায় কৃষক জীবনের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কৃষক জীবনের সহিত রাজা শশিশেখরেশ্বরের প্রাণের স্বাভাবিক সহানুভূতি তাঁহার লেখার বর্ণে বর্ণে প্রকাশিত।

২। The Chaitanya Library Journal.—চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষেরা বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধন করিতেছেন। বার্ষিক ১৲ টাকা মূল্যে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানির প্রকাশেরও সেই উদ্দেশ্য। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৩। তটিনী—শ্রী"প্রমীলা" রচয়িত্রী প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা। লেখিকা সুকবি এবং বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের অপরিচিতা নহেন। পুস্তকে ৫৭ টী সুন্দর কবিতাস্তবক আছে। লেখা যেমন সরল, তেমনি সরস ও মধুর। আমরা পাঠিগণকে ইহার মধুরতা আস্বাদনে বিশেষ অনুরোধ করি।

৪। কুন্তলীন—গত চৈত্রের বামাবোধিনীতে এই তৈলের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। ইহা কেশ পরিপোষক সুগন্ধি তৈল। ইহা ব্যবহার করিয়া আমরা উপকার পাইয়াছি। ইহার উদ্ভাবক এইচ বসু সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

৫। গো-লক্ষ্মী—ইহা গো-সেবার একখানি সুন্দর ছবি। ছবিখানি দেখিলে গাভী যে দেবময় মূর্ত্তি ও সকলের মহোপকারিণী সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এ ছবি বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, ঘরে ঘরে এক একখানি রাখা কর্ত্তব্য।

বামা-রচনা।

মা।

(অনুকরণ)

জননি, দয়ার খনি, স্নেহের প্রতিমা খানি,
এস মা, পূজিব আজি কবিতা ফুলে!
জ্বালাময়ী ধরাধামে, মা, তব মধুর নামে
গলে গো পাষাণ হিয়া প্রেমাশ্রু-জলে!
নিরদয় এই ভব, অনন্ত করুণা তব,
ভাবিতে পরাণ-সিন্ধু উঠে উথলে!
স্নেহময়ি, প্রেমময়ি, জননি, করুণাময়ি,
সাজাব শ্রীপাদপদ্ম ভকতি মালে!
এ'হৃদয়-এই দেহ, এতো মা, তোমারি স্নেহ,
প্রদীপ্ত প্রকাশ তারি জীবন-মূলে!
এমন প্রেমেতে ভরা, এমনি আপনাহারা
কে আছে মা, তব সম জগতিতলে!
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তুমি, অধম সন্তান আমি,
তোমারে হেরিলে যাই হরষে গ'লে!
তব যোগ্য উপহার, ধরাধামে নাহি আর
ক্ষুদ্র এ'প্রসূন লও শ্রীকরে তুলে!

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ

শোকার্ত্তা অবলার খেদ।

(গত বারের শেষ)

লক্ষ্মীরূপা পতিব্রতা তাহার রমণী।
কোন্‌প্রাণে তাহারেকে সাজাবে যোগিনী॥
পতির কাছেতে ছিল ছায়ার মতন।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তাহার জীবন॥
জীবন্তে হইয়া মরা রহিল সে নারী।
চিরদিন সার হল নয়নের বারি॥
বাড়ী ঘর টাকা কড়ি সকলি থাকিবে।
ভুবন ঘুরিলে কিন্তু ভুবনে না পাবে॥
স্বামী ভিন্ন অবলার নাহি অন্য গতি।
বিশেষত যে অবলা নহে পুত্রবতী॥
স্বামি-শোক নিবারণ পুত্র মুখ হেরি।
শোক তাপ দূরে যায় পুত্র কোলে করি॥
স্বামীর তেজেতে হয় পুত্রের উৎপত্তি।
মা বলে কাছেতে এলে স্থির হয় মতি॥
ওহে বিধি একি বিধি দেখিহে তোমার।
পতিপুত্র ভিন্ন দেখি অসার সংসার॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে কত হতেছে দাহন॥ ৯

ভুবনের চারি কন্যা পতিব্রতা সতী।
রূপে গুণে তুলনাতে লক্ষ্মী সরস্বতী॥
পিতৃভক্তি কত হায়! কি বলিব আর।
কোথা বাবা বলে মূর্চ্ছা যায় বারে বার॥
মৃত্যুকালে তিন কন্যা নাহি ছিল কাছে।
পিতার শোকেতে তারা বাঁচে কিনা বাঁচে॥
শুষ্ক দেহ রুক্ষ কেশ মলিন বদন।
তাহাদের দেখে কাঁদে পশুপক্ষীগণ॥
কি বলে বুঝাব আমি সাধ্য কিছু নাই।
ভুবনে ভুবন ঘুরি খুঁজিয়ে না পাই॥
বুকে করে কন্যা গুলি মানুষ করেছি।
তাদের দেখিয়ে মুখ কিরূপেতে বাঁচি॥
রাজকন্যা ছিল তারা কিছু নাহি জানে।
আগুণ কে জেলে দিলে বালিকার প্রাণে॥
মেয়ে গুলি মনে মনে করিত যে সাধ।
এত দিনে হল সায় হরিষে বিষাদ॥

প্রাণের ভুবন সে যে প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তারা ত্যাজিবে জীবন॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে তারা হতেছে দাহন॥ ১০

বৃদ্ধ ভগ্নী মার বাড়া মানুষ করেছে।
জানি নাক অভাগীর কি দশা ঘটেছে॥
চলে গেলে ভুবন সে ব্যাথা পেত প্রাণে।
করিত সে বার ব্রত তাহার কল্যাণে॥
ভুবন না দেখে করে সদা হাহাকার।
হাবা কালা হয়ে বুঝি গেল এইবার॥
ভুবনের ঘরেতে সে ছিল যে গৃহিণী।
ভুবন হইয়া হারা মণিহারা ফণী॥
প্রাণের ভুবন তার প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তাঁর আছে কি জীবন॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে সে যে হতেছে দাহন॥
ভুবন ভুবন বলে ডাকে অনিবার।
ভুবন না দেখে দেখে সব শূন্যাকার॥
কত মাথা খুঁড়িত সে দেবতার স্থান।
ভুবনকে ভাবিত সে গর্ভের সন্তান॥
জননীর তুল্য জ্ঞান করিত ভুবন।
পুত্র শোক এত দিনে জানিল কেমন॥
বুকের উপরে তার হল সর্ব্বনাশ।
এত দিনে উঠে গেল ভুবনের বাস॥
প্রাণের ভুবন তার প্রাণের ভুবন।
ভুবন বিহনে তার আছে কি জীবন॥
সোনার ভুবন সে যে সোনার ভুবন।
ভুবন বিহনে সে যে হতেছে দাহন॥ ১১

দাস দাসী প্রতিবাসী করিছে রোদন।
হায় হায় করিতেছে আত্ম বন্ধুগণ॥
ধন্য বিধি একি বিধি করিলে সৃজন।
অকালে হরিয়ে নিলে প্রাণের ভুবন॥
ভুবন বিহনে হল পুরী অন্ধকার।
ওরে যম তোর পায় কোটি নমস্কার॥
দিনেতে ডাকাতি করে লুকালি শমন।
পলকেতে নিলি হরে অমূল্য রতন॥
ভাল দেখে লোভ বুঝি হইলরে তোর।
দেখিতে না দিলি আর ধন্য তুই চোর॥
সেই বাড়ী সেই দোর আছে সেই ঘর।
চন্দ্র বিনা নক্ষত্র না হয় শোভাকর॥
ভুবন করিতে আলো ভুবনমোহন।
বোধ হয় নাই আর দ্বিতীয় তেমন॥
রূপের তুলনা দিব কাহার সহিত।
শশধর শশ ধ'রে আছে কলঙ্কিত॥
বদন পদ্মের তুল্য কিরূপে বা হবে।
নিশিযোগে শতদল ম্রিয়মাণ রবে॥
গুণেতে ছিলরে বশ জগৎ সংসার।
পরিজন মধ্যে নাহি ছিল অবিচার॥ ১২

সাত পুত্র সাত কন্যা মা বাপের ছিল।
পুত্র গুলি ক্রমে ক্রমে একে একে গেল॥
পাঁচ ভগ্নী বেঁচে আছি দুঃখের কারণ।
চারি ভগ্নী বিধবার ছোট যে ভুবন॥
বিধবা চারি জনের না হল মরণ।
যম বুঝি ভুলে গেছে নাহিক স্মরণ॥
পথে ঘাটে মাঠে পড়ে আছে কত জন।
সে দিকেতে শমনের না যায় নয়ন॥
দ্বিতলেতে কত যত্নে ছিলরে ভুবন।
খুঁজে পেতে নিয়ে গেল দুরন্ত শমন। ১৩

জ্যেষ্ঠ ভাই ইন্দ্র তুল্য বিখ্যাত সে নাম॥
রূপে গুণে ধনে মানে গুণে গুণধাম।

মধ্যম ভায়ের গুণ বর্ণিতে না পারি।
বর্ণিতে যাইলে চক্ষে পড়ে শত বারি॥
চন্দ্র তুল্য সেজ ভাই বিদ্যার আকর।
শুনিলে তাঁহার কথা যুড়াত অন্তর॥
সকলের ছোট ভাই ভুবনমোহন।
মা বাপের ছিল রে সে অঙ্গের ভূষণ॥
দিক্ পাল চারি ভাই সবে কীর্ত্তিমান।
রূপে গুণে ধনে মানে সকলে সমান॥
বাল্যকালে স্বামিহীনা করিল ঈশ্বর।
সহোদর গণ দেখে জুড়াত অন্তর॥
অতিশয় শিশুপুত্র আমি কুলনারী।
বিষয় ব্যবস্থা কিছু বুঝিতে না পারি॥
জমিদারী বাড়ী গাড়ী ছিল যত ধন।
ফাঁকি দিয়া কেড়ে নিলে দস্যু জ্ঞাতিগণ॥
জননী শুনিয়া কাণে আমার দুর্গতি।
দুঃখিনীরে ফেলে প্রাণ ত্যজিলেন সতী॥
দিবা নিশি কাঁদি আমি হয়ে ম্রিয়মাণ।
অভাগীর নাহি ছিল দাঁড়াবার স্থান॥
ছোট ভাই ভুবন যে ডাক্তার প্রধান।
রাজার ডাক্তার হয়ে বর্দ্ধমান যান॥
তাহার কাছেতে থাকি নাহি কিছু দুঃখ।
দুঃখের কপালে কোথা হয়ে থাকে সুখ॥
লেখা পড়া করে পুত্র মনে কত আশা।
ভাঙ্গিল আশার বাসা আশাতে নিরাশা॥
আচম্বিতে মূর্চ্ছারোগ পুত্রের ধরিল।
কোথা রাম রাজা হবে কোথা বনে গেল॥
স্বপন ভাঙ্গিল শেষে ভেঙ্গে গেল বুক।
আমার অদৃষ্ট গুণে বিধাতা বৈমুখ॥
কত মত চিকিৎসা করালে ভুবন।
কোন মতে হইল না রোগ নিবারণ॥
ডাক্তার হাকিম বৈদ্য দৈব কর্ম্ম যত।
হাতুড়ে ভূতুড়ে দণ্ডী ফকির মহন্ত॥
দেখে শুনে সকলেতে হার মেনে গেল।
আমার কপাল গুণে নাহি হল ভাল॥
পীড়িত সন্তান আর ছিল যে ভুবন।
আটুই মাঘেতে উড়ে গেল সে ভুবন॥
বাপের বাটীর আশা সব ফুরাইল।
পত্র লেখা যাইবার সাধ মিটে গেল॥
আর এক কালসাপ রাখিয়াছি বুকে॥
দংশিয়া যাইবে চলে ছাই দিয়া মুখে।১৪

হে নাথ, সচ্চিদানন্দ আনন্দ নিধান।
আমাদের পক্ষে ভাল করেছ বিধান।
জগদীশ তব পায় কি দোষ করেছি।
কত দুঃখ দেবে দেও বুক পেতে আছি॥
আমরা মরিলে তব আশা পূরিবে না।
এত কষ্ট এ জগতে কেহ সহিবে না॥
পক্ষপাতী হলে নাথ সত্য সনাতন।
ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে গেল দুনয়ন॥
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে ওঠা ভার।
জীবন রাখিয়ে নিলে জীবনের সার॥১৫

দিদি পাঁচটী ভগিনী, দিদি পাঁচটীভগিনী,
জন্মিয়া মাতার গর্ভে জনম দুখিনী।
কতকরেছিগো পাপ,কত করেছিগো পাপ,
পাপের ফলেতে এত পাই অনুতাপ।
সুখে থাক সর্ব্ব জন, সুখে থাক সর্ব্ব জন,
চল পাঁচ জনে যাই নিবিড় কানন।
দিদি সকলি অসার, দিদি সকলি অসার,
শ্রীগোবিন্দ চিন্তানন্দ এক মাত্র সার।
করি তাঁরে আরাধনা, করি তাঁরে আরাধনা
জঠর যন্ত্রণা আর পাইতে হবে না।
আর দগ্ধ নাহি হব, আর দগ্ধ নাহি হব,
চারি সহোদর গুণ বনে গিয়া গাব।
নাহি আর সহোদর, নাহি আর সহোদর,
কি বলে দেখাব মুখ সংসার ভিতর।১৬*

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

---

* বামাবোধিনীর এক পুরাতন শ্রদ্ধেয়া লেখিকা বড় শোক পাইয়া তাঁহার এই শেষ লেখা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিতে একান্ত অনুরোধ করাতে ইহা প্রকাশিত হইল, আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ ইহাঁর সহিত সহানুভূতি করিবেন। বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪২ সংখ্যা } আষাঢ়—১৩০০—জুলাই ১৮৯৩। { ৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—গত ২৪এ মে ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ৭৩ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৪ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, জগদীশ্বর মহারাণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন্।

রাজ-বিবাহ—আগামী ৬ই জুলাই টেকের রাজকুমারী মের সহিত যুবরাজ-পুত্র প্রিন্স জর্জ্জের শুভবিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে, এই সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই বিশেষ আনন্দিত।

দান—(১) মাণিকজি পেটিটের স্ত্রী তাঁহার পতির স্মরণার্থ একটি পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য ৫,০০,০০০টাকা দিয়াছেন।

(২) হরিদ্বারের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বলরামপুরের মহারাণী ২০,০০০। টাকা দিয়াছেন।

(৩) মান্দ্রাজের কোলার জেলার বীরাপাপাটেল ও তাঁহার দুই সহোদর দেশহিতকর কার্য্যে ।১৪,০০০ টাকা দিয়াছেন।

বিলাতী যাদুঘর—গত ১০ই মে ইংলণ্ডেশ্বরী ইম্পিরিয়াল ইনিষ্টিটিউট্ নামক যাদুঘর খুলিয়াছেন। প্রধানতঃ যুবরাজের উদ্যোগে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা মহারাণীর ৫০ বৎসর রাজত্বের স্মরণ-চিহ্ন। যুবরাজের পঠিত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মহারাণী বলিয়াছেন এই শিল্পগৃহ তাঁহার বিশাল বিচ্ছিন্ন রাজ্য সমুদয়ের যোগ বন্ধনের উপায় হইবে।

মান্দ্রাজ-স্ত্রীশিক্ষা—মান্দ্রাজের হিন্দু-সমাজ-সংস্কার সভা তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য একটী সুন্দর নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কতকগুলি বিদুষী

রমনী স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান শিক্ষা ও আমোদ বিধানের জন্য মাসে মাসে একটি করিয়া বক্তৃতা করিবেন। বিজয় নগরের মহারাজার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম সভা হয়; কুমারী আনি সাম্মগাম্‌ ইংলণ্ড ভ্রমণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়া ইংলণ্ডের কতকগুলি দৃশ্য প্রদর্শন করেন।

বানপ্রস্থ যাত্রা—কচ্ছের মহারাজা প্রাচীন রাজর্ষিদিগের ন্যায় সপত্নীক বনবাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সঙ্গে দুই জন মাত্র ভৃত্য আছে।

আদর্শ পতি সেবা—বিখ্যাত ইংরাজ ইতিহাসবেত্তা গ্রীন সাহেবের পত্নীর স্বামিভক্তি ও অধ্যবসায় বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার স্বামীর বহুল গ্রন্থ প্রচার তাঁহারই পরিশ্রমের ফল, পুরাতত্ত্বের সংগ্রহে তিনি স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অনেক সময় স্বামীর জন্য ১১ ঘণ্টা করিয়া লিখিতে হইত; এই গুরুতর শ্রমে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বাতে অসাড় হইয়া যায়; সাধ্বী রমনী বামহস্তে লেখা অভ্যাস করিয়া কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

দীর্ঘজীবন—(১) কুর্গ প্রদেশে ভেঙ্কাটারামিয়া চেটি নামে একজন ভূতপূর্ব্ব পুলিস কর্ম্মচারী ১২০ বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করিয়াছেন। ৮ আট মাস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ও স্মরণ শক্তি উজ্জল ছিল, তৎপরে জর ও দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার দেহক্ষয় হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হইল।

স্ত্রীডাক্তার—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণা হইয়া অযোধ্যা নগরে চিকিৎসা কার্য্য করিতেছিলেন, সম্প্রতি জেনানা হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বার্থে পরার্থ।

আগুনের ভিতর যেমন জল, বিষের ভিতর যেমন (ঔষধ রূপী) অমৃত, স্বার্থের ভিতর সেইরূপ পরার্থ। কথায় শুনিতে বড় ভাল না লাগিলেও আসলে সত্যই হয়; কেমন করিয়া সত্য হয়, বলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

মানব জগতের তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যায়, ততই অনুভূত হয় যে সত্য ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল কর্ত্তব্য পালন করাই মানব জন্মের উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ মানবের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ; প্রথম ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় জাতিগত কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বিশেষ করিয়া বলা সম্ভব নহে; কারণ মানবের অবস্থা ও উপযোগিতা বুঝিয়া ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়া থাকে। আর নিজের, নিজ পরিজনের, সমাজের ও জগতের উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা

করা মানবের জাতিগত কর্ত্তব্য। মানববুদ্ধি যত টুকু বুঝিতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যে এই কর্ত্তব্য পালন করাই ভগবানের আদেশ। অতএব ধর্ম্ম আত্মোন্নতি—ধর্ম্ম পরহিতৈষণা। কিন্তু পরহিত সাধন করিতে হইলে আত্মোন্নতিই প্রথম প্রয়োজনীয়। আপনাকে উপযুক্ত রূপে গঠন করিতে না পারিলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা কাহারও পক্ষে সুসাধ্য নহে। যীশুখ্রীষ্ট বা চৈতন্ত দেব নিজে যদি ধার্ম্মিক চূড়ামণি না হইতেন, তবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইত না; আর্যভট্ট, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি যদি বিজ্ঞানানুশীলনে একাগ্রচিত্ত না হইতেন, তবে জগৎ তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধনে ধনী হইত না; রাজা রামমোহন রায় যদি ধর্ম্মবীর না হইতেন, তবে শতাব্দী পূর্ণ না হইতেই বঙ্গভূমির এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইত না; পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি নিজের আর্থিক উন্নতি করিতে না পারিতেন, তবে তাঁহার দেবোপম দয়া বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থ হইত না; পণ্ডিতা রমা বাই যদি উচ্চাশয়া না হইতেন, তবে "শারদা সদন" স্থাপিত হইত না; মহারাণী স্বর্ণময়ী যদি ধনবতী না হইতেন, তবে তাঁহার দানশীলতা এত স্ফূর্ত্তি পাইত না; আমাদের দরিদ্র বিধবা গঙ্গাজেলেনী যদি সবল সুস্থ না হইত, তবে শরীর খাটাইয়া একঘর শিশু বাঁচাইতে পারিত না। তাই বলিতেছি, পরহিত সাধন করিতে হইলে আত্মোন্নতি আগে আবশ্যক। নিজে কার্য্যক্ষম না হইলে পরের কাজ করা যায় না।

সুতরাং যাহাতে নিজের স্বাস্থ্য, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র প্রভৃতি উন্নতি প্রাপ্ত হয়, সেই রকম কাজ করা ধর্ম্মানুমোদিত—ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই সকল কাজকে "স্বার্থ" বলিতে চাও, বল, কিন্তু এই রকম স্বার্থ পূর্ণ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ—বোধ হয় সকলে বুঝিতেছেন, এরূপ স্বার্থ সিদ্ধি ব্যতীত মানুষের "মানুষ" হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে স্বার্থের উদ্দেশ্য পরহিতৈষণা, যে স্বার্থ ধর্ম্মের শাসনে শাসিত, সেই স্বার্থ পূর্ণ করাই যে পুণ্য ইহা মানবের সকল সময়েই স্মরণীয়। আর আসক্তিমূলক যে স্বার্থ, সেই স্বার্থ পূর্ণ করাকেই পাপ বা অধর্ম্ম বলা যায়। যে ব্যক্তি আসক্তিমূলক স্বার্থ, পূর্ণ করিতে চাহে, তাহাকে "স্বার্থপর" কহে। স্বার্থপর ব্যক্তিকে এ জগতে প্রথম শ্রেণীর অধার্ম্মিক—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে ব্যক্তি পরের প্রয়োজন—পরের হৃদয়, কিছুমাত্র বুঝে না, অথচ আপনার সবটা ষোল আনায় হিসাব করিয়া লয়, তাহাকে লোকে কেবল "স্বার্থপর" বলিয়া তৃপ্ত হয় না, "নির্ম্মম"ও বলে, "হৃদয়হীন"ও বলে।

কিন্তু এই রকম স্বার্থপর হওয়া মানবের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আত্মসুখকামনা মানবহৃদয়ে যেমন স্বাভাবিক, তাহাতে জীবন পথে একটু অসতর্ক হইলেই মানব

স্বার্থপর হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু দয়াময় জগদীশ্বর ইহা নিবারণের জন্য যে উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিশেষ চমৎকৃত হইতে হয়।

জগদীশ্বর আমাদিগের শরীর, মন, ও হৃদয়ে যে শক্তি ও বৃত্তি গুলি দিয়াছেন, সে সকলই প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে যে সকল বৃত্তির অধিকতর পরিচালনায় নিজের ও অপরের বিশেষ উপকার হয়, সেই গুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি—আর যে সকল বৃত্তির অধিকতর পরিচালনায় নিজের ও অপরের অপকার হয়, তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বৃত্তি বলে। কিন্তু এই সকল শক্তি ও বৃত্তির মধ্যে বিবেকশক্তি শ্রেষ্ঠতম। প্রজার সহিত রাজার যেমন সম্বন্ধ, শিষ্যের সহিত গুরুর যেমন সম্বন্ধ, আমাদের অন্যান্য বৃত্তি ও শক্তির সহিত বিবেকের সেই রকম সম্বন্ধ। এই বিবেকের শাসনাধীনে সকল শক্তি ও বৃত্তিকে পরিচালন করাকেই "সংযম" বলা যায়। মানব, বিবেকের শাসনাধীনে যদি তাঁহার আত্মোন্নতিকামনা পরিচালন করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থের উদ্দেশ্য "পরার্থ" হইয়া থাকে; কারণ বিবেক হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে "জগদীশ্বর" আমাদিগকে যে সকল শক্তি ও বৃত্তি দিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজগতের মঙ্গলের জন্য—কৃপণের মত নিজের সিন্দুক বোঝাই করিবার জন্য নহে। আমরা এ জগতে দুই দিনের জন্য আসিলেও আমাদিগের কাজের ফল অনন্তকাল-স্থায়ী।" এইরূপে মানবহৃদয় বিশ্ব-হিতৈষণায় প্রণোদিত হইতে পারে। এইরূপে পরার্থপরতার উদ্দেশ্যে নিজের স্বাস্থ্য, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, সকলই উন্নত করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহারই পরিণতিতে স্বার্থ পরার্থের সহিত মিশিয়া যায়—মানব-হৃদয় পর-ময় হইয়া পড়ে। জলবিম্ব যেমন জলে উদয় হয়, আবার সেই জলে মিশিয়া যায়, স্বার্থও তেমনি পরার্থের জন্য জন্মিয়া সেই পরার্থে ডুবিয়া থাকে! এমন "স্বার্থ"ই ভগবানের অনুমোদিত।

এখন তুমি আমাকে বল প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! তোমার যে আত্মোন্নতির ইচ্ছা—তোমার আত্মোন্নতির ইচ্ছা অবশ্য আছে, নহিলে তোমার মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—তাই বলিতেছি, তোমার যে আত্মোন্নতির ইচ্ছা, তাহা কি কেবল তোমার আত্মতৃপ্তির জন্য? অথবা যে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় এ রাজ্যে আসিয়াছ, তাঁহার জন্য যথাসাধ্য—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য?

শ্রীমা।

মহারাণী সীতাবিলাস।

মহিশূরের মহারাণী সীতাবিলাস সি, আই, ই, স্বর্গীয় মহাত্মা তরুভিথারী বীররাজ উর্শের একমাত্র কন্যা। কুলগানা নামক গ্রামে ইহার আদি বাসস্থান

ছিল। মহারাণীর পিতা তরুভিধারীতে * আসিয়া বাস করেন। ইনি বিষয় কর্ম্মোপযোগী উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণরাজ উদয়ার বাহাদুর ইঁহাকে মাম্‌লৎদারের পদে নিযুক্ত করেন। ইঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একপুত্র ও এককন্যা হয়। পুত্রের নাম কসবরাজ উর্শ। ইনিও স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কন্যার নাম দেবজম্মনী, ইনিই আমাদের মহারাণী গীতাবিলাস। দেশের অবস্থা এক সময়ে এত স্বচ্ছল ছিল যে, ৩।৪ টাকায় একজন লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এই উক্তির যাথার্থ্য যেমন বঙ্গদেশে, তেমনি মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও প্রযুক্ত হইত। মহারাণীর পিতামহ ৩৲ টাকার কষ্টের জীবনে সন্তুষ্ট না হইয়া, পুত্রকে এমন সুশিক্ষা দান করিতে প্রবৃত্ত হন, যাহাতে তিনি জনসমাজে গণনীয় ও মাননীয় হন। ইনি ইঁহাকে সংস্কৃত অধ্যাপনা করান। অগ্রজ পাঠ করিতেন, অনুজা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শ্রবণ করিতেন। শুধু তাহাতে তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। শিক্ষক যাহা বুঝাইয়া দিতেন, তাহা তাঁহার ভ্রাতাকে কণ্ঠস্থ করিতে হইত। যাহা ভ্রাতা ভুলিয়া যাইতেন, ভগিনী তাহা বলিয়া দিতেন। এইরূপে ভ্রাতার মত ভ্রাতার সহিত শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন; পিতা মাতাকে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয় নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসরও হয় নাই, তখন হইতেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যানুরাগ ও শিক্ষোপযোগিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। পিতা তাঁহার অধ্যাপনায় কৃতসংকল্প হইলেন। তদনন্তর মহিশূরের মহারাজ কর্ত্তৃক ইঁহার অগ্রজ বাসবরাজ উর্শ পেস্কারের পদে নিয়োজিত হন। সুতরাং উঁহার সহিত আর অধ্যয়ন করিতে না পারিয়া দেবজম্মনী পিতাকে আপনার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে বলেন। ইহা শুনিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া একজন উপযুক্ত শিক্ষক রাখেন। প্রায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে কন্যা সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয় ও কানারি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। স্ত্রী শিক্ষার অন্যান্য অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে তিনি যে বীতরাগ ছিলেন, এমন নহে। অবকাশ পাইলে তিনি গীতবাদ্য, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কারুকার্য্য শিক্ষা করিতেন। অল্পকালের মধ্যে তাঁহার এত বিদ্যোন্নতি দেখিয়া তাঁহার সমবয়স্কা বালিকাগন ঈর্ষান্বিতা হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর, তখন তিনি প্রাচীন বৈদিক হিন্দু মহিলার যথার্থ স্থলাভিষিক্তা বলিয়া পরিচিতা হইতে পারগ হন। মহিশূরের মহারাজা এই সময় ইঁহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিবর অবগত হইয়া ইঁহার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হন। রাজস্ব প্রেরণ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে ইঁহার পিতা দণ্ডার্হ হইয়া মহারাজ সমীপে আনীত

হন। জনৈক মন্ত্রী বলিলেন যে, অগ্রে উহাঁর নিকট কি আছে দেখা যাউক, পরে দণ্ড দেওয়া হইবে। ইহাঁর নিকট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির হইল; ঐ কাগজ গুলির মধ্যে উহাঁর কন্যার কোষ্ঠী ছিল। মহিশূররাজ উহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহা তাঁহার মনোনীত পাত্রীর কোষ্ঠী। এই দেখিয়া তিনি পিতার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করেন। পাত্রীর বয়স যখন ১৭ সপ্তদশ বৎসর, তখন তিনি মহিশূর মহারাজ-মহিষী হন।

তরুণ বয়সেই মহারাণী দেবজম্মনী বিদুষী আখ্যার যাথার্থ্য সম্পাদন করেন। ইনি বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন, শুধু অধ্যয়ন করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; যাবজ্জীবন ইহার অনুশীলনে ক্ষেপণ করেন। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রবিৎ অনেক বিদ্যাভিমানী মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ইহাঁর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত হইতেন। ইহাতে তাহাদিগের অল্পবিদ্যাজনিত অসারত্ব প্রতিপন্ন হইত; প্রত্যুত মহারাণীর বিদ্যা জলধি যেমন অপরিমেয় তেমনি থাকিত। একদা এক কূট দার্শনিক প্রশ্নে, ইহার মস্তক বিচলিত হইয়া উঠে। ইনি তাহার এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিলেন, করিলেন বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তটী তাঁহার মনঃপূত না হওয়াতে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহোদয়কে মীমাংসার জন্য আহ্বান করেন। ইনি আসিয়া মহারাণীর মতের পোষকতা করেন। ইহাঁর হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল, দেখিলে বোধ হইত যেন ছাপার অক্ষর। উড়িয়াদিগের মত তাল পত্রে উত্তমরূপ লিখিতে পারিতেন। বাস্তবিকই তিনি আদর্শ রমণী ছিলেন। মণিকাঞ্চনের যোগ ইহাঁতে হইয়াছিল। একদিকে যেমন অতুলঐশ্বর্য্য, প্রবলপ্রতাপ, এক বিস্তৃত হিন্দু রাজ্যের অধীশ্বরী; অপর দিকে সেই রূপ বিদ্যা বুদ্ধি ও সুশীলতা। ভারতের অনেক স্থানে অনেক পুণ্যবতী দানশীলা আরাধ্যা নারী ছিলেন ও আছেন; কিন্তু কয়জন দেবজম্মনী ছিলেন বা আছেন? ইনি যেরূপ সদ্গুণবতী, সেইরূপ কীর্ত্তিমতী; যেমন বিপুল অর্থ, তদ্রূপ বিদ্যা মহানিধিতে বিভূষিতা ছিলেন। ইহাঁকে কেবল মহিশূরের গৌরব-সূর্য্য নয়, বিশ্ব ভারতের গৌরব-সূর্য্য বলিলে, বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

ক্রমশঃ।

সুজাতার অপূর্ব্ব কথা।

মহাবীর শাক্যমুনি যৎকালে ঘোরতর তপস্যায় নিরত, সেই সময়ে বুদ্ধগয়ার নিকট নীলঞ্জনা নদীতটে সিনানি নামক একজন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী বাস করি-

তেন। সিনানী দুঃখীর বন্ধু ধার্ম্মিক জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রচুর অর্থ এবং গোধন ছিল। সুজাতা তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী। সেই প্রিয়দর্শনা মধুরভাষিণী দয়াবতী সরলহৃদয়া সুজাতার সহিত সিনানি পরমসুখে কাল যাপন করিতেন। কোনও বিষয়ে তাঁহাদের দুঃখ কিম্বা অভাব ছিল না। কিন্তু এত সৌভাগ্যের ভিতরে থাকিয়াও পুত্রমুখ দর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। পুত্রহীনা সুজাতা সন্তান কামনায় লক্ষ্মীর নিকট অনেক প্রার্থনা করেন, পূজা দেন এবং সেই সঙ্গে এই মানস করেন, যে যদি একটী পুত্র-সন্তান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে নিকটস্থ বনদেবতাকে বিশেষ ভক্তির সহিত পূজা উপহার প্রদান করিবেন।

কিছুকাল পরে লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সুজাতার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। সন্তান যখন তিন মাসের, তখন সুজাতা তাহাকে বক্ষে লইয়া বনদেবতার পূজা দিবার জন্য অরণ্য মধ্যে উপনীত হইলেন। তাঁহার এক হস্ত বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত সন্তানকে এবং অপর হস্ত মস্তোকপরি দেবভোগ্য উপহার পাত্র ধারণ করিয়াছিল। সঙ্গে কেবল একমাত্র দাসী রাধা। রাধা অগ্রে বনমধ্যে দেবতার স্থান পরিষ্কারার্থ গমন করে। তথায় সে হঠাৎ বৃক্ষমূলে সৌম্যমূর্ত্তি নিমীলিত লোচন শাক্যদেবকে দেখিয়া বিস্মিতা হইল এবং শঙ্কিত ভাবে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, দেখ! দেখ! বনদেবতা কেমন তাঁহার স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন! আহা জানুপরি যোড়কর, কেমন অপরূপ দৃশ্য! ললাটের চারিদিকে যেন জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। কি শান্ত, কি বিরাট রূপ! আহা নয়নদ্বয়ে কি স্বর্গীয় প্রভা! দেবদর্শন বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়!"

তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে সুজাতা কম্পিত-কলেবরে নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভূমি চুম্বন করিয়া আনত বদনে বলিতে লাগিলেন, "হে মঙ্গলদাতা পবিত্র বন-দেবতা, যদি এই দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেখা দিলে, তবে আমি এই শুভ্র পরমান্ন সেবার্থ আনিয়াছি, ইহা গ্রহণ কর।" এই বলিয়া শাক্যের হস্তে গন্ধ-দ্রব্য প্রদানানন্তর স্বর্ণপাত্র হইতে পরমান্ন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যা প্রভাবে তৎকালে শাক্যের দেহ অতীব ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিল। এমন কি সময়ে সময়ে অনাহারে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। সহসা মধুর পরমান্ন লাভ করিয়া নীরবে তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। কি মনোহর সেই দৃশ্য! সন্তানকোলে জননী দেবীমূর্ত্তি সুজাতা পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া আস্তে আস্তে স্বর্ণপাত্র হইতে শাক্যের হস্তে পরমান্ন দিতেছেন আর তিনি তাহা ভোজন করিতেছেন।

এমনি উপাদেয় বলপ্রদ সে পরমান্ন যে ভোজন করিবা মাত্র মহামুনির শীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল এবং জীবনী শক্তি ফিরিয়া

আসিল। নিমেষের মধ্যে তাঁহার কষ্টগ্লানি, ক্ষুধাপিপাসা, উপবাসজনিত ক্লেশও চলিয়া গেল। যেন মরুভূমি বিচরণকারী ক্লান্ত বিহঙ্গের অঙ্গে নবীন পক্ষ সকল সহসা উদ্ভিন্ন হইল। সুজাতা যতই তাঁহাকে পরমান্ন ভোজন করাইতে লাগিলেন, শাক্যের মূর্ত্তি ততই সতেজ এবং মুখশ্রী ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তদনন্তর সেই মহিলা মৃদু মধুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাস্তবিকই কি আপনি দেবতা? এবং আমার এই উপহার কি আপনি কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন?"

শাক্য উত্তর করিলেন, "ইহা কি সামগ্রী যাহা তুমি আমার জন্য আনিয়াছ?"

সুজাতা। হে পবিত্র পুরুষ! আমাদের গোগৃহে যে সকল দুগ্ধবতী গাভী আছে, তন্মধ্যস্থ একশত গাভী দোহন করিয়া যে দুগ্ধ পাইয়াছিলাম, তাহা পুনরায় পঞ্চাশটীকে পান করাইয়াছি। পরে সেই পঞ্চাশটীর দুগ্ধ পঁচিশটীকে এবং পঁচিশটীর দুগ্ধ বারটীকে, পরিশেষে বারটীর দুগ্ধ ছয়টী উৎকৃষ্ট গাভীকে পান করাইয়া তাহা হইতে যে দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলাম, সেই দুগ্ধের এই পরমান্ন। সেই দুগ্ধ রজতপাত্রে চন্দন কাষ্ঠের অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তাহাতে নবভূমিজাত উৎকৃষ্ট বীজোৎপন্ন পরিশুদ্ধ তণ্ডুল মিশাইয়া হৃদয়ের সহিত পরম যত্নে ইহা রন্ধন করিয়াছি। কারণ, ইহা দেবতার ভোগ এবং পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় আপনার এই বৃক্ষতলে ইহা পূজার্থ দিব এইরূপ মানস করিয়াছিলাম। এক্ষণে বাঞ্ছিত পুত্রধন আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। সেইজন্য আনন্দের সহিত আপনার পূজা দিতে আসিয়াছি।

পরে বুদ্ধদেব অঞ্চলাচ্ছাদিত মাতৃ-বক্ষস্থিত সেই শিশুর আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক এবং ইহার জীবন-ভার লঘু হউক, কেননা, তুমি আমাকে সাহায্য দান করিলে। কিন্তু আমি দেবতা নহি, তোমার একজন ভাই, —পূর্ব্বে ছিলাম রাজপুত্র, এক্ষণে পরিব্রাজক। এই ছয় বৎসর কাল এখানে ক্রমাগত দিবা রাত্রি জ্ঞানালোক অন্বেষণ করিতেছি। সমস্ত মানবকুলের অন্ধকারকে আলোকিত করিবার জন্য কোন স্থানে সেই আলোক সমুজ্জ্বলিত আছে। সেই আলোক আমি প্রাপ্ত হইব। যখন হে ভগিনী! তোমার পবিত্র আহার দ্বারা আমার শ্রান্ত দুর্ব্বল দেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে, তখন সেই শুভ উষা নিকটবর্ত্তী। মানুষ যেমন জন্ম জন্মান্তর ক্রমে নিষ্পাপ হয়, তেমনি বহু গাভী-প্রসূত এই দুগ্ধ আমাকে জীবন দান করিল। তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করি, কেবল জীবন ধারণই কি যথেষ্ট সুমিষ্ট মনে হয়? জীবন এবং প্রেম ইহাই কি সর্ব্বস্ব?

সুজাতা বলিলেন, "হে পূজ্যপাদ দেব! আমার মন অতি ক্ষুদ্র, অল্পেতেই ইহা পূর্ণ হয় এবং আপনার আশীর্ব্বাদ এবং

আমার এই সন্তানের হাস্যমুখ ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাতে আমার গৃহাশ্রমকে আনন্দময় করিল। গৃহকার্য্যের চিন্তায় পরিপূর্ণ আমার দৈনিক জীবন অতীব সুখকর। সূর্য্যোদয়ে আমি জাগিয়া দেবতাদের মহিমা গান করি, জীবদিগকে অন্নদান, এবং তুলসীবৃক্ষের সেবা করি, গৃহের পরিচারিকাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত রাখি। পরে মধ্যাহ্ন সময়ে যখন আমার স্বামীদেব আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকেন, তখন আমি মৃদু সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহাকে সোহাগ করি এবং বীজন ব্যজন করি। পরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ভোজন করাইবার জন্য আমি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া মিষ্টান্ন দিয়া তাঁহার সেবা করি। তদনন্তর রাত্রিকালে যখন আকাশমণ্ডল নক্ষত্রালোকে আলোকিত হয়, তখন বন্ধু বান্ধবের সহিত গল্প স্বল্প করিয়া নিদ্রা যাই। এরূপ যে সৌভাগ্য-শালিনী আমি, স্বামীর স্বর্গভোগের উপায়-স্বরূপ পুত্র সন্তান গর্ভে ধরিয়াছি, এমন ভাগ্যবতী যে আমি, আমি কেন সুখী হইব না? কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, পথিকদিগকে ছায়াদানের জন্য বৃক্ষ রোপণ করিলে, জীবের শান্তির জন্য জলাশয় খনন করিয়া দিলে, পুত্র সন্তান উৎপাদন করিলে, মৃত্যুর পর এ সকল দ্বারা নিশ্চয় শুভ ফললাভ হয়। শাস্ত্রে যাহা কথিত আছে, তাই আমি গ্রহণ করি; কেন না, যাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, যাবতীয় শান্তি এবং পুণ্যের পথ এবং গাথা মন্ত্র যাঁহারা অবগত ছিলেন, সেই প্রাচীন মহাজনদিগের অপেক্ষা আমিত জ্ঞানী নহি। তদ্ব্যতীত আমি ইহাও জানি যে ভাল করিলে ভাল, মন্দ করিলে মন্দ হয়; নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সকলেরই পক্ষে এ কথা সঙ্গত। আরো আমি দেখিয়াছি, উত্তম বৃক্ষ হইতে রসাল ফল, এবং বিষবৃক্ষ হইতে তিক্ত ফল উৎপন্ন হয় এবং ইহ জীবনেই বিদ্বেষ হইতে ঘৃণা, দয়া হইতে বন্ধু, ধৈর্য্য হইতে শান্তি উৎ-পন্ন হইয়া থাকে। যখন বিধাতার ইচ্ছা-হইবে আমরা মরিব, এবং তখন কি এরূপ মঙ্গল ঘটিবে না যেমন এখন ঘটি-তেছে? বরং ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে। যেহেতু দেখিতে পাই, একটী শস্য-কণিকা হইতে মুক্তাসদৃশ পঞ্চাশটী শস্য কণিকা উৎপন্ন হয়। হে মহাত্মন্, আমি জানি অনেক দুঃখও বহন করিতে হইবে, ধূলায় মুখ লুকাইতে হইবে। যদি আমার এই শিশু সন্তানটী আমার আগে প্রাণত্যাগ করে, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহাহইলে মৃতশিশু বক্ষে ধরিয়া আমাকে স্বামীর মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু যদি আমার স্বামীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, আমি তাঁহাকে কোলে লইয়া আনন্দ-মনে চিতানলে প্রবেশ করিব। কারণ, শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি স্ত্রী এইরূপে সহমৃতা হয়, তাহাহইলে তাহার প্রেম স্বামীকে—স্ত্রীর মাথায় যত চুল আছে

প্রত্যেক চুলের গণনানুসারে কোটী কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করাইবে। অতএব আমি কোন প্রকার ভয় করি না এবং সেই জন্য হে পবিত্র পুরুষ! আমার জীবন আনন্দময়। তথাপি আমি কোন প্রকার দুঃখী, আর্ত্ত, হতভাগ্য এবং দুষ্টমতি লোকদিগকে ভুলিয়া থাকিনা। দেবতারা তাহাদিগকে কৃপা করুন! যাহা কিছু মঙ্গল তাহা আমি বিনম্র ভাবে সাধন করি, শাস্ত্রবিধির অনুগত হইয়া চলি; এই বিশ্বাস করি, যে যাহা কিছু ঘটিবে, তাহাতে আমার ভালই হইবে।"

সুজাতার বিশ্বাসপূর্ণ মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শাক্য বলিলেন, "ভদ্রে! যাহারা শিক্ষা দেয়,তুমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে। তোমার এই সরল সহজ জ্ঞান উচ্চতর জ্ঞান। না জানিয়া এবং এইরূপে আপনার সত্য পথ এবং কর্ত্তব্য অবগত হইয়া তুমি সুখী হও! হে কুসুমকোমলা, তুমি উন্নত হও! সত্যের তীব্র মধ্যাহ্ন জ্যোতি তোমার ন্যায় কোমল পত্রের জন্য নহে, তাহার জন্য অন্তবিধ সূর্য্যালোক প্রয়োজন। তুমি আমাকে পূজা করিয়াছ,আমি তোমাকে পূজা করি। হে অত্যুৎকৃষ্ট হৃদয়! কপোত যেমন প্রেমের টানে আপনার বাসার দিকে উড়িয়া যায়, অজ্ঞাতসারে তেমনি তুমি জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছ। মানুষের কেন যে আশা আছে, তাহা তোমাকে দেখিলে বুঝা যায়। তুমি চিরসুখ শান্তিতে বাস কর। তুমি যেমন স্বকার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি। যাহাকে তুমি দেবতা মনে করিয়াছিলে, তিনি তোমার শুভ ইচ্ছার ভিখারী।"

সুজাতা বিস্মিত ব্যাকুল লোচনে বলিলেন, "কি! আপনি বলিলেন, আমি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছি তেমনি আপনি হইতে চাহেন!" সেই সময় সুজাতার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানটী বুদ্ধদেবের পানে হাত বাড়াইয়া যেন আপনার দলস্থ জ্ঞানে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেছিল। অতঃপর মহামুনি শাক্যদেব সুজাতাপ্রদত্ত পবিত্র পরমান্ন ভোজনে বললাভ করত আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে বোধীবৃক্ষমূলে তিনি মহাজ্ঞান অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করেন, প্রশান্ত ভাবে মৃদু পদ বিক্ষেপে তাহার দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

দার্জিলিং।

এমন অপূর্ব্ব শোভা দেখিব কি আর!
চৌদিগে অচলাবলী, উন্নত শিখর তুলি
অনন্ত মহিমা কার করিছে প্রচার?
তরুণ অরুণ করে, রতন মুকুতা ঝরে,
মরি মরি কি সৌন্দর্য্য বলা নাহি যায়,
বিচিত্র বরণে আঁকা, যেন গো ময়ূরপাখা,
আঁকিয়া রেখেছে শৈল চূড়ায় চূড়ায়!
কাঞ্চন-ধবলা গিরি অবাক্ বারেক হেরি

তুষার-মণ্ডিত শিরে সোণার কিরীট,
যেনগো শোভিছে তায়, কিরণ পড়িয়ে গায়
উচ্চতায় কে বলিবে ক'হাজার ফিট?

নিম্ন উপত্যকা পানে, তাকাইলে একতানে,
পরাণে কতই ভাব উপজে তথন;
বুঝি সে পাতালপুরী, ভূধরেতে ভূরি ভূরি
নয়ন রঞ্জিতে বিধি করিলা সৃজন!

'বার্চহিল' দেখিবারে সাথে লয়ে বাসনারে
যাইনু সেথায়—স্থান অতি নিরজন,
পার্ব্বতীয় তরুরাজি, অপরূপ রূপে সাজি
বিরাজিছে থরে থরে যেন কুঞ্জবন।

সুন্দরী প্রকৃতি সতী, গম্ভীর প্রশান্ত অতি,
মূর্ত্তিমতী দেবী যেন করে বিচরণ,
নাজানি ভাবুক জনে, ভুলায় কি প্রলোভনে?
সংগোপনে কেড়ে লয় হৃদি প্রাণমন।

'জলা পাহাড়ের' পর প্রাণমন মুগ্ধকর
দেখিনু যে দৃশ্য তাহা না যায় বর্ণন,
গা' ঘেঁসিয়া মেঘ যায়, বহিছে শীতল বায়
ভাবের তরঙ্গ মাঝে ডুবিতেছে মন!

'ভিকটোরিয়া ফল' হেরি, আনন্দে হৃদয় ভরি
গেল যে আমার,—কত ভাবের লহরী
খেলিছে পরাণ মাঝে, ধন্য সেই বিশ্বরাজে
ধন্য তাঁর সুকৌশল—ধন্য কারিকরী!

বহিছে অজস্র ধারা—রজত স্রোতের পারা,
মাতোয়ারা ঝর্ ঝর্ শব্দে ত্রিভুবন।
ভকতি-রসেতে মন,—ডুবে থাকে অনুক্ষণ
পাষাণ বিদারি বারি হতেছে পতন!

'অব্জারভেটরি হিল' উরধে অনন্ত নীল
নিম্নেতে সহর খানি পাহাড়ের গায়,
মরি কি অতুল শোভা, দর্শকের মনোলোভা
চেয়ে থাকে একতানে চিত্রার্পিত প্রায়!

চৌরাস্তায় সন্ধ্যাবেলা, প্রবাসী মিলায় মেলা
পুরুষ রমণী কত বসি কাষ্ঠাসনে,
লভেন বিশ্রামসুখ, সন্তোষে মাখানো মুখ
'ব্যাণ্ড' বাজে—সুধারস সিঞ্চয় শ্রবণে।

পাহাড়ী লোকেরা সবে, সুধাইছে কুলী লবে?
প্রফুল্ল আনন অতি প্রশান্ত প্রকৃতি,
কাজে ব্যস্ত অনুক্ষণ, বড়ই সরল মন
কার্য্যক্ষম সমতুল্য পুরুষ প্রকৃতি।

বেণী পৃষ্ঠে লম্বমান, নরনারী দুলমান
রমণীরা বন্যফুল গুঁজে দেয় শিরে,
দেখিতে সুন্দর অতি, সরলতা মূর্ত্তিমতী,
কি ছার তাহার কাছে মণি মুক্তাহীরে।

স্বভাবসম্ভূত জাতি, রয়েছে স্বভাবে মাতি,
দিবা রাতি পরসেবা পালে মহাব্রত,
লেপচা ভূটীয়া সব, অপরের অগৌরব
করিবে না একতিল বাঙ্গালীর মত।

অসভ্য বর্ব্বর বটে, জ্ঞানবুদ্ধি নাহি ঘটে,
কিন্তু অকপট ভাব সকলেরি মনে;
জানে ভদ্র ব্যবহার, নাহি করে অপকার,
করিবে পরের সেবা খাটি প্রাণপণে।

'দার্জ্জিলিং' দরশনে, যে ভাব উদিছে মনে,
স্মরণেতে সুখ-সিন্ধু উথলে আমার,
হিমাচল নমে যাঁরে, নতশিরে সে ধাতারে,
একান্তে ভকতি ভরে করি নমস্কার॥

শ্রীচ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।*

"প্রেমরূপং পরংব্রহ্ম প্রেমরূপং চরাচরম্।
নান্যদস্তোকমেবাস্তি প্রেমপ্রেমৈব কেবলম্॥"

প্রেম রূপে রয়েছেন দেব ভগবান,
বিশ্ব চরাচর সবি প্রেমে বর্ত্তমান;
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আর কিছু নাই,
একমাত্র "প্রেম প্রেম" রয়েছে সদাই!

আজি শুভময় দেবতার প্রসাদে আমাদের এক শুভদিন। আজি আমরা আমাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ-কর্তৃক এক মহদ্বিষয় আলোচনা করিতে নিয়োজিত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের মত অক্ষম, দুর্ব্বল ও অজ্ঞান ব্যক্তিগণ এই পবিত্র গুরুতর কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাই যিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, সর্ব্বশক্তিমান্, জ্ঞানময়, সত্যস্বরূপ দেবতা, তাঁহারই চরণে প্রণতা হইয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করি। আমরা সকলেই যাঁহার কাজ করিতে আসিয়াছি, জগতের অণু, কীটাণু, পরমাণু হইতেও যাঁহার কার্য্য সাধিত হইতেছে, যিনি সকলেরই সদিচ্ছার সহায়, আমি সেই ইচ্ছাময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি অক্ষয় অনন্ত ও সর্ব্বজ্ঞ, যিনি আদি ও অনাদি, যিনি অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয়, আমি সেই সচ্চিদানন্দ দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি ন্যায়বান্ হইয়াও দয়াময়, অন্তর্যামী হইয়াও ক্ষমাময়, জগদীশ্বর হইয়াও প্রেমময়, আমি সেই মঙ্গলময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার, সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বজগতের নিয়ামক, আমি সেই ব্রহ্মময় দেবতাকে প্রণাম করি। যিনি নীতিবাদীদিগের নীতি, প্রত্যক্ষবাদীদিগের প্রকৃতি, সর্ব্ববাদীদিগের সত্য, আমি সেই সর্ব্বময় দেবতার চরণে প্রণাম করি। প্রহ্লাদ, চৈতন্য, খৃষ্ট, বুদ্ধ, নানক, মহম্মদ, সকলেই যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া জগতের কাজ করিতে পারিয়াছেন, আমি কীটাণু, সেই পরম দেবতার চরণে প্রণাম করি। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যাঁহাকে ডাকিতেছেন, সেই সকলের ডাক একত্রে যাঁহার চরণে পৌছিতেছে, আমি সেই সর্ব্বব্যাপী দেবতার চরণে প্রণাম করি। যিনি নির্গুণ হইয়াও সর্ব্বগুণাধার, ইন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য হইলেও ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়ের বাঞ্ছিত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্ হইয়াও আমারই, আমি আমার সেই দেবতাকে প্রণাম করি। আমি শাক্ত হইলে যিনি আমার শক্তি, বৈষ্ণব হইলে যিনি আমার বিষ্ণু, শৈব হইলে যিনি আমার শিব, আর আমার মত শক্তিহীনা, ভক্তিহীনা, জ্ঞানহীনা, কর্ম্মহীনা

* পারিতোষিকযোগ্য বলিয়া যে দুইটী রচনা বিবেচিত হইয়াছে, ইহা তাহার অন্যতর এবং শ্রীমতী মানকুমারী বসু বিরচিত। বা, বো, স।

"আমি" থাকিলে যিনি আমার সব, আমার সেই সর্ব্বস্বধন ইষ্ট দেবতার চরণে আমি কোটী কোটী প্রণাম করি। আমি যেন তাঁহাতে আপনা উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার বলে বলবতী হইয়া, সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার জন্যই আমার এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি। তাঁহার সত্য যেরূপেই হউক তিনিই প্রকাশ করিবেন, তাঁহার নীতি তিনিই প্রচার করিবেন—আমার ভিক্ষা, আমার মত কীটাণুও যেন তাঁহার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, এ ক্ষুদ্রতম কীটাণুর মনপ্রাণ ও দেহে তিনি যে টুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই যেন তাঁহার নামে তাঁহার কার্য্যে ব্যয়িত হয়। এই অকিঞ্চিৎকর শক্তি হইতেও যেন সকল কর্ত্তব্য পালিত হয়! আমি তাঁহারই চরণে অসংখ্য প্রণাম করি; তাঁহার শুভ ইচ্ছা সফল হউক।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যংচ পরংচ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

* * * *

পিতা সি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমো হস্ত্যভ্যধিকঃ কুতো হন্যো
লোকত্রয়ে হপ্যপ্রতিমপ্রভাব।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥

গীতা।

কি আর চাহিব পিত!
তোমার চরণ তলে—
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে!
এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার তাই
সদা যেন মনে রাখি।
যত টুকু—যত বিন্দু
যা'হয় এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমারি কাজ
যেন এ জীবন যায়।
করম করম-ফল
সকলি তোমার হরি!
ভকতি প্রণতি নাথ,
ধর এ মিনতি করি।

একদিন ভারতবর্ষ হিন্দু আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। সেই আর্য্যজাতি জগতে "আদর্শ" জাতিরূপে পরিগণিত হইয়া জন্মভূমিকে "দেবভূমি" করিয়াছিলেন। কেবল বাহুবলে নহে, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বল, জ্ঞান-বল, চরিত্র-বল ও হৃদয়ের বল অপরিসীম ছিল। এই সকল বলে বলীয়ান্ হইয়াই তাঁহারা জনসমাজে অসমকক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাব, গার্হস্থ্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি হইতে নিয়ম, প্রথা, দৈনিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত, প্রায় সকল গুলিই অলৌকিক ধর্ম্ম বিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। অধিকাংশ গুলিই মানব জগতের চির-উপযোগী। তাঁহাদিগের অবস্থা ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া অনেক সময়েই চমৎকৃত হইতে হয়। এরূপ অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন জাতি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের

সৌভাগ্য "অপরিসীম" হইয়া থাকে; ভারতেরও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু উত্থান পতনাদি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়াই হউক বা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অপরিজ্ঞেয় কোনও কারণে হউক, কোনও জাতি বংশপরম্পরায় ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। রোমীয়, গ্রীক্ ও ভারতীয় আর্য্য জাতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন ধার্ম্মিক, মনস্বী, তেজস্বী আর্য্যগণ লোকান্তরিত হইতে লাগিলেন, যখন ধর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, ও তাহার আনুষঙ্গিক সমাজবিপ্লবে আর্য্যবংশীয়েরা হতাশ্বাস ও অস্থির হইয়া উঠিলেন, তখনই দেবাত্মা ঋষিদিগের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল বিকৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল, তখনই তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শুভকরী প্রথা সকল স্বার্থপর ব্যবসায়ীদিগের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইতে লাগিল। তখন যাহা "হিন্দুর সারধর্ম্ম, তাহাই জগতের ধর্ম্ম" এই অমূল্য সত্য বুঝিতে পারা অসম্ভব হইয়া উঠিল। হিন্দুর পিতৃপুরুষদিগের সঞ্চিত রত্নসমূহে ছাই মাটী মিশ্রিত হইতে লাগিল! এই সময়ে হিন্দুর কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, কি দারুণ অবনতি হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একদিকে ধর্ম্ম বলিয়া উপধর্ম্ম, সত্য বলিয়া অসত্য, ন্যায় বলিয়া অন্যায় গৃহীত হইতে লাগিল; অপর দিকে প্রকৃত ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিবেচনায়, মহত্ত্ব দুর্ব্বলতা বিবেচনায় ও সদাচার কদাচার বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। প্রতারণার বাজারে সকলেই প্রায় ঠকিয়া গেলেন! কিন্তু সত্য কতদিন লুক্কায়িত থাকে? আগুন কতদিন কাপড়ে বাঁধিয়া রাখা যায়? জগতের অণু পরমাণু হইতেও যাঁহার কার্য্য সাধিত হইতেছে, সেই দেবাদিদেবের কৃপায় চাতুরী, ভ্রম প্রমাদাদি অধিকদিন আধিপত্য করিতে পারিল না। দেশে বিদেশে আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যনীতি বুঝিবার মত নরদেবতাগণ জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রাণপণ অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও প্রচারণা ফলে সত্য যেরূপ উদ্ধার হইতে লাগিল, সেইরূপ সাধারণেও কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। তাঁহাদের প্রসাদে, দেশের আচার ব্যবহারমাত্রেই বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের অনেকে এখন বুঝিতে পারিয়াছেন "কুসংস্কার, ভাবিয়া কত সুসংস্কারও হারাইয়াছি, ছাই বলিয়া কত রত্নও পরিত্যাগ করিয়াছি!" এই দুর্ঘটনা নিবারণাশয়ে অনেকেই এখন পুরাতন আচার ব্যবহারাদির মূলানুসন্ধান করিতে মনোযোগী হইয়াছেন। এই কার্য্য যে দেশের এক শুভ লক্ষণ, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টে কি আছে তাহা আমরা জানিনা—আমরা তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অনেক জ্ঞানী মহাত্মাই এবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন না। তবে ভাবিয়া দেখিলে এই টুকু বোধগম্য হয়, যে যাঁহাদিগের জন্য ভারত "দেবভূমি, কীর্ত্তিমন্দির" প্রভৃতি আখ্যা পাইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতবাসী

তাঁহাদিগের সভ্য, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা হইতে গ্রহণীয় বিষয় গুলি গ্রহণ করিলে* কেবল তাহাই নহে, দেশেরই হউক, বিদেশেরই হউক যাহা সত্য, যাহা ন্যায়-সঙ্গত, যাহা জনসমাজের মঙ্গলসাধক, সেই সকল বিষয় শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে, বলিতে সাহস হয় না বুঝি বা ভারতও ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারে! এই কার্য্যে মনোযোগী হওয়া দেশীয়-দিগের এক "অবশ্য কর্ত্তব্য" বলা যায়।

আর্য্য-গণের জাতীয় চরিত্র আলোচনা করিলে অনুভূত হয়, তাঁহাদের হৃদয়ের শক্তি অপরিসীম ছিল। দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, গুণানুরাগ, বিনয়, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতায় আর্য্যগণ অদ্যাপি মানবজগতের শীর্ষস্থানীয়, সম্ভবতঃ চিরকালই রহিবেন। আর্য্যগণের প্রধান সাধনীয় ছিল প্রেম; প্রেম সাধনা হইতেই আর্য্যগণ দেবত্ব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। যে হৃদয়ে প্রেম প্রতিভাত হয়, সে হৃদয় স্বর্গ হইয়া থাকে। আর্য্যগণেরও তাহাই হইয়াছিল; প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগণ আত্ম-বিস্মৃত, প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগণ ত্যাগস্বীকার-পরায়ণ, প্রেমের মহত্ত্বে আর্য্যগণ পরার্থ-পর—শুধু পরার্থপর নহে, পরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল প্রেমই মানবের প্রধান শিক্ষণীয়; প্রেমের অনুশীলন ব্যতীত মনুষ্য-হৃদয় শুষ্ক মরু-ভূমিবৎ প্রতীয়মান হয়, শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সরলতা প্রভৃতি মহতী বৃত্তিসকল উপযুক্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল প্রেমের বলেই জগতে হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, শত্রুতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া সমস্ত জগৎ একখানি গৃহ ও সমগ্র মানব মানবী একাত্মপরিবাররূপে পরিগণিত হইতে পারে। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল, জগতের সহিত জগদীশ্বরের যে অলক্ষ্য মিলন, তাহা কেবল প্রেম হইতেই সম্ভাবিত হয়। এই সকল বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া আর্য্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেম-সাধক ও প্রেম-প্রচারক হইয়াছিলেন। লোক শিক্ষায়ও আর্য্যগণ আদর্শস্থানীয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকশিক্ষায় (অবশ্য মস্তিষ্কের শিক্ষায়) বাঙ্গালি হইতে ইংরেজ শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ হইতে আমেরিক শ্রেষ্ঠ বিবেচনা হয়। কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্যগণ লোকশিক্ষায় ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাঁহারা জানিতেন সাধারন ব্যক্তি-গণ সুশিক্ষিত না হইলে মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি বা মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু কেবল বেদ, উপনিষদ হইতে অথবা মৌখিক উপদেশ হইতে সাধারণের "মনুষ্যত্ব" লাভ হওয়া অসম্ভব। তাহা-দিগকে সাধু কার্য্যে অভ্যস্ত করিলেই তাহাদিগের সাধুতা সহজলভ্য হইতে

* আর্য্যগণ যতই মহানুভব হউন না কেন, অন্ধভাবে তাঁহাদিগের পথানুসরণ করা কিংবা তাঁহাদের কোনও ভ্রম বা ত্রুটি থাকিলে তাহা গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। গোঁড়ামী সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। গ্রঃ লেঃ।